হোমারের

ইলিয়ড

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

গদ্যানুবাদ।

শ্রীনীলরতন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

জয়ন্তী প্রেস, ৭৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ইলিয়ড্ মহাকাব্য সর্ব্বসাধারণের সহজপাঠ্য না হওয়ায়, এই সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিলে, কাব্যপাঠের যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় গ্রীক্ মহাকবি হোমার-প্রণীত ইলিয়ড্‌ও জগদ্বিখ্যাত; অতএব সাহিত্যসেবিগণের ইহার বিষয় অবগত হওয়া উচিত। এই পুস্তকের ভাষা যথাসাধ্য প্রাঞ্জল করিতে প্রয়াস পাইয়াছি;— এবং ইহা ইলিয়ডের অবিকল অনুবাদ না হইলেও, কোনও বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই। এই গ্রন্থের অনুবাদ-কালে মদীয় গুরুদেব পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকুমার চক্রবর্ত্তী, আমার ৺ পিতৃদেবের সতীর্থ খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও বন্ধুবর ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, বি, এল, এম, ডি, পূর্ব্বের ন্যায় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন; অতএব ইঁহাদের নিকট

কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইলিয়ড্-বর্ণিত ট্রয়যুদ্ধের বিবরণ মদনুবাদিত ইলিয়ড্ মহাকাব্যের অবতরণিকা ও উপসংহারে বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে; অতএব গ্রন্থবৃদ্ধি-ভয়ে এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। ট্রয়াধিপতি প্রায়ামের অন্যতম পুত্র দুরাত্মা পারিস্, স্পার্টাপতি ধর্ম্মপরায়ণ মেনিলসের অলোকসামান্যা পত্নী হেলেনাকে হরণ করিয়া আনে। রমণীর উদ্ধারার্থে গ্রীক্‌রাজগণ সমবেত হইয়া, ট্রয় অবরোধ করেন। এই দশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অসংখ্য লোকক্ষয় হয়; পরিশেষে গ্রীক্‌গণ বিজয়ী হইয়া, হেলেনার উদ্ধারসাধন করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে গ্রীক্‌গণের, দশ বৎসর আয়োজনে, দশ বৎসর সংগ্রামে ও দশ বৎসর স্বদেশপ্রত্যাগমনে, সর্ব্বসমেত ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাকবি হোমার্ অবরোধের শেষ ভাগ হইতে গ্রন্থারম্ভ করেন; অতএব আবশ্যক বোধে এইমাত্র আভাস দিলাম। দুরূহ ইলিয়ডের বঙ্গানুবাদে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, সুধীগণ বিচার করিবেন। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়পাঠ্যরূপে গৃহীত হইলে, আমি সকল পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব ইতি।

সাহানগর—কলিকাতা
সন ১৩১৮ সাল,
১লা বৈশাখ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইলিয়ড।

প্রথম কাণ্ড

এগামেম্‌নন্‌ ও একিলিসের বিবাদ।

(ট্রয়াবরোধকালে গ্রীকেরা কতিপয় নিকটবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন এবং ক্রাইসিস ও বিসিস্‌ নাম্নী দুইটী কুমারীকে অপহরণ করিয়া প্রথমাটী এগামেম্‌ননকে ও দ্বিতীয়াটী একিলিস্‌কে প্রদান করে। ক্রাইসিসের পিতা এপলোদেবের পুরোহিত ক্রাইসেস্‌ কন্যা উদ্ধারের জন্য গ্রীক্‌-শিবিরে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে কাব্য আরম্ভ হয়।)

ত্রিদিববাসিনি! মহাবীর একিলিসের সেই ক্রোধ কীর্ত্তন করুন, যাহার দুর্ব্বিষহ দহনে গ্রীস্‌-সন্তানগণ নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে অসংখ্য বীরপুত্র অন্ধতিমিরাচ্ছন্ন প্লুটোর আগারে গমন করেন, তাঁহাদের ধরাশায়িত দেহরাশি গৃধ্রগণ আনন্দে ভক্ষণ করিয়াছিল। হে দেবি! কোন্‌ মহাপাপে গ্রীসের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল, বর্ণন করুন।

এপলোপূজক ক্রাইসেস্ বহুমূল্য নানাবিধ উপহার-দ্রব্যসহ গ্রীক্‌শিবিরে আসিয়া কন্যা প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার মস্তক শুভ্র-কেশজালে সুশোভিত, সর্ব্বাঙ্গ দিব্য তেজে উদ্ভাসিত, হস্তদ্বয় পবিত্র ধর্ম্মচিহ্নে অঙ্কিত এবং ললাটদেশ লরেল্‌পল্লবমাল্যে বিমণ্ডিত; তিনি যাজকের পূতদণ্ড দ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া, একে একে সকলের নিকট অনুনয় করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—“হে মহাবীরগণ! হে ভূপালবৃন্দ! স্থবিরের বাক্যে কর্ণপাত করুন; ট্রয়দেশ নিশ্চয়ই বিধ্বংসিত হইবে এবং উহার অভেদ্য প্রাকার চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! আপনারা বীরোচিত প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন; আশীর্ব্বাদ করি, আপনারা নিরন্তর সুখী হউন; এক্ষণে আমার ভিক্ষা এই যে, আমার কন্যাকে ক্রোড়ে লইতে দিউন। আপনারা সকলে পিতৃযন্ত্রণা অনুভব করিয়া আমার প্রাণাধিকা ক্রাইসিস্‌কে মোচন করুন। আমি নিষ্ক্রয়স্বরূপ মূল্যবান্ উপহার অর্পণ করিতেছি; আপনারা যোভ্-সুত দিবাকরের প্রতি ভক্তিমান হইয়া আমার আবেদন গ্রাহ্য করুন।”

পুরোধার এবংবিধ কাতর বাক্য শ্রবণে সমবেত বীরমণ্ডলী কন্যা প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন; কিন্তু সম্রাট্ এগামেম্‌নন্ সদর্পে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন “জীবন লইয়া শত্রুশিবির হইতে শীঘ্র পলায়ন কর; তোমার অনুনয় ও অনুতাপ সমুদায়ই নিষ্ফল। তোমার লরেল-মুকুট ও স্বর্ণময় দণ্ড দেখিয়া

গ্রীসের মহারাজ কিছুমাত্র ভীত নহে। রে মূঢ়! সত্বর আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও; যাজকের পুত চিহ্নে তোমার কি বিশ্বাস আছে? হে পুরোহিত! বৃথা রোদন করিতেছ; তোমার কন্যাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না। রে নির্বোধ! তুমি উপহার দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছ; কিন্তু এহেন সম্পদশালী ব্যক্তির কি অভাব থাকিতে পারে? তোমার কন্যাকে দূরস্থিত আর্গসে লইয়া যাইব; তথায় তাহাকে আজীবন কিঙ্করীর কার্য্য করিতে হইবে। যাও। নির্বিঘ্নে পলায়ন কর; আর কন্যালাভের বৃথা চেষ্টা করিও না।”

ভূপতির বাক্যে যাজকের সর্ব্বশরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি হতাশান্তরে গ্রীকশিবির পরিত্যাগ করিলেন; এবং শোকে উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর কান্তারে কান্তারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার শোকাবেগ প্রশমিত হইল; তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—“পিতঃ দিবাকর! তোমার প্রতাপ অসীম; তুমি ধার্ম্মিকগণের আশ্রয়দাতা। হে করুণাময়! তুমি নিরন্তর জীবগণের সুখ বিধান করিতেছ। তোমার মাহাত্ম্য বর্ণনে কাহার সামর্থ্য আছে? তুমি কিরণজাল বিতরণ করিয়া অন্ধকার বিদূরিত করিতেছ। হে দেব! যদি কখনও পুষ্পহার গ্রন্থন করিয়া তোমার মন্দির সাজাইয়া থাকি, যদি কখনও হোমানলে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি; অথবা যদি তোমার উদ্দেশে বলিদান করিয়া থাকি; তবে

হে রজত-ধনুর্ধর! দাসের প্রতি কৃপা করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা শত্রু বিনাশ কর।" ভক্তবাক্যে মরীচিমালী অধীর হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে গিরিবর হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শিঞ্জিনী গম্ভীর রোলে বাজিয়া উঠিল এবং তূণীর মধ্যে রৌপ্য শর ঝঙ্কার করিতে লাগিল। তিনি রোষ-বিঘূর্ণিত নেত্রে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া গাঢ়ান্ধকার বিস্তার করিলেন; অনন্তর সবলে শরাসন আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুর কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে শত শত অশ্বতর কালকবলিত হইতে লাগিল; অতঃপর মানবগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল। নয়দিন জীবগণের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। দশম দিবসে দিবেশ্বরী জুনো গ্রীকগণের এবংবিধ বিনাশ দর্শনে ব্যথিতা হইয়া উপস্থিত অহিতপ্রতীকারের উপায় নির্ণয়ের জন্য একিলিস্‌কে সভার অধিবেশন করিতে আদেশ করিলেন।

বীরগণ আহূত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইলেন। থিটিস্-নন্দন গাত্রোত্থান করিয়া নতশিরে নরবরকে নিবেদন করিলেন—"রাজন্! অবিলম্বে ট্রয়দেশ পরিহার করুন; হতভাগ্য গ্রীকগণের আর নিস্তার নাই। গ্রীস্‌বাসিগণ কি কুক্ষণেই স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখময় ট্রয়রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিল! এখনও প্রচুর সময় আছে, আর উদাসীন থাকা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অথবা দৈবজ্ঞগণের পরামর্শ লইয়া এই দৈবী বিপদের কোন প্রতীকার করুন; দিবারাত্র অনশনে থাকিয়া স্বপ্নে দেবাভিপ্রায় অবগত হউন।

যদি ফিবসের পূজাই ইহার কারণ হইয়া থাকে তবে, হে রাজেন্দ্র! বিধিমতে তাঁহার অর্চ্চনা করুন। তাঁহার প্রসন্নতায় অবশ্যই মুমূর্ষু গ্রীক্‌গণ জীবনপ্রাপ্ত হইবে।”

বীরবর একিলিসের বাক্যসমাপ্তি হইলে জ্ঞানাকর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ত্রিকালজ্ঞ পুরোহিত ক্যাল্‌কস্ জরাভার প্রকম্পিত চরণে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—“বীরেন্দ্র! এপলো দেবের শরজাল কি কারণে গগনতল সমাচ্ছন্ন করিল, বুঝিয়াছ কি? আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি; কিন্তু অগ্রে তরবারি স্পর্শ করিয়া অভয়দান অঙ্গীকার কর; কারণ মহাবল ভূপালের ভ্রম ব্যক্ত করা প্রজার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যদি এই মহাবিপদে প্রাণরক্ষা হয়, ভূপতির আক্রোশ হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।” পুরোধার বাক্য শ্রবণে পেলিডিস্ ভুজদ্বয় বিধূনিত করিয়া কহিলেন, “আমার ধমনী যতকাল রক্তপূর্ণ থাকিবে, কাহার সাধ্য আপনার অপকার করে? আপনি যে বিশ্ববিধানকারী দেবদেবকে নিরন্তর পবিত্র হৃদয়ে পূজা করিয়া থাকেন; যাঁহার প্রসাদে ধ্যানে মগ্ন হইয়া ভূত-ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন, তাঁহার নামে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি আপনার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, বিধাতা তাহার প্রতি বিমুখ; আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সম্রাট্ এগামেম্ননেরও সামর্থ্য নাই।” ধার্ম্মিকপ্রবর পুরোধা আশ্বাসে সাহসী হইয়া ধীরস্বরে উত্তর করিলেন,—“হে বীর-গণ! বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ কর; সেনানীনায়ক এগামেম্ননই সর্ব্বনাশের হেতু। এপলো দেব ভক্তের নয়নাসার অবলোকন

করিয়া ক্রোধে নিজ প্রতাপ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভক্ত-তনয়াকে যত দিন মহাপতি পবিত্র কৃসায় পুনঃ প্রেরণ না করিবেন, প্রার্থনায় ও অর্চ্চনায় তত দিন কোন ফলোদয় নাই; দিন দিন চিতানল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। কন্যামুখদর্শনে আনন্দিত ও সুরে প্রসন্ন হইয়া যাজক অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।” পুরোহিত এইমাত্র কহিলে, এগামেমনন্ ক্রোধে তর্জ্জন করিয়া সিংহাসন হইতে ভূপতিত হইলেন; তাঁহার অধরৌষ্ঠ থর থর প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া দর্পভরে ভূপতি কহিলেন,—“এ বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, মূর্খতাপ্রকাশমাত্র। রে নির্ব্বোধ! গ্রীসের অমঙ্গল-ঘোষণাই কি তোমার গণনার কার্য্য? বীরগণ সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদের মনে বিষম বিরাগবীজ রোপণ করিতেছ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ক্রাইসিস্‌কে আমি বহু কষ্টে লাভ করিয়াছি, তুমি মিথ্যা বাক্যদ্বারা আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছ। যদি দেবতা বিমুখ হইয়া থাকেন, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব; মানিলাম, আমা হইতেই এই বিষমবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, এবং প্রজারক্ষণ রাজারও কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু বিদেশলুণ্ঠনে যে সকল কষ্ট ভোগ করিলাম, আমার পক্ষে কেন তাহা নিষ্ফল হইবে? সাধারণের কল্যাণার্থে আমি রমণী পরিত্যাগ করিতেছি, এক্ষণে গ্রীস্-ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক।”

একিলিস্ উত্তর করিলেন,—“নরপতে! গৌরব অপেক্ষা

স্বার্থ আপনার প্রিয়তর। গ্রীকবৃন্দ আপনার নিমিত্ত নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছেন, এইরূপে বিনাশ বুঝি উপযুক্ত পুরস্কার হইল? শত্রুর দেশ লুণ্ঠন করিয়া আমরা যাহা লাভ করিয়া থাকি, সুবিচারে সকলে ভোগ করি; কিন্তু, মহারাজ! এরূপ অর্থ-লোভ দাসেরই কার্য্য, ভূপতির নহে। যদি আপনি কেবল ধনলোভে যুদ্ধে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে যখন গ্রীকসেনা জোভের কৃপায় অভেদ্য প্রাকার ধরাশায়ী করিবে, তখন ট্রয়দেশেই আপনার সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে।” রাজা কহিলেন, প্রলোভনবাক্যে কি আমাকে ভুলাইয়া তুমি ব্রিসি-সের সহিত ক্রীড়া করিবে? তুমি মহাবীর, দেবতার বল ধারণ কর; কিন্তু আমাকে বঞ্চনা করিতে তোমার বাসনা। কন্যার উপযুক্ত মূল্য আমাকে না দিলে, কেবল বাক্যমাত্রেই কি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব? অপর কোন রমণীতে অবশ্যই আমার অধিকার আছে। এজাক্স্ কিংবা উলেসিস্ আপন আপন বন্দিনী পরিত্যাগ করুন; অথবা তুমি নিজ কামিনীকে অর্পণ করিতে পার। অগ্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হও, আমি এখনই কুমারীকে তাহার স্বদেশে প্রেরণ করিতেছি। কোন বীর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন এবং কর্ণধার অবিলম্বে তরিসজ্জা করুক। মহাবীর একিলিস্! যদি ইচ্ছা হয়, তুমি পুরোধানন্দিনীর সহিত ক্রূসায় যাইয়া অবনতমস্তকে কন্যা সমর্পণপূর্ব্বক গ্রীকের জীবনভিক্ষা করিতে পার।” ক্রোধকষায়িতনেত্রে একিলিস্ উত্তর করিলেন,—“তোমার ন্যায় স্বার্থপর জগতে কে আছে? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তুমি নিরন্তর প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার

করিতেছ। রে নীচমনা! রাজার গৌরব ভুলিয়া প্রতারণা করে, ধরাধামে এমন কে আছে? তোমার আজ্ঞাক্রমে আর কোন্ গ্রীস্-সন্তান প্রাণ দিতে অস্ত্রধারণ করিবে? সুদূর ট্রয়দেশবাসী আমার কোন অপকার করে নাই; বারিধির পরপারে আমার বসতি অভেদ্য পর্ব্বতবেষ্টনে সুরক্ষিত; ট্রয় আমার রাজ্যের শত্রু নহে। তোমারই জন্য আমরা স্বেচ্ছায় অস্ত্রধারণ করিয়াছি। তোমার জন্য অনেকবার শোণিত পাত করিয়াছি, এতকালে তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইলাম। হে বীর! ভয়-প্রদর্শন দ্বারা তুমি কি আমার শ্রমলব্ধ ধন গ্রহণ করিতে পার? তোমার লভ্যের সহিত তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কারণ, সমরের সমুদায় পরিশ্রমই আমার। যখনই দেশলুণ্ঠন করা হইয়াছে, তখনই তুমি স্বার্থশূন্য সাধুবাদে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বয়ং সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছ। রে গর্ব্বান্ধ! আজি হইতে একিলিস্ আর তোমার বশীভূত নহে; দেখি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে ভুজবলে ট্রোজান্গণকে পরাজিত কর।"

রাজা ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "বারবর! অবিলম্বে চলিয়া যাও, তোমার বাক্যে আমি অণুমাত্র ভীত নহি। ট্রয়জয়ে সেনানীর অভাব নাই; সুরপতি যোভ আমাকে স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন। আমার ন্যায় কোন্ মহাবলপরাক্রান্ত রাজা এরূপ অবমাননা সহ্য করিতে পারে? বিবাদে তোমার নিরন্তর সন্তোষ, রক্তপাতে অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাক। তোমার বল আছে, স্বীকার করি, কিন্তু জানিও,

নিমেষে ঈশ্বর তাহা হরণ করিতে পারেন। শীঘ্র আপন পোত জলে ভাসাইয়া পলায়ন কর ও কঠিন শাসনে নিজ রাজ্য শাসন কর। রে কাপুরুষ! আমার সম্মুখ পরিত্যাগ করিয়া হীন মার্মিডনগণের নিকট গিয়া বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ কর। যখন দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন যুবতিকে অবশ্যই পিতৃ-সন্নিধানে প্রেরণ করিব; কিন্তু, রাজপুত্র! ব্রিসিস্‌কে কাছে রাখিতে তোমার সাধ্য নাই; শীঘ্র তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, বিলম্বে কুফল ফলিবে; তুমি সম্রাটের বল অবগত নহ। যদি সহজে না দাও, শিবিরে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব; মহাবল গ্রীকসেনা তখন বুঝিতে পারিবে যে, মহীপালগণ কেবলমাত্র দেবতারই অধীন। রে বিদ্রোহিন্! তুমিও বার বার আত্মনিন্দা করিয়া আমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।" রাজার এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বীর একিলিস্ ক্ষোভে ও রোষে যুগপৎ মগ্ন হইলেন। তিনি একবার ক্রুদ্ধ, আরবার শান্ত হইতে লাগিলেন। ক্রোধ তাঁহাকে ভূপতির প্রাণসংহার করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল; কিন্তু বিবেক ধৈর্য্যবারি সিঞ্চন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার উত্তপ্ত অন্তর শীতল করিয়া দিল। তিনি অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে না পারিয়া, অসি অর্দ্ধ নিষ্কাসিত করিলেন। সেই ক্ষণে দেবেশ্বরী জুনোর আদেশানুসারে মিনার্ভাদেবী মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইলেন; একিলিস্ ব্যতিরেকে অপর কেহ তাঁহার দর্শন পাইল না। বীরবর অমরীর অঙ্গজ্যোতিঃদর্শনে চিনিতে পারিয়া কহিলেন,—"দেবি! দিব্যনেত্রে দুরাচার এগামেমননের অত্যাচার অবলোকন করুন।

আপনি সাক্ষী; অদ্য আমার ভীম তরবার আনন্দে উহার শোণিত পান করিবে।" দেবী কহিলেন, "নিরস্ত হও; তোমার ক্রোধশান্তির জন্য আমি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি; অসি কোষবদ্ধ করিয়া অবনত মস্তকে জুনোর আদেশ প্রতিপালন কর। এই বিবাদে দেবী বড়ই কাতরা হইয়াছেন, কারণ তোমরা উভয়েই তাঁহার প্রিয়পাত্র। একদিন তোমার প্রতিশোধদানের সময় আসিবে; এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া দেবতার মান রক্ষা কর।" একিলিস্ উত্তর করিলেন, "দেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে ভূমণ্ডলে কাহারও সামর্থ্য নাই, অতএব আমি নিবৃত্ত হইলাম।" এই বলিয়া তিনি কৃপাণ কোশবদ্ধ করিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া অলিম্পস্-শিখরাস্থিত দেবসভাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বীরবর অধিকক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি পুনর্ব্বার ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,"রে কাপুরুষ নরপিশাচ! পরস্বাপহরণে তোর নিরন্তর অভিলাষ; তুই অন্তরে শৃগাল ও বাহিরে কেশরীর তুল্য। বীরগণ যুদ্ধ করিয়া থাকেন, দূর হইতে দর্শনই তোর কার্য্য। যাহা হউক, আমি এই পবিত্র হেমময় দণ্ড স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যখন হেক্টর গ্রীক্‌শোণিতে রণাঙ্গণ কর্দ্দমিত করিবে, তখন বারংবার অনুনয় সত্ত্বেও আমি আর আগমন করিব না! রে গর্ব্বিত! সেই বার তুমি বুঝিতে পারিবে যে, গ্রীক্‌গণের মধ্যে মহাবীরই তোমার বিপক্ষ।" বীরেন্দ্র এইমাত্র কহিয়া করস্থিত রাজদণ্ড দ্বারা সবলে ভূমিতে আঘাত করত নীরবে উপবিষ্ট হইলেন। সম্রাট এগামেম্‌ননকে

পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত সর্ব্বজনমান্য অতিবৃদ্ধ মনীষিপ্রধান পিলিয়াপতি নেষ্টর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! কি লজ্জার কথা! এ বিবাদে শত্রুকুল কেবল হাস্য করিবে। গ্রহবিপর্য্যয়বশে এতকালে গ্রীস্‌দেশ বিনষ্ট হইতে চলিল! তোমরা বালক, বৃদ্ধের বাক্যে অনাদর করিও না। আমি ড্রায়াস্, থিসস্ প্রভৃতি সুদুর্দ্দান্ত বীরবর্গের সহিত যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছি; তাঁহারা সকলেই আমাকে মান্য করিতেন, বাল্যকালে যাহার সম্মান, বার্দ্ধক্যে তাহার প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নহে। আট্রাইডিস্! আপনি সাধারণ-পরিশ্রমলব্ধা রমণীকে পরিত্যাগ করুন। একিলিস্! তুমিও রাজার সম্মান রক্ষা কর। তুমি দেবীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার বলও দেবতুল্য। আমাদের সম্রাট্ সামান্য নহেন; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও ইঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। উভয়ে বিষম বিদ্বেষ পরিহার কর; ক্ষমতার সহিত বল আমার সম্মিলিত হউক। রাজেন্দ্র! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ; নিজে আপনার মনকে বশীভূত করুন। হায়! ঈশ্বর এমন না করেন, বীরবর একিলিস্ সমর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।" প্রবীণ ক্ষান্ত হইলে রাজা কহিলেন, "হে সর্ব্বজনমান্য! আপনার বাক্য অলঙ্ঘনীয়; কিন্তু এ দুরাচার নিজ সামর্থ্য অবগত নহে। ও ব্যক্তি রাজরাজেশ্বরের উপরেও প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। একিলিস্ দেববলে বলবান্ স্বীকার করিলাম; কিন্তু মনুষ্যগণকে অবজ্ঞা করিতে কি

দেবতার আদেশ আছে ?" রাজার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই একিলিস্ উত্তর করিলেন, "যখন উহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তখন এই তিরস্কার অবশ্যই আমার পক্ষে উপযুক্ত। রে মূঢ় ! কে তোমার আদেশ প্রতিপালন করে ? তুমি তোমার সামন্তগণের উপর আধিপত্য প্রদর্শন কর ! রণলব্ধা ব্রিসিস সুন্দরীকে পরিত্যাগ করিলাম; তুমি নির্ব্বিঘ্নে হস্তগত কর। দেবতার আদেশক্রমে বীর একিলিস্ আর স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিবে না। কিন্তু জানিও, এই তোমার শেষ আক্রমণ, যদি পুনর্ব্বার সাহসী হও, আমার তরবারি রুধিরে রঞ্জিত হইবে।"

এই স্থানে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল। রাজগণ মলিনমুখে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। একিলিস, সখা পেট্রো-ক্লসের সহিত স্বশিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। রাজার আজ্ঞাক্রমে তরিসজ্জা হইল। উলেসিস্ নানা উপহার দ্রব্য সহ পুরোধানন্দিনীকে লইয়া ক্রুসায় যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ স্নান করিয়া দিবাকরের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইল; হোমকুণ্ডে স্তূপাকার বলিদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পবিত্র গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়া উঠিল।

সৈন্যগণ এইরূপে ধর্ম্মকার্য্য করিতেছে, ভূপতি, টাল্থিবিয়স্ ও উরিবেটিস্ নামক দূতদ্বয়কে কন্যা আনিবার নিমিত্ত একিলিস্-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে গমন করিয়া ক্রোধান্ধ একিলিসের ভীমমূর্ত্তি দর্শনে বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। একিলিস্

তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন,—"ধার্ম্মিকদ্বয়! আপনারা দেবতুল্য; আমার এই তুচ্ছ শিবিরে পদার্পণ করিয়া ইহাকে পবিত্র করুন। আপনাদের অপরাধ নাই; দুরাত্মা সম্রাটই আমার পরম শত্রু। পেট্রো-ক্লস্! তুমি অবিলম্বে ব্রিসিস্‌কে আনয়ন কর। আপনারা সেই নীচাশয় রাজাকে সমর্পণ করিয়া বলিবেন যে, একিলিস্ গ্রীক্‌গণের বয়নাসারদর্শনে আর যুদ্ধে আসিবে না। সে রণে অনভিজ্ঞ, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া দর্পে মত্ত হইয়াছে। তাহার অদৃষ্টে পরিণামে অবশ্যই পরিতাপ আছে!" পেট্রোক্লস্ ব্রিসিস্‌কে আনিয়া দিলেন। বৃদ্ধদ্বয় সজলনয়না কন্যার হস্তধারণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। একিলিস্ অপমানে উন্মত্ত হইয়া জননীর জন্মস্থান-সাগরতীরে উপবেশন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিলাপ শ্রবণে থিটিস্ সাগরালয় পরিত্যাগ করিয়া নন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার আক্ষেপের কারণ কি?" বীর উত্তর করিলেন, "মাতঃ! দুরাচার এগামেম্নন আমাকে অপমানিত করিয়াছে। যদি পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকে, তুমি অবিলম্বে সুরেশ্বর যোভের নিকট গমন করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অনুরোধ কর। দেবরাজ তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না; কারণ, এককালে তুমি তাঁহার স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলে।" এই বলিয়া বীরবর একিলিস্ বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে এগামেম্ননের সহিত তাঁহার বিবাদের বিষয় আদ্যো-

পান্ত বর্ণন করিলেন। দেবী সস্নেহ বাক্যে কহিলেন,—"হায়! অল্লায়ু সন্তান! আমার জঠরে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! যদি ট্রয়যুদ্ধে না আসিতে, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে পারিতে। যাহা হউক, আমি তোমার প্রার্থনা যোভের নিকট নিবেদন করিব। যতদিন না আসি, তুমি শান্তভাবে নিজ শিবিরে অবস্থান কর।" এই বলিয়া দেবী বারিধিগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে উলেসিস্ ক্রুসায় উপনীত হইলেন এবং এপলোদেবের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক পুরোধাকে নানা উপহার-দ্রব্যসহ কন্যা সমর্পণ করিলেন। পুরোহিত প্রাণাধিকা তনয়াকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দিবাকরের ক্রোধ শান্তির জন্য স্তব করিতে লাগিলেন; গ্রীক্‌গণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর পশুবলির আয়োজন হইল। পুরোহিত প্রথাক্রমে হোমানলে মদিরা ঢালিয়া দিলেন। বৈতালিকগণ সমস্বরে সুমধুর স্তবগান করিতে লাগিল। অতঃপর সকলে ভক্তিভাবে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিল। ক্রমে দিবার সহিত এপলোদেবের ক্রোধ অন্তর্হিত হইল। রাত্রিকালে গ্রীক্‌গণ পোতে যামিনী-যাপন করিয়া প্রত্যূষে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে থিটিস্ স্বর্গধামে গমন করিয়া পুত্রের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। পুনঃপুনঃ অনুরোধে যোভদেব উত্তর করিলেন,—"দেবি! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ ইহাতে গৃহ-

বিবাদ উপস্থিত হইবে। জুনোদেবী আমাকে গঞ্জনা দিবেন। যাহা হউক, তুমি গোপনে প্রস্থান কর। আমি ট্রয়ের বিজয়-দান স্বীকার করিলাম।” এই বলিয়া দেবেন্দ্র শিরঃ-সঞ্চালন-সংকেতে অঙ্গীকার করিলেন; তাহাতে দেবগিরি অলিম্পস্‌ প্রকম্পিত ও দেবগণ বিত্রাসিত হইলেন। থিটিস্‌ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, দেবরাজ সুরমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গ-সভায় উপবেশন করিলেন। অবসর বুঝিয়া দিবেশ্বরী যোভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-“নাথ! কোন ভাগ্য-বতী এবার স্বর্গের সম্পদ ভোগ করিবে? আমি আপনার বনিতা হইয়াও কি অদৃষ্টের ফলাফল অবগত হইতে পারিব না?” বজ্রী কহিলেন, “প্রিয়ে! ইহা অত্যন্ত গোপনীয়। যে বিষয় তোমার জানিবার আবশ্যক, দেবতার অগ্রেই তাহা তোমাকে জানাইব; কিন্তু এই গুপ্ত রহস্য কিছুতেই আমার মুখে প্রকাশ পাইবে না।” বজ্রীর এবংবিধ বাক্যে দেবী বিশাল নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া উত্তর করিলেন, “দেবরাজ! ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন? কবে আমি আপনার কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়াছি? গ্রীকগণের নিমিত্তই আমার উৎকণ্ঠা। থিটিসের সহিত আপনাকে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছি। সে বুঝি ক্রুর পুত্রের জন্য গ্রীকগণকে ধরাতল পরি-প্লুত করিবার প্রার্থনা করিয়াছে? আপনার আকাশ-প্রকম্পন-কারী শিরঃসঞ্চালন কি ব্যর্থ?” যোভ কহিলেন, “গর্ব্বিতে! তবুও আমার গুপ্ত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ? তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। শীঘ্র সর্ব্বশক্তিমান

স্বামীর শাসন শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষান্ত হও; দুর্বিনীতে! আমার রোষানল প্রজ্বলিত হইলে নিস্তার নাই।” বজ্রপাণির বাক্যে ভীতা হইয়া জুনো আর উত্তর করিতে পারিলেন না। অমরগণ কম্পান্বিত-কলেবর ও আকাশ স্তম্ভিত হইল। জননীর ঈদৃশী অবমাননা দেখিয়া অগ্নিদেব ভল্কান কহিলেন, “মানবোচিত কলহ দেবতার কর্ত্তব্য নহে; দেব-জীবন নিরন্তর সুখময়। জননি! আপনি পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গের শান্তিভঙ্গ করিবেন না।” এই বলিয়া অগ্নিদেব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হেমময় সুধাপাত্র জননীর নিকট ধরিয়া আবার কহিলেন, “মাতঃ! পিতার বাক্য পালন করুন। সুরগণের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে যোভের ক্রোধানল হইতে আপনাকে রক্ষা করে। আমার দুর্দ্দশা দেখুন; আপনার জন্য আমি একবার উঁহার ক্রোধে লেমনস্‌ দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিলাম। যোভ্‌ কান্তা মৃদুহাস্য করিয়া পানপাত্র গ্রহণ করিলেন। অপর পাত্র সকল সুধাপূর্ণ হইল; অমরগণ পরে পরে পান করিতে লাগিলেন। খঞ্জ ভল্কান অসুন্দরভাবে গমন করিয়া সুধাবণ্টন করিতেছেন, দেবতার পরিহাসে স্বর্গধাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইরূপে আনন্দে দেবগণ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এপোলোদেব বীণাবাদনে ও কলকণ্ঠী মিউজ্‌দল দিব্য সঙ্গীতে সকলকে বিমোহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। ভল্কান্‌-বিনির্ম্মিত আলয়ে অমরগণ নিশা যাপন করিতে চলিলেন। যোভ ও জুনো স্ববর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

সেনা-পরীক্ষা ও সৈন্যদলের বিবরণ।

মানবগণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে; স্বর্গে দেবগণ নিদ্রিত; কেবল মাত্র দিবেশ্বর যোভের নেত্রে নিদ্রা নাই। তিনি দেবীর সম্মান রক্ষার্থে গ্রীক্‌গণের পরাভবের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর মায়াবী স্বপ্নদেবকে আহ্বান করিয়া, মহীপতি এগামেম্‌ননকে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিবার আদেশ দিলেন। স্বপ্নদেব বজ্রপাণির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, নেষ্টরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“ভূপাল! রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া আপনি কি প্রকারে শান্তিলাভ করিতেছেন? যিনি ভূপতিবৃন্দের অগ্রণী, যাঁহার হস্তে শত শত মানবের জীবন নির্ভর করিতেছে, এইরূপ আলস্যে তাঁহার কালযাপন করা কখনই উচিত নহে। নিদ্রা পরিত্যাগ করুন। আমি যোভের অনুকম্পা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আপনি সসৈন্যে শীঘ্র সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ট্রয় নিশ্চয়ই গ্রীকপদে বিদলিত

হইবে। জুনোর প্রার্থনায় দেবগণ সকলেই এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।” স্বপ্নদেব এইমাত্র বলিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন। ভূপতি এই অলীক প্রলোভন-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনেই ট্রয় লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন, বুঝিলেন না যে এখনও কত অনর্থ উপস্থিত হইবে। তিনি শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজবেশ পরিধান করিলেন। তাঁহার পদে রত্নখচিত পাদুকা, পৃষ্ঠে বিশাল ঢাল ও হস্তে হেমময় রাজদণ্ড। ইত্যবসরে উষার আলোকে মেদিনীমণ্ডল প্রকাশিত হইল। সম্রাট্ রাজাজ্ঞা সেনানীগণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য কতিপয় দূতকে প্রেরণ করিয়া, পোতে নেষ্টরের সহিত মিলিত হইলেন। তথায় সমু দায় ভূপতিবৃন্দ আগমন করিলে,রাজেন্দ্র স্মিতমুখে কহিলেন,—“হে মিত্রগণ! হে সামন্তনিকর! গত নিশাযোগে যখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম, যোভ্বার্ত্তাবহ স্বপ্নদেব নেষ্টরের আকারে আগমন করিয়া আমাকে অবিলম্বে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার আদেশ দিয়াছেন। বীরগণ! যখন ঈশ্বর সুপ্রসন্ন, তখন আর কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। আপনারা নিজ নিজ সেনাদলের বল পরীক্ষা করুন। নয়বর্ষব্যাপী এই বৃথা যুদ্ধে তাহারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়াছে। আমি অগ্রে পলায়নের প্রসঙ্গ করি; যদি কেহ পলাইতে চাহে, আপনারা নিবারণ করুন।”

নেষ্টর-প্রমুখ রাজগণ অগ্রণীর আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। বিবিধ সেনায় অবিলম্বে মক্ষিকাচ্ছন্ন অম্বরের ন্যায় রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। যোধগণের সদর্প পদক্ষেপে ধরাবক্ষঃ প্রকম্পিত ও সিংহনাদে নভঃস্থল বিদীর্ণ হইতে

লাগিল। নয় জন দূত পবিত্র দণ্ড উত্তোলন করিয়া সকলকে স্থির হইতে কহিলেন। অনন্তর রাজেন্দ্র রাজদণ্ডে নির্ভর করিয়া সুকৌশলে কহিলেন,--"গ্রীক্‌গণ! তোমাদের দুঃখে আমার অন্তর নিরন্তর রোদন করিতেছে। স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আর কতকাল এই শত্রুভূমে অবস্থান করিবে? এখন পলায়ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার অন্য উপায় নাই। আমরা আক্রমণ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলাম, হায়! এ কলঙ্ক কিছুতেই অপসারিত হইবে না। ঈশ্বর যখন প্রতিকূল, তখন ট্রয়জয়ের আশা পরিত্যাগ কর। ভগ্ন পোতারোহণে স্বদেশ-গমন অসম্ভব নহে; এস, আমরা লাজ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অবিলম্বে প্রস্থান করি।" ভূপতির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, যোধবৃন্দ পূর্বদক্ষিণ-বায়ুতাড়িত তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব পোতাভিমুখে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ করিল।

দিবেশ্বরী সেনার গতি অবলোকন করিয়া ক্ষোভে মিনার্ভা-দেবীকে কহিলেন,--"হায়! তবে কি ট্রয়ের পতন নাই? দুরাত্মা পারিস্ কি হেলেনার সহিত নিরাপদে সম্পদভোগ করিবে? না, কখনই নয়। বৎসে! তুমি কাপুরুষ গ্রীক্-গণকে প্রতিনিবৃত্ত কর।" তৎক্ষণাৎ মিনার্ভাদেবী মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া বিজ্ঞবর উলেসিস্‌কে পলায়ন নিবারণের আদেশ করিলেন। দেবী-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া উলেসিস্ ভীরুগণকে তিরস্কার ও সাহসিকদিগকে প্রশংসা দ্বারা ক্ষান্ত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলে,

কুরূপ খলস্বভাব থার্সিটিস্ ব্যাঙ্গোক্তি দ্বারা সম্রাটের অবমাননা করিতে লাগিল। উলেসিস্ ক্রোধে তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করায় সে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈন্যগণ এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। উলেসিস্ কিছু বলিবার জন্য রাজদণ্ড উত্তোলন করিলেন। মিনার্ভাদেবী দূতবেশ ধারণ করিয়া সকলকে তাঁহার বাক্যে মনোনিবেশ করিতে কহিলেন। বিজ্ঞবর কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! অসুখী নরবর! গ্রীক্‌গণ আপনাকে কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। 'ট্রয়জয় না করিয়া গৃহে ফিরিব না.' সেই পূর্ব্ব অঙ্গীকার কাহারও স্মরণ নাই। স্বজনবিরহে যে যোধগণ কাতর হইয়াছে, ইহাতে আমি দোষারোপ করিতে পারি না। নয়বর্ষব্যাপী বৃথাযুদ্ধে অবশ্যই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু আমরা পরাজিত হইলাম, এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী? যে সকল সুলক্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে দশম বৎসরে ট্রয়ের পতন হইবে। দৈবজ্ঞ ক্যাল্‌কসের বাক্যে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; অতএব হে বীর-বৃন্দ! আমার অনুরোধে ধৈর্য্যধারণ করিয়া বিজয়ের অপেক্ষায় অবস্থান কর।" বিজ্ঞবর এই কথা বলিলে, সেনামধ্যে প্রশংসা-সূচক কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। স্থবির নেষ্টর্ কহিলেন,— "বৎসগণ! মূর্খের ন্যায় বৃথা তর্ক পরিহার করিয়া বীরকার্য্যে অগ্রসর হও। যোভ্‌দেব বজ্রনির্ঘোষ দ্বারা আমাদের জয়-ঘোষণা করিয়াছেন; তাহা তোমরা সকলে শুনিয়াছ। হে

মহারাজ আট্রাইডিস্! আপনি অগ্রগামী হইয়া স্বদৃষ্টান্তে সকলকে উৎসাহিত করুন; জাতি ও বংশক্রমে যোধবৃন্দকে বিভক্ত করিয়া, সেনাপতিগণকে নিজ নিজ সেনা পরিচালন করিতে আদেশ করুন; এরূপে যুদ্ধ করিলে, কে সাহসী ও কে কাপুরুষ অনায়াসে চিনিতে পারা যাইবে এবং কি কারণে ট্রয়সেনা পরাজিত হইতেছে না, তাহাও জানিতে পারিব;—ট্রয়ের অদৃষ্ট, গ্রীক্‌বাহুবলের অসারতা, দেবতার প্রতিকূলতা বা শত্রুর পরাক্রম, ইহাদের কোন্‌টি বিজয়ের প্রতিবন্ধক তাহা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইবে।” রাজেন্দ্র আনন্দে উত্তর করিলেন,—“আর্য্য! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এক্ষণে সৈন্যগণের অল্পাহার ও বিশ্রাম করা উচিত। অবি-লম্বে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা দীপ্ত ঢাল ও শাণিত ভল্ল ধারণ করিয়া অশ্বরথ সুসজ্জিত কর। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কেহ আর বিশ্রাম করিতে পাইবে না। যদি কোন ব্যক্তি আমার আদেশ লঙ্ঘন করে, সেই দুরাত্মার নিধন অপরিহার্য্য।”

মহীপতি এইমাত্র বলিলে, প্রভঞ্জন-সঞ্চালিত বারিধির ন্যায় সেনাগণ আস্ফালন করিয়া উঠিল। অনন্তর সকলে দেবার্চ্চনার জন্য ব্যস্ততা সহকারে শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। নরবর, যোড়্পূজার আয়োজন করিয়া, নেষ্টর্, ইডোমিনুস্, এজাক্সদ্বয় ও উলেসিস্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সর্ব্বশেষে মেনিলস্ বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইলেন। বলিপশু বেষ্টন করিয়া রাজগণ দণ্ডায়মান হইলে,

সম্রাট্ যোভের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিজয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দেবরাজ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। হোমের ধূম যতই গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, ততই তিনি দুর্দ্দশার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পূজান্তে প্রচুর প্রসাদ ভক্ষণে সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে, বৃদ্ধ নেষ্টর কহিলেন, "রাজেন্দ্র! আপনার বিপুল বাহিনীকে আহ্বান করিবার জন্য ঘোষকগণকে প্রেরণ করুন; যোভের কৃপায় আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।" অনতিবিলম্বে আহূত যোধবৃন্দ শিবির পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল। সেনাপতিগণ সম্রাট্কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন; সৈন্যগণ জাতি অনুসারে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে অবস্থিত হইল। রণেশ্বরী পালাস্ অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া ব্যগ্রভাবে সৈন্যসজ্জা অবলোকন ও যোভের ভুজঙ্গমণ্ডিত ভাস্বর ইজিস্ ঢাল সঞ্চালিত করত গ্রীক্গণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কাহারও আর পলায়নে অভিলাষ রহিল না, সমররঙ্গে সকলেরই হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল!

অনন্তর নেতৃবর্গের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণ তটিনীতট পরিপূর্ণ করিয়া বসন্তাগমে বিবিধ পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদের পদভরে ধরাতল প্রকম্পিত ও অস্ত্রপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল দেদীপ্যমান। পঙ্গপালপাল-সদৃশ সৈন্যচয় স্থির হইলে, সেনানীগণ সুকৌশলে ব্যূহরচনা আরম্ভ করিলেন। দেবতেজে উদ্ভাসিত সমুন্নত-বিশালদেহশালী রাজরাজেশ্বর গোপতি বৃষভের ন্যায় মধ্যভাগে অবস্থান করত সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেবেশের আদেশ ক্রমে দেবদূতী আইরিস্ শূন্য-পথে সমীরগমনে আগমন করিয়া ট্রয়পতি প্রায়ামের দ্বারদেশে বৃদ্ধ ও যুবকগণকে মন্ত্রণা করিতে দেখিলেন। দেবী রাজ-কুমার পলিটিসের আকারে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় যাইয়া কহিলেন,—"আর পরামর্শের সময় নাই। ভীষণ শত্রু আলয় বেষ্টন করিয়া নিকটে অবস্থান করিতেছে। এরূপ বাহিনী আমি কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই; যেন প্রবল বাতাসে বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া সিন্ধুতীর সমাচ্ছন্ন করিয়াছে! হেক্টর্! আর বিলম্ব করিবেন না। দেশীয় ও বিদেশী সেনানীগণকে নিজ নিজ সেনা সজ্জিত করিতে বলুন। আজিকার যুদ্ধে সমুদায়ই আবশ্যক হইবে।" ছদ্মবেশিনী অমরবালার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সতর্ক হইয়া বীরগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। নগর-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; প্রবল প্লাবনের ন্যায় ট্রয়বাহিনী বিশাল প্রাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অশ্ব, রথ ও সেনার ভারে ধরিত্রী প্রকম্পিতা ও সিংহনাদে অম্বর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্ষেত্রের মধ্যদেশে এক সমুন্নত নরনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত বিরাজিত; বীরেন্দ্র হেক্টর্, ডার্ডান্-সেনার অধি-নায়ক ইনিয়স্, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য প্যাণ্ডরস্, অসভাদলপতি নষ্টিস্, লিসিয়ারাজ সার্পিডন্ ও গ্লকস্ প্রভৃতি শূরগণ নিজ নিজ সেনা সহ যুদ্ধার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় কাণ্ড

মেনিলস্ ও পারিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

এইরূপে অসংখ্য সৈন্য বীরদর্পে প্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিল। শীত-সমাগমে উষ্ণতর-সরোবরাভিমুখী বলাকা-শ্রেণির ন্যায় ট্রয়চমূ কোলাহল করিতে করিতে সুদূর হইতে ধাবিত হইল। ক্রোধান্ধ গ্রীকগণ যুদ্ধজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নীরবে দ্রুতগমনে অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহাদের পদোত্থিত ধূলিপটল বিশাল ক্ষেত্র তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রণাভিলাষী উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া আদেশ-অপেক্ষায় অবস্থান করিলে, প্রিয়দর্শন পারিস্ ট্রয়বাহিনী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সদর্পে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইল; সে দেব-সদৃশ রূপবান্; তাহার তনুত্রাণোপরি বিচিত্র চিত্রকচর্ম্ম সুশোভিত, স্কন্ধে ভীষণ বক্র ধনুঃ ও কটিদেশে কোষবদ্ধ কৃপাণ বিলম্বিত; সে দুই হস্তে দুই ভল্ল প্রকম্পিত করিয়া প্রবল প্রতি-যোধকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। বীর বীরবৃন্দের সম্মুখে সদর্পচরণ-বিক্ষেপে এইরূপে বিচরণ করিতেছে, বীরেন্দ্রকেশরী মেনিলস্

দূর হইতে তাহাকে অবলোকন করিলেন। স্থূল মৃগদর্শনে আনন্দিত সিংহের ন্যায় তিনি প্রতিশোধ-প্রদানার্থ রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ; তাঁহার বর্ম্ম ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। সহসা প্রবল শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া পারিসের হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইল ; সে অজগর দর্শনে চকিত কৃষকের ন্যায় ট্রয়সেনার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল। সোদরের এবম্প্রকার ভীরুতা দর্শনে হেক্টর্ তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "পারিস্! তোমার আচরণ রমণীর ন্যায়! তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিতে, তাহা হইলে ট্রোজানগণের এরূপ লাঞ্ছনা হইত না। তোমা হইতে আজি ট্রয়ের শৌর্য্য প্রকাশ পাইল। তুমি কি এই ভাবে স্পার্টাপতির আলয়ে প্রবেশ করিয়া রূপসী হেলেনাকে হরণ করিয়াছিলে? এ কার্য্যে বংশনাশ, তোমার দুর্নাম, শত্রুর আনন্দ ও পিতার মস্তক মুণ্ডিত! এ কার্য্যে সকলেই বুঝিতে পারিল, তোমার ন্যায় কাপুরুষ ভূমণ্ডলে আর নাই। যুদ্ধাবসানে তুমি অচিরাৎ জানিতে পারিবে যে, মহাবল বীরের বনিতা অপহরণ করিয়াছ। সৌন্দর্য্য ও যৌবন অধিক দিন নহে ; সুনাম ও দুর্নাম চিরস্থায়ী। ট্রোজানেরা তোমার জন্য নিরন্তর কষ্ট সহ্য করিতেছে, আর তাহারা কতকাল ঘুমাইবে ; এখনই দেশের জঞ্জাল বিদূরিত করিতে পারে।" লজ্জারক্ত বদনে পারিস্ উত্তর করিল,—"এ তিরস্কার আমার উপযুক্ত ; কিন্তু, আর্য্য! সাহসে ও বীরত্বে আপনাকে পরাজিত করিতে পারে, ভূমণ্ডলে এমন বীর কে আছে? তাহা বলিয়া ভিনস্‌দত্ত সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিবেন না। যাহা হউক, আপনার সন্তো-

যের জন্য আমি যুদ্ধ করিব। মধ্যস্থলে রঙ্গভূমি চিহ্নিত হউক; সেই স্থলে আমি স্পার্টারাজ সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। উভয় পক্ষ মিত্রভাবে আসীন হইয়া আমাদের ভাগ্যপরীক্ষা অবলোকন করুক। যে ব্যক্তি জয়ী হইবে, হেলেনা তাহারই পুরস্কার। এরূপ হইলে ট্রয়ের আর বিপদ্ থাকিবে না এবং গ্রীক্‌গণ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিবে।”

হেক্টর অনুজের হস্ত ধারণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেনা-মুখে অগ্রসর হইলেন। গ্রীক্‌গণ ক্রোধে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। মহীপতি এগামেম্‌নন্ হেক্টরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন হেক্টর্ সর্ব্বজনসমক্ষে পারিসের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মেনিলস্ কহিলেন,—“যোধগণ! আমারই কারণে তোমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছ, অতএব আমার উপর সমরভার অর্পণ কর আমি পারিসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। যাহার ভাগ্য প্রতিকূল, সেই জীবন ত্যাগ করুক। তোমরা অক্ষত শরীরে গৃহে ফিরিয়া যাও। আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। ট্রোজানগণ! দেশপ্রথাক্রমে দিবাকরের জন্য শ্বেত ও ধরণীর জন্য অসিত মেষশিশু আনয়ন কর। আমরা ততক্ষণ জোভ্‌দেবের প্রসন্নতার নিমিত্ত তৃতীয় মেষ আহরণ করি। বৃদ্ধ ভূপতি প্রায়াম্ সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বজনবর্গের সহিত সুখে দিনযাপন করিতে থাকুন।” স্পার্টা-পতির বাক্যে জিগীষু যোধবৃন্দ অস্ত্রত্যাগ করিল। রথিগণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ট্রয়পক্ষ হইতে দুই জন দূত প্রায়ামকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে চলিলেন। টাল্-

থিবিয়স্ যোদ্ধোদ্দেশে মেষ আনিবার জন্য দ্রুতপদে পোতাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

এই অবসরে দেবদূতী আইরিস্ চারুনেত্রা রাজকন্যা লেওডিসির মোহিনী মূর্ত্তিতে হেলেনার সকাশে গমন করিয়া কহিলেন,—“সুলোচনে! এস, প্রাঙ্গণে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া যাও। শোণিতপিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সমরবাসনা পরিহার করিয়া নিজ নিজ ঢালের উপর বিশ্রাম করিতেছেন। আর সিংহনাদ নাই। কেবল মাত্র প্যারিস্ ও বলবান স্পার্টাপতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। অদ্য অস্ত্রে অস্ত্রে অদৃষ্টপরীক্ষা হইবে; তুমিই ইহার হেতু এবং তুমিই বিজয়ীর পুরস্কার।” ছদ্মবেশিনী দেবীর বচনে হেলেনার আয়ত নেত্রে অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল; তিনি অবিলম্বে সখীদ্বয়ের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে স্কিয়ার তোরণশিখরে আরোহণ করিলেন। তথায় এণ্টিনর্-প্রভৃতি বয়স্যবর্গের সহিত সৈন্য-সজ্জা অবলোকন করিবার জন্য বৃদ্ধ ভূপতি উপবিষ্ট ছিলেন। হেলেনার অসামান্য লাবণ্য দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিমোহিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—“এ রমণীর জন্য যে ভুবন সমরে মত্ত হইবে, ইহা অদ্ভুত নহে। হে বিধাতঃ! রূপসীকে স্থানান্তরিতা করিয়া ট্রয় রক্ষা করুন।”

প্রায়াম্ হেলেনাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—“বৎসে! পিতৃপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ব পরিজনবর্গকে অবলোকন কর। ট্রয় যে বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে তোমার দোষ নাই; দেবতার আক্রোশই ইহার কারণ। এক্ষণে

বল দেখি, আমার দুর্ব্বল নয়ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না,—ঐ যে বিশালদেহ বীরকেশরী প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি কে ?" হেলেনা উত্তর করিলেন,—"পিতঃ! উনি রাজরাজেশ্বর আট্রাইডিস্, আমার পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর।" প্রায়াম্ গ্রীক্‌সম্রাটের অশেষ প্রশংসা করিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"ঐ যে দৃঢ়কলেবর খর্ব্বতর ব্যক্তি ক্ষেত্রোপরি অস্ত্র রাখিতেছেন, উনি কোন্ বীর ?" হেলেনা কহিলেন,—"উনি ইথেকার অধীশ্বর উলেসিস্; অনুর্ব্বর ক্ষুদ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া যশোভাতিতে মেদিনীমণ্ডল আলোকিত করিয়াছেন।" এণ্টিনর্ উত্তর করিলেন,—"রাজন্! আমি পূর্ব্বে ইঁহাকে দেখিয়াছি। স্বদেশের অপকার জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত উনি মেনিলসের সহিত আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহাকে সরলস্বভাব দেখিয়া অগ্রে আমরা অজ্ঞ বিবেচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন বাক্যবিন্যাস আরম্ভ করিলেন, তখন নয়নের নিন্দা কর্ণ মোচন করিয়া দিল।" প্রায়াম্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ মহাকায় বীরের নাম কি ?" হেলেনা কহিলেন,—"উনি বলিকুলের অগ্রগণ্য এজাক্স্। নির্ভীক ইডোমিনুস্ ঐ স্থাণুর ন্যায় সেনামধ্যে অবস্থান করিতেছেন। প্রায় সকল বীরই আমার পরিচিত। কিন্তু, হায়! দুই জনকে দেখিতেছি না; তাহারা আমার সহোদর, পদাতিক কেষ্টর্ ও রথী পোলাক্স্।" হায়! নিতম্বিনী এখনও জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কালযুদ্ধে জীবনত্যাগ করিয়াছেন।

ইত্যবসরে বৃদ্ধ দূত ইডিয়স্ আসিয়া ভূপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবগত করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রথারোহণে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এগামেম্‌ননের সকাশে উপনীত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতিদ্বয়ের শপথপূর্ব্বক সন্ধি হইল। প্রথাক্রমে অর্চ্চনাদি সমাপ্ত হইলে, পাছে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হয়, এই ভয়ে, ট্রয়রাজ বিষণ্ণ বদনে প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। হেক্টর্ ও উলেসিস্ যুদ্ধস্থান চিহ্নিত করিয়া দিলেন। কোন্ জন অগ্রে প্রহার করিবে, তাহার জন্য ভাগ্যপরীক্ষা হইলে, পারিস্ নির্ব্বাচিত হইল। অনন্তর বীরদ্বয় ব্যগ্রভাবে সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম ও অস্ত্রপ্রভায় রণস্থল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

এক্ষণে উভয় পক্ষীয় যোধবৃন্দ উৎসুকচিত্তে রঙ্গভূমি বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। আততায়ী বীরদ্বয় ক্রোধভরে বসুধা প্রকম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রায়াম-নন্দন অগ্রে অস্ত্র ত্যাগ করিল; কিন্তু তাহা প্রতিযোধের অভেদ্য ঢালে বিকুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর এট্রুস্-তনয় ভীষণ ভল্ল উদ্যত করিয়া কহিলেন, "দেবেন্দ্র! আপনি পাতকীর শাস্তিদাতা; অদ্য আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত দণ্ডদানে সামর্থ্য অর্পণ করুন। এই দৃষ্টান্ত স্মরণে ভবিষ্যতে যেন আর কেহ এরূপ কার্য্যে সাহসী না হয়।" নরপতি এই মাত্র বলিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; পারিস্ সুকৌশলে ঢাল দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। স্পার্টারাজ ক্রোধভরে তাহার শিরস্ত্রাণে কৃপাণাঘাত করায়, তাহা চূর্ণ

বিচূর্ণ হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর তিনি আরক্ত নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন,—“বুঝিলাম, দেবগণই পরদারের সমর্থনকারী। ধর্ম্মের বিচারশক্তি নাই।” এই বলিয়া শত্রুর শিরস্ত্রাণ ধারণ করত সবলে আকর্ষণ করিলেন। হেমবন্ধনীতে গ্রীবাদেশ আবদ্ধ থাকায়, তরুণ বীর লুণ্ঠিত হইয়া চলিল। ভিনস্‌দেবী অবিলম্বে আসিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিলেন। স্পার্টারাজ শত্রুকে সংহার করিবার জন্য পুনর্ব্বার ভল্ল উত্তোলন করিলে, প্রেমেশ্বরী প্রিয়জনকে কুহেলিকায় অদৃশ্য করিয়া হেলেনার শয্যার উপর স্থাপন করিলেন।

এদিকে হেলেনা প্রাকারোপরি আরোহণ করত সমর দর্শন করিতেছিলেন। দেবী বর্ষীয়সীর আকারে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া বসনাঞ্চল ঈষৎ কম্পিত করত পশ্চাৎ হইতে কহিলেন,—“সুলোচনে! পারিস্ নির্ব্বিঘ্নে গৃহে আসিয়া উৎসুকচিত্তে তোমার অপেক্ষা করিতেছে। চল, আর বিলম্ব করিও না।” হেলেনা অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনে দেবীকে চিনিতে পারিয়া আরক্ত বদনে উত্তর করিলেন,—“অমরি! এখনও কি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই? অবলাকে আর কতকাল কষ্ট দিবে? জিজ্ঞাসা করি, এই স্থানেই কি সমরের অবসান হইল? অথবা আমাকে তোমার আর কোন প্রিয়জনকে ভজনা করিতে হইবে? আট্রাইডিস্ জয়ী হইয়াছেন; আমাকে স্পার্টাদেশে প্রতিগমনের অনুমতি দাও। যদ্যপি পারিস্ রমণী বিরহে কাতর হয়, তুমি নিজে মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিয়া তাহার মনো-

রঞ্জন করিতে থাক। আমি আর কাপুরুষের মুখাবলোকন করিতে চাহি না।” দেবী কহিলেন,—“অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতিপালন কর। দুর্ব্বিনীতে! ভিনসের অণুমাত্র ক্রোধ উদ্দীপিত হইলে আর ও মোহিনী মূর্ত্তি থাকিবে না; এবং দুর্গতির একশেষ হইবে। এক্ষণে তোমার জন্য ভুবন সংগ্রামে মত্ত হইয়াছে, তোমাকে এরূপ কুরূপা করিতে পারি যে, ঘৃণায় সকলে বদন ফিরাইয়া লইবে।” হেলেনা লজ্জায় মুখচন্দ্র অবগুণ্ঠিত করিয়া দেবীর সহিত নিজ ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিজ কক্ষে পারিস্ সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিল। হেলেনা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া আঁখি ফিরাইয়া লইলেন এবং কুটিল কটাক্ষে কহিতে লাগিলেন,—“যিনি পলায়ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এই না সেই বীর? যদ্যপি আমার প্রাণেশ্বর তোমাকে বিনাশ করিতেন, রে নীচ! তাহাতে তোমার গৌরব ছিল। হা ধিক্! তুমি বীরেন্দ্র স্পার্টানাথের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাহসী হইয়াছিলে! আবার যাও, সেই শূরকেশরীর ক্রোধানল উদ্দীপিত কর। না, আর কাজ নাই, হেলেনা তোমাকে নিবারণ করিতেছে, এখনই পতঙ্গবৎ জীবন বিসর্জ্জন দিবে!” পারিস্ উত্তর করিল,—“সুন্দরি! আমি প্রহারে কাতর হইয়াছি। আর কুবাক্য বলিও না। দেবতার কৃপায় আমি অবশ্যই একদিন জয়লাভ করিব। এক্ষণে প্রসন্না হইয়া বাক্য-পীযূষধারায় আমার সন্তাপিত অঙ্গ শীতল কর।” হেলেনা ঈষৎ হাস্য করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি পারিসের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এদিকে আট্রাইডিস্ সহসা শত্রুকে অদৃশ্য দেখিয়া পলায়িতমৃগান্বেষী সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ট্রয়-সেনামধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ট্রোজান্-গণ পারিসের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া জড়বৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সম্রাট্ এগামেম্নন্ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওহে বিপক্ষ বীরগণ! তোমরা সকলে সাক্ষী, আজি জয়লক্ষ্মী আমার ভ্রাতাকে বরণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে রমণী সমর্পণ কর, সমুচিত ক্ষতিপূরণ করিয়া দাও এবং এই ভীষণ সমর চিরকালের জন্য চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখ।"
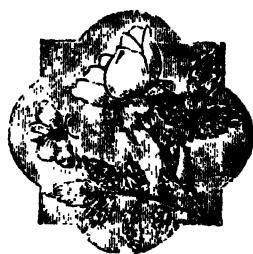
চতুর্থ কাণ্ড।

সন্ধিভঙ্গ ও প্রথম যুদ্ধ।

স্বর্গসভায় সুরগণ আসীন হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; চারুনেত্রা হিবী হেমময় সুধাপাত্র লইয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্তা; এমন সময়ে তাঁহাদের নেত্র ট্রয়াভিমুখে ধাবিত হইল। অমরনাথ প্রেয়সীর মনোভাব বুঝিবার জন্য দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "জুনো ও সমরেশ্বরী করুণার্দ্রচিত্তে স্বর্গধামে বসিয়াই এট্রসনন্দনের সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু ভিনসের কার্য্য এ প্রকার নহে, সে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইয়া প্রিয় বীরকে রক্ষা করিল। এক্ষণে, হে দেবগণ! তোমাদের অভিপ্রায় কি? তোমরা কি ট্রয়কে নিষ্কৃতি দিতে চাও; অথবা আবার ভীষণ সমর সংঘটিত হইবে? আট্রাইডিস্ যখন জয়ী হইয়াছে, আমার মতে উহাকে রমণী সমর্পণ করা উচিত।" দেবেন্দ্রের এই বাক্যে জুনো ও পালাসের অন্তরে ক্রোধানল উদ্দীপিত হইল। ত্রিদিবেশ্বরী বিশাল নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন,- "তবে কি আপনার অবিচারে আমার সমু-

দায় আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল ? এই জন্যই কি আমি অতি কষ্টে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত করিয়াছিলাম ? আপনিই পরস্ত্রী-হরণ-পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহাতে অন্য দেবতার অণুমাত্র দোষ নাই।” দেবীবাক্যে বজ্রী ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন,—“অয়ি কলহপ্রিয়ে ! রাজা এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, ট্রয়ের উপর তোমার এরূপ আক্রোশ ? যাও, আমি তোমাকে নিবারণ করিতে চাহি না, অনলে ঐ বিশাল দেশ এই দণ্ডে ভস্মীভূত কর ; কিন্তু স্মরণ রাখিও, যদি কখনও তোমার কোন প্রিয়রাজ্য আমার নিকট অপরাধী হয়, এই বজ্র প্রতিশোধ দানে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইবে না। ধরাধামে প্রায়াম্ আমার পরম ভক্ত ; তাঁহার ধার্ম্মিক সন্তানগণ নিরন্তর আমার অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে।”

দেবী বিনম্রবচনে কহিলেন, “স্পার্টা, মাইসিনি ও আর্গস্, এই তিনটি পৃথিবীর মধ্যে আমার প্রিয়তম দেশ ; যদি ইচ্ছা হয়, ধ্বংস করিতে পারেন ; বলবানের নিকট বলপ্রয়োগ বৃথা ; কিন্তু, দেব ! আমি আপনার সহধর্ম্মিণী ; আপনার ন্যায় সর্ব্ব কার্য্যে আমারও অধিকার আছে ; অতএব দাসীর অনুরোধে মিনার্ভাকে সন্ধি-ভঙ্গ করিতে প্রেরণ করুন। বুদ্ধিমতী দেবী সুকৌশলে এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।” কুলিশপাণি অগত্যা সম্মত হইয়া রণেশ্বরীকে সমরস্থলে প্রেরণ করিলেন।

দেবেন্দ্রের নিদেশক্রমে সমরেশ্বরী অমঙ্গলশংসী ধূমকেতুর ন্যায় অনলস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়া অম্বরপথে ধাবিত হইলেন। এই অশুভ লক্ষণে উভয় সেনা ভীত হইয়া নিশ্চলনয়নে

নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেবী এণ্টিনরপুত্র লেয়োডোক-সের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্যাণ্ডরস্‌কে কহিলেন,—"ধনুর্দ্ধর! আমার উপদেশে স্পার্টাপতির প্রাণসংহার কর। দেশশত্রুকে নিহত করিলে তোমার গৌরবের পারসীমা থাকিবে না। অত-এব দেব দিবাকরকে স্মরণ করিয়া অলক্ষিতে শরত্যাগ কর; আর বিলম্ব করিও না।" দেবীবাক্যে প্যাণ্ডরস্‌ উন্মত্ত হইয়া আকর্ণ-সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মিনার্ভাদেবী মেনিলস্‌কে রক্ষা করিবার জন্য, জননী যেমন করসঞ্চালনে সুপ্ত সুতের অঙ্গ হইতে মশক বিতাড়িত করেন, সেইরূপ সেই অব্যর্থ শায়ককে প্রতিহত করিলেন। অস্ত্র লঘুভাবে ভূপতির জঙ্ঘা বিদ্ধ করায়, দরদর ধারে শোণিতপাত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল এগামেম্‌নন্‌ অনুজের ঈদৃশী দশা দেখিয়া উৎ-কণ্ঠিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। স্পার্টাপতি আহত হইয়াছেন শুনিয়া বৈদ্যবর মেকেয়ন অবিলম্বে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার দেবদত্ত ঔষধপ্রয়োগে ক্ষতস্থান নিমেষে নিরাময় হইল।

গ্রীক্‌গণ এইরূপে আহত ভূপতির শুশ্রূষা করিতেছেন, এমন সময়ে ট্রয়সেনা আক্রমণ করিল। যোধবৃন্দের আস্ফালনে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সম্রাট্‌ এগামেম্‌নন্‌ এই আকস্মিক আক্রমণে ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেনামধ্যে বিচরণ করিয়া সকলকে উৎ-সাহিত করিবার জন্য কহিতে লাগিলেন,' "বীরগণ! এক্ষণে পূর্ব্বপরাক্রম স্মরণ কর। দেবেন্দ্র আমাদের প্রতিকূল নহেন।

এই মহাপাতকে ট্রয়রাজ্য নিশ্চয়ই বিধ্বংসিত হইবে।” অনন্তর মহীপতি, ডায়োমেড্, এজাক্স্ ও ইডোমিনুস্ প্রভৃতি মহারথ-গণকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রশংসা করিতে করিতে উলেসিসের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—“বিজ্ঞ! আপনি কি অপরের উপর সমরভার অর্পণ করিয়া দূর হইতে রণরঙ্গ দেখিতেছেন? যিনি মহারথ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত, তাঁহার এরূপ আচরণ শোভা পায় না।” লজ্জালোহিত বদনে উলেসিস্ উত্তর করি-লেন,—“মহারাজ! এরূপ কঠিন বাক্য বলিবেন না, আমি পশ্চাৎপদ নহি, কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছি। এক্ষণে শৌর্য্যপ্রদর্শনে আপনাকে আনন্দিত করিব।” রাজেন্দ্র বিনয়বচনে তাঁহার শান্ত্বনা করিয়া অপরাপর সেনানীগণকে উৎ-সাহিত করিতে চলিলেন। গ্রীক্‌সেনা নীরবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ট্রোজানগণ সিংহনাদে সমুদায় দেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। কৃতান্ত-ভগিনী কলহদেবী গর্জ্জন করিতে-করিতে রুধিরধারা বমণ করিতে লাগিলেন।

সমুদায় বাহিনী সমরে প্রবৃত্ত হইলে, কঠোর অস্ত্র-ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। রথী রথীর প্রতি ও পদাতিক পদাতির প্রতি বিপুল বিক্রমে ধাবিত হইতে লাগিল। বিজেতার হুঙ্কারে ও বিজিতের আর্ত্তনাদে সমুদায় ক্ষেত্র বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। যেমন শত শত স্রোতস্বতী গিরিশিখর হইতে মহাশব্দে পতিত হইয়া সহস্রমুখে মহাসাগরে প্রবেশ করে, শত শত সেনাও সেইরূপ মহাবেগে সম্মিলিত হইল। সর্ব্বাগ্রে বীরেন্দ্র এণ্টিলোকস্ ট্রয়যোধ একিপোলস্‌কে শল্যপ্রহারে

শমনাগারে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর এক্তিনর্ এল্কিনর্কে ও এজাক্স্ প্রিয়দর্শন সিময়সুস্কে সংহার করিলেন। এণ্টিকস্ এজাক্সকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তির্য্যগ্গামী হইয়া উলেসিসের প্রিয় পাত্র লিউকাসের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এই দারুণ দৃশ্যে উলেসিস্ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রায়াম্-নন্দন ডিমেকুনের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলেন। সেই অব্যর্থ শস্ত্র শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে, যুবক চীৎকারসহকারে প্রাণত্যাগ করিল।

নির্ভীক ট্রোজানগণের এইবার হৃৎকম্প উপস্থিত। বীর-কেশরী হেক্টরের বদনেও ভয়চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে পিছাইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ গ্রীক্দল-কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ফিবস্দেব উচ্চ ইলিয়ন-চূড়ে আরোহণ করিয়া কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ট্রোজানগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, "শঙ্কা পরিহার করিয়া শত্রুগণকে পুনরাক্রমণ কর। বিপক্ষগণের দেহ পাষাণময় নহে, তাহাতে তোমাদের তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রবেশ করে। পূর্ব্বের সে ভয়কারণ অপসারিত হইয়াছে; মহারথ একিলিস্ আর অস্ত্রধারণ করিবে না।" দিবেশ্বরী জুনোও গ্রীক্গণকে উচ্চৈঃস্বরে আশ্বাসিত করিলেন।

আবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পিরস্ এক প্রকাণ্ড পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাযশা ডায়োরিসের পদ ভগ্ন করিলেন; তিনি ভূমিতলে পতিত হইলে, বীরেন্দ্র তাঁহার উদরে শূলাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর

থোয়োস্ ক্রোধভরে বর্শা দ্বারা বিজেতার বক্ষঃ বিদ্ধ করিলেন। প্রভুর বিনাশে উন্মত্ত হইয়া থ্রেসিয়ান্‌গণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি রোষারুণনেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন।

এইরূপে দুই মহাবীরের জীবনলীলার অবসান হইল, এক জন থ্রেসের গর্ব্ব ও অপর ব্যক্তি ইপীয় সেনার নির্ভীক সেনাপতি। রক্তস্রোতে অঙ্গন প্লাবিত ও শবসমুচ্চয়ে সুদুর্গম হইল। যদি কোন ব্যক্তি পালাস্‌দেবীর বরে অস্ত্রের অবধ্য হইয়া এই ভীষণ সমর নিরীক্ষণ করিতে পারিত, তবে কথঞ্চিৎ বর্ণনে সমর্থ হইত এইরূপে উভয়পক্ষ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য যোদ্ধা কালকবলে প্রবিষ্ট হইল।

পঞ্চম কাণ্ড

ডায়োমেডের বীরত্ব।

সমরেশ্বরী পালাস্, প্রিয় বীর ডায়োমেড্‌কে দিব্য পরাক্রম প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল; শিরস্ত্রাণে সৌদামিনী বিলাস করিতে লাগিল এবং ঢালের তীব্রছটা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শরৎকালে উদীয়মান অগস্ত্য নক্ষত্রের ন্যায় সমুদায় স্থল রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। মহাধন ডেরিসের পরাক্রমা পুত্রগণ রথারোহণে ডায়োমেডের সম্মুখীন হইলেন; তিনি পদব্রজে অগ্রসর হইয়া ভল্লাঘাতে ফিজিয়স্‌কে সংহার করিলেন। ইডিয়স্ ভ্রাতার নিধনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকেও কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইত; কিন্তু অগ্নিদেব ভস্কান্ ধূমজাল বিস্তার করিয়া ভক্ততনয়ের প্রাণ রক্ষা করিলেন। বিজিতের অশ্বরথ পুরস্কারস্বরূপ জেতার শিবিরে নীত হইল। ডেরিসের অপর পুত্রগণ, কেহ পলায়ন, কেহ বা প্রাণ ত্যাগ করিল।

আবার গ্রীক্‌সেনা ট্রোজান্‌গণকে আক্রমণ করিলে, ভীষণ হত্যাতরঙ্গ উদ্গত হইল। রাজেন্দ্র আট্রাইডিস্ হেলিজোনীয়-সেনানায়ক ইডিয়স্‌কে সংহার করিলেন। মহাবল ইডোমিনুস্

ফিষ্টিস্‌কে ও মেনিলস্ শিকারকুশল স্কামাণ্ড্রিয়স্‌কে কঠিন প্রহারে কালপুরে প্রেরণ করিলেন। কারুবর ফেরিক্লস্ মেরিয়নের হস্তে নিহত হইলেন। অনন্তর এণ্টিনর-পুত্র পিড়ুস্ ও ধার্ম্মিকবর হিপ্সেনর্ যথাক্রমে মেরিয়ন্ ও উরিপিলসের অব্যর্থ অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন!

এইরূপে বীরগণ যুদ্ধ করিতেছেন, বীরেন্দ্র ডায়োমেড্ সিংহনাদ সহকারে, কখনও গ্রীক্‌মধ্যে কখনও বা ট্রোজান সেনার মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যোভ্‌দেব-কর্ত্তৃক করকাবর্ষণে শস্যক্ষেত্রের যেরূপ অবস্থা হয়, তাঁহার পরাক্রমে সেইরূপ সমুদায় অঙ্গন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। লিসিয়ান-সেনাপতি প্যাণ্ডরস্ এই প্রকার নিদারুণ হত্যা অবলোকন করিয়া বিষাদিত চিত্তে শিঞ্জিনী আকর্ষণ করিলেন; ভীষণ শর ডায়োমেডের অংস বিদ্ধ করিয়া শোণিত-নিস্রাবে বর্ম্ম সুরঞ্জিত করিল। তদ্দর্শনে ধনুর্ধর সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওহে ভয়দ্রুত ট্রয়যোধগণ! প্রতিনিবৃত্ত হও। আমার অব্যর্থ সন্ধানে গ্রীক্‌বীর রক্তস্রোতে ভাসমান। ফিবসের অনুগ্রহে আমার অস্ত্রে কাহারও নিস্তার নাই।" আহত ডায়োমেড্ অবিলম্বে রথপশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন। সারথি স্থেনিলস্ এক লম্ফে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্ধ শল্য উন্মোচন করিলেন। বীরবর সুস্থ হইয়া ইষ্টদেবতার নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিলেন,—"যোভ্‌কুমারি! যদি তুমি আমার পিতার প্রতি কখনও প্রসন্না হইয়া থাক; যদি কখনও সমরে আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি; তবে তোমার ভক্তশত্রু দুরাচার

ধানকীকে সংহার করিবার সামর্থ্য অর্পণ কর।” মিনার্ভাদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে নব বলে বলবান করিয়া কহিলেন,—“বীরেন্দ্র! ভয় নাই। আমি তোমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে পিতৃপরাক্রম সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলাম। তুমি রণাগত সমুদায় দেবতার দর্শন পাইবে; কিন্তু সাবধান, অমরের সম্মুখীন হইও না, তবে ভিনস্‌কে আঘাত করিতে আমার নিষেধ নাই।” দেবী এই মাত্র বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

দেবীবাক্যে আশ্বাসিত হইয়া মহাবল ডায়োমেড্ ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে ভূপতি এষ্টিনুস্, পুরোধা, হিপেনর এবং ভ্রাতৃদ্বয় পলিডস্ ও এবাসের প্রাণ সংহার করিলেন; অনন্তর জেন্থস্ ও থুন্ কিশোর বয়সে তাঁহার করাল কৃপাণের বশবর্ত্তী হইল। প্রায়ামের পুত্রদ্বয় বর্ম্মপ্রভায় প্রাঙ্গণ প্রদীপ্ত করিয়া এক রথে যুদ্ধ করিতেছিলেন; বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে বলবান বৃষযুগের প্রাণ সংহার করে, তিনি সেইরূপ নিমেষে সোদরদ্বয়কে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এই দারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ইনিয়স্ বিষণ্ণচিত্তে প্যাণ্ডরস্‌কে অন্বেষণ করিয়া কহিলেন, “প্যাণ্ডরস্! তোমার সেই গৌরব, অমোঘ শর, প্রকাণ্ড ধনুঃ ও ভুবনবিখ্যাত বীরত্ব কোথায়? লিকেয়ন্-কুলগর্ব্বই বা কোথায় রহিল? ঐ দুষ্ট নরকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর। আমার বোধ হয় উনি দেবতা, কোন পাতক কারণে ট্রয় ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন। তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। যাহা হউক, তুমি স্তবদ্বারা দেব-

রাজকে প্রসন্ন করিয়া, মানব হইলে সংহার ও দেবতা হইলে সকলের প্রাণভিক্ষা কর।” প্যাণ্ডরস্ উত্তর করিলেন,- “যাঁহাকে দেখিতেছ, আমার বোধ হয়, উনি প্রবলপরাক্রমশালী ডায়োমেড্। তাঁহার তুরঙ্গ ঐরূপ বেগবান, ঢাল ঐরূপ প্রদীপ্ত এবং শিরস্ত্রাণ ঐরূপ সমুন্নত। অথবা যদি ত্রিদশ হয়েন, তাঁহারই আকার ধারণ করিয়া মানবনেত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। যদ্যপি উনি সেই গ্রীক্ বীর, তবে নিশ্চয়ই কোন অমরকর্ত্তৃক সুরক্ষিত; কারণ, তিন বার আমার অমোঘ শর ব্যর্থ হইয়াছে। আমি কুবুদ্ধিবশতঃ রথ না লইয়া পদব্রজে ধনুর্ব্বাণহস্তে সমরে আসিয়াছি; ভাবিয়াছিলাম রথারোহণে সঙ্কীর্ণ স্থান লঙ্ঘন করিতে পারিব না। এক্ষণে সেই বৃথা গর্ব্বের ফলকাল উপস্থিত! বন্ধুবর! এই সব শরের আর সংহারশক্তি নাই। ইহাতে কেবল আহত শত্রুর ক্রোধানলই প্রদীপ্ত হইতেছে। কি কুক্ষণে এই শার্ঙ্গধনুঃ ধারণ করিয়াছিলাম, কি কুক্ষণেই বা এই অকর্ম্মণ্য নিষঙ্গ পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়াছিলাম! হায়! অদৃষ্ট! আমাকে কেন এরূপ অসহায়ভাবে সমরে প্রেরণ করিলে? যদি কখনও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারি, যদি কখনও পিতৃপাদবন্দনা ও প্রেয়সীকে সম্ভাষণ করিতে পারি, তবে এই বক্র ধনুঃ ভগ্ন করিয়া নিশ্চয়ই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।” ইনিয়স্ কহিলেন,—“ফিবস্-প্রদত্ত উপহারের নিন্দা করিও না। এরূপ যুদ্ধে অশ্বরথের আবশ্যকতা থাকিলেও, ধনুর্ব্বাণ কম উপযোগী নহে। এক্ষণে মদীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সারথ্যে প্রবৃত্ত হও; আমি রথিকার্য্য করিতেছি।” প্যাণ্ডরস্ উত্তর

করিলেন, "তোমার অশ্ব, তুমিই পরিচালন কর ; আমি রথি-কার্য্যে দীক্ষিত হইলাম।" অনন্তর বীরদ্বয় রথারোহণে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সারথি স্থেনিলস্ আততায়ী শূরযুগলকে আগমন করিতে দেখিয়া, চকিত চিত্তে ডায়োমেড্‌কে কহিলেন, "সখে! আর ভূতলে থাকিও না ; সত্বর রথারোহণ কর। ঐ দেখ, দুর্জ্জয় লিকেয়ন্-বংশধর প্যাণ্ডরস্ অমর-প্রতিম ইনিয়সের সহিত, তোমাকে আক্রমণ করিতেছে।"

ইত্যবসরে প্রবীরদ্বয় নিকটস্থ হইলেন। প্যাণ্ডরস্ সগর্ব্বে ডায়োমেড্‌কে কহিলেন, "টিড্‌স্-নন্দন! আর নিস্তার নাই। বাণ ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অমোঘ বর্শায় তোমার জীবনলীলার অবসান হইবে।" রথী এই মাত্র বলিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; তাহা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশাল ঢাল ভেদ করিয়া উরস্ত্রাণে নিমগ্ন হইল। লিসিয়ারাজ-নন্দন আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে ; গ্রীসের গৌরবরবি অস্তমিত হইল।" ডায়োমেড্ কহিলেন, "মূঢ়! বৃথা গর্ব্ব করিতেছ কেন? এইবার আমার প্রহার সহ্য কর ; উভয়ে পলাইতে পারিবে না ; অন্ততঃ এক জনের রক্তে আজি রণেশ্বরকে পরিতৃপ্ত করিব।" এই বলিয়া তিনি বর্শা নিক্ষেপ করিলে, রণেশ্বরী তাহা সঞ্চালিত করিলেন ; সেই ভীষণাস্ত্র প্যাণ্ডরসের বদনমণ্ডল বিদীর্ণ করিল। বীরবর ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইনিয়স্ অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিহত বন্ধুর দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ক্রুদ্ধকেশরিতুল্য

ভীষণ গর্জ্জনে কেহই নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। তদ্দর্শনে ডায়োমেড্‌ ক্রোধে, আধুনিক দুই ব্যক্তির দুর্ব্বহ এক প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ভগ্নজঙ্ঘ হইয়া ইনিয়স্‌ ধরাশায়ী হইলেন। ভিনস্‌দেবী বিদ্যুদ্‌বেগে আগমন করিয়া আহত পুত্রকে উজ্জ্বল বসনাঞ্চলে আবৃত করিলেন। এই অবসরে সারথি স্থেনিলস্‌ শত্রুর অশ্বরথ অধিকার করিয়া ডিলিকসের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার টিডাইডিসের সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে ডায়োমেড্‌ সহসা ইনিয়স্‌কে অন্তর্হিত দেখিয়া, প্রেমেশ্বরী ভিনসের হস্তে ভল্লাঘাত করিলেন। তাহাতে সুনির্ম্মল দেবরক্ত দরদর ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবী যন্ত্রণায় স্নেহাস্পদ নন্দনকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যে আরোহণ করিলেন। ফিবস্‌দেব ইনিয়সকে গ্রহণ করিয়া মেঘাবরণে আবৃত করিলেন। প্রণয়েশ্বরীকে পলায়মানা দেখিয়া ভূপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"যুদ্ধ অবলার কার্য্য নহে। যাও দেবি! রমণীর মনোহরণ কর। এক্ষণে উচিত শিক্ষা পাইলে; আর রণস্থলে কদাপি আসিও না।" মিনার্ভাদেবী ভিনসের এবম্প্রকার দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে ধাবিতা হইলেন এবং রণেশ্বর মার্সের রথে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া অমরাবতীতে প্রেরণ করিলেন। অশ্রুমুখী প্রণয়েশ্বরী নিজ জননীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলে, তিনি তাঁহার কর ধারণ করিয়া কহিলেন,—"কোন্‌ দুর্ম্মতি অমর এ কার্য্য করিয়াছে?" ভিনস্‌ গদ্‌গদ বাক্যে উত্তর করিলেন,—"মাতঃ! ইহাতে দেবতার

অপরাধ নাই। দুরাচার নশ্বর ডায়োমেডের অপকর্ম্ম দেখুন; গ্রীক্‌গণ এখন ট্রয়সেনার সহিত যুদ্ধ না করিয়া অজেয় অমরগণকে আক্রমণ করিতেছে।" ডায়োনি কহিলেন,—"বৎসে! আর কাঁদিও না। আজি এই অবমাননা সহ্য কর। তুমি একা নহ, দিবেশ্বরী জুনো, সমরেশ্বর মার্স ও নরকাধিপ প্লুটোও এক কালে মনুষ্যহস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ওরে অধার্ম্মিক নরকীট! দেবতার সহিত বিবাদ! যে দুর্ম্মতি দেবীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল, তাহাকে আর অধিক দিন মর্ত্ত্যধামে বিচরণ করিতে হইবে না। পামর! পালাস্ তোমাকে রক্ষা করিলেও, তোমার বনিতা ইজিএলি স্বপ্নে পতির নিধন জানিয়া অচিরাৎ ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিবে।" দেবী এইরূপে নন্দিনীকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষতস্থানে সুস্নিগ্ধ ভেষজ অর্পণ করিলেন।

এদিকে ডায়োমেড্ ইনিয়স্‌কে আক্রমণ করত, তপনের তর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিন বার শূল নিক্ষেপ করিলেন। এপলোদেব তিন বার ঢাল দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। চতুর্থ আঘাতকালে গগন ভেদ করিয়া এই আকাশবাণী হইল,— "টিডুস্-নন্দন! বিরত হও; তোমাতে ও দেবতায় কত অন্তর ভাবিয়া দেখ। স্বর্গবাসী পুণ্যশ্লোক অমরগণের সহিত মর্ত্ত্যনিবাসী পাপকলুষিত ক্ষণস্থায়ী নরকীট স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।" দেবেন্দ্রের এই প্রকার আকাশবাণী শুনিয়া টিডাইডিস্ কম্পিত কলেবরে পশ্চাৎপদ হইলেন। এপলোদেব আহত ইনিয়স্‌কে নিজ মন্দিরে স্থাপন করিলেন। ডায়ানা ও লাটোনা তাঁহার শুশ্রূষা

করিতে লাগিলেন। এপলোদেব মায়াবলে ইনিয়সের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সমরে প্রেরণ করিলে, আবার লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এপলোদেব ট্রোজান্‌গণকে উৎসাহিত করিবার জন্য মার্সকে উত্তেজিত করিলেন। রণেশ্বর অবিলম্বে থ্রেস্-নেতা একামসের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রায়াম্-তনয়গণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র সার্পিডন্ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া হেক্টরকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—"মহারথ! জিজ্ঞাসা করি, এখন কি তোমার সে বীরপণার লেশমাত্রও নাই? এই সামান্য সমরে অপরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইল! আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি: ট্রয় ধ্বংস হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই; তথাপি আমার লিসীয়সেনা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে; আর তোমার দূরে থাকিয়া ভয়বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছ। যদি কল্যাণ কামনা কর, শীঘ্র সমরে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ নিস্তার নাই।" পরন্তপ হেক্টর বাণিতহৃদয়ে এক লম্ফে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন; ট্রোজানগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। মার্সদেব অন্তরীক্ষে বিচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ইনিয়স্ সুস্থ হইয়া সমরে পুনরাগমন করিলেন।

ডায়োমেড্, উলেসিস্ ও এজাক্সদ্বয় ট্রোজান্‌গণের আক্রমণে ভীত না হইয়া অটলভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। গ্রীকসম্রাট রথারোহণে বিচরণ করিতে করিতে আকস্মিক ভল্লাঘাতে ডিকুনের প্রাণ সংহার করিলেন। সখার নিধনে ইনিয়স্ ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাণপ্রহারে ক্রিথন্ ও ওর্সিলোকস্‌কে

কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। মেনিলস্ এই দারুণ দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া বর্শা উত্তোলন পূর্ব্বক নিহন্তার অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। নেষ্টরনন্দন এণ্টিলোকস্, হেলেনাপতি নিহত হইলে সমরশ্রম নিষ্ফল হইবে ভাবিয়া, অবিলম্বে তাঁহার রক্ষার্থে গমন করিলেন। ইনিয়স্ শত্রুর বলবৃদ্ধি দেখিয়া অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পিলিমিনিস্-মিডনপ্রভৃতি উভয়পক্ষীয় বহু বীর সমরশায়ী হওয়ায় রণস্থল ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। হেক্টর কৃতান্তের ন্যায় শত্রুব্যূহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রণেশ্বর অমোঘ শূল প্রকম্পিত ও গ্রীকগণের বল হরণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইবার টিডাইডিসের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। কৃষক যেমন অজ্ঞাত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে নদীব্যবধান দ্বারা রুদ্ধগতি হয়, তিনিও সেইরূপ বীরকার্য্যে বিরত হইয়া কহিলেন, "গ্রীকগণ, হেক্টরের জয় অসম্ভব নহে। দেবগণ ট্রয়রক্ষায় নিযুক্ত। ঐ দেখ, ভীষণমূর্ত্তি রণেশ্বর শস্ত্রপাণি হইয়া তর্জ্জন করিতেছেন; অতএব শত্রুপানে বদন রাখিয়া ধীরে ধীরে অপসরণ কর। এক্ষণে বলপ্রয়োগ বৃথা।"

হার্কুলিস্-নন্দন কৃতান্ত-প্রেরিত হইয়া দেবেন্দ্র-নন্দন সার্পিডনকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের বলনিক্ষিপ্ত ভল্লযুগল আকাশে উড্ডীন হইয়া উভয়কেই আহত করিল। টিপলিমস্ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। আহত সার্পিডনকে বন্ধুগণ নদীতটে ছায়াবৃক্ষতলে শায়িত করিলে, শীতলনীরস্পর্শী সমীরণে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল।

দিবেশ্বরী জুনো, মার্স-কর্ত্তৃক গ্রীক্‌বলক্ষয় অবলোকন করিয়া মিনার্ভাকে রণসাজে সজ্জিতা হইতে কহিলেন; এবং যোভের নিকট সমরগমনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। দেবী স্বহস্তে দিব্যাশ্বযুগল প্রদীপ্ত রথে সংযুক্ত করিয়া মিনার্ভার সহিত মর্ত্ত্যধামে অবতরণ পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে গ্রীক্‌গণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সমরেশ্বরী ডায়োমেড্‌কে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "হীনবল! কখনই টিডুস্-পুত্র নহিস্। তুই আমার অনুগ্রহে বলীয়ান হইয়াও ভয়ে বা আলস্যে সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছিস্। তোর ধমনীতে পিতৃরক্ত এক বিন্দুও নাই।" বীর বিনীত বাক্যে উত্তর করিলেন,—"দেবি! আমি ভীত বা অলস নহি। আপনি অমরের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন: রণেশ্বরকে অবলোকন করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য কিঙ্কর সমরে নিরস্ত রহিয়াছে।" দেবী কহিলেন,—"বৎস! আমি অনুমতি দিলাম, এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে দুরাচার রণেশ্বরকে আক্রমণ কর।" রণেশ্বরী এইমাত্র বলিয়া সারথির স্থান অধিকার করিলেন। কশাঘাতমাত্র অশ্বযুগ বায়ু-বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। মার্সদেব ইটোলীয়-সেনাপতি ফেরিফস্‌কে নিপাতিত করিয়া টিডাইডিস্‌কে আক্রমণ করিলেন। দেব নরবীরের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলে, মিনার্ভা করসঞ্চালনে তাহা প্রতিরুদ্ধ করিলেন। এইবার টিডাইডিস্ অমরাঙ্গে শক্তি নিক্ষেপ করত পুনর্ব্বার তাহা সবলে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। রণেশ্বর যন্ত্রণায় চীৎকার করিলে বোধ হইল, যেন দশলক্ষ মহাবল যোদ্ধা সমস্বরে সিংহ-

নাদ করিতেছে। সৈন্যগণ চমকিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিঘাতে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়া উঠিল। আহত রণেশ্বর স্বর্ণবর্ণ মেঘে আরোহণ করিয়া নক্ষত্র-গতিতে যোভের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"পিতঃ! আপনি কেমন করিয়া মনুষ্যের অত্যাচার সহ্য করিতেছেন? দুরাত্মা ডায়োমেড্ মিনার্ভার প্ররোচনায় অগ্রে ভিনস্‌কে প্রহার করিয়া, আমাকেও লাঞ্ছিত করিল। আমি অমর, তাই অব্যাহতি পাইয়াছি, নতুবা ত্রিদিবনাথ! আমাকে গলিত শব-মধ্যে শায়িত নিরীক্ষণ করিতেন। আপনার পক্ষপাতেই এরূপ অনর্থ সংঘটিত হইতেছে।"

কুলিশপাণি রোষারুণনেত্রে উত্তর করিলেন,—"দুরাত্মন্! আমার পক্ষপাত অবলোকন করিতেছ? এই অমরালয়ে তোমার ন্যায় শোণিতলোলুপ রাক্ষস আর দ্বিতীয় নাই। প্রাণিহিংসায় তোমার আনন্দ! যাহা হউক, যখন আমার পুত্রত্ব লাভ করিয়াছ, তখন আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; অন্য কেহ হইলে এই ভীষণ বজ্র প্রহার করিয়া, দুরাত্মা দানবগণ যথায় অবস্থান করিতেছে, সেই ভীষণ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিতাম।" দেবরাজ এইমাত্র বলিয়া নন্দনকে দেববৈদ্য পিয়নের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুরসুন্দরী হিবি রক্ত মুছাইয়া তাঁহাকে দিব্য সজ্জায় সুশোভিত করিলেন। ভিষক্ দিব্যৌষধি প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালাযন্ত্রণা নিবৃত্ত হইল। মার্স্ নিরাময় হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে হৈম সিংহাসনে আসীন হইলে, জুনো ও মিনার্ভা কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড

ডায়োমেড্-গ্লকস্-সংবাদ এবং এণ্ড্রোমেকির নিকট হেক্টরের বিদায়।

সুরগণ সমর পরিত্যাগ করিলে সমরনিকর নিজ নিজ বলবীর্য্যে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কুপিত কেশরিতুল্য মহাবল এজাক্স্ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলবান একামস্‌কে নিহত করিলেন। টিডুস-নন্দনের তীক্ষ্ণ শায়কে সদাশয় এক্সিলস্ স্থবির ভৃত্য কেলিসিয়সের সহিত বীর-শয্যায় শায়িত হইলেন। ইউরিয়েলস্ ড্রেসস্ ও এফিল্টিয়সে, পলিপিটিস্ এস্টিয়েল্‌সে, টিউসার এরিট্যনে, নেস্টর-নন্দন এব্লিরসে এবং মহাবল এগামেমনন্ ইটেলস্‌কে সংহার করিলেন। স্পার্টারাজ রথচ্যুত হতভাগ্য এড্রেস্টস্‌কে আক্রমণ করিলে, যুবক উত্তোলিত কৃপাণ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরবাক্যে কহিল,—"বীরেন্দ্র! তরুণের প্রাণ রক্ষা কর। আমার মহাধন পিতা প্রচুর নিষ্ক্রয়ে বন্দি পুত্রকে উদ্ধার করিবেন।" যুবকের অশ্রুপাতে ভূপতি করুণার্দ্র হইয়া

অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলেন না। শত্রুর প্রতি ঈদৃশী দয়া দর্শনে এগামেম্নন্ দ্রুতপদে আগমন করিয়া কর্কশ বাক্যে কহিলেন,—"ধিক্! এই কি কৃপার কাল? ট্রয়ের চাতুরী তুমি উত্তমরূপে বিদিত আছ; এবং উপযুক্ত পুরস্কারও লাভ করিয়াছ। আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই গ্রীক্-কোপানলে নিস্তার পাইবে না। এই সমৃদ্ধ রাজ্য মরুভূমে পরিণত হইয়া অধিবাসীদিগকে নিরন্তর সতর্ক করিতে থাকিবে।" অগ্রজের তিরস্কারে ভূপতির বৈরিভাব প্রজ্বলিত হইল। তিনি পদসঞ্চালনে যুবকাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষে ভল্লাঘাত করিলেন।

গ্রীক্‌গণ জয়লাভ করিল। বিজ্ঞ হেলিনস্ ট্রয়যোধবৃন্দকে বিত্রাসিত দেখিয়া হেক্টর ও ইনিয়স্‌কে কহিলেন,—"ট্রয়ের আশা ভরসা তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব যাবৎ ট্রোজানগণ বনিতার অঞ্চল ধারণ না করে, উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত কর। আমরা অটলভাবে এইস্থানে অবস্থিত হইয়া আর এক বার ভাগ্য-পরীক্ষা করিব। হেক্টর! তুমি নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রমণীগণের সহিত জননীকে মিনার্ভা দেবীর অর্চ্চনা করিতে বল। দেবী প্রসন্না হইলে রাক্ষস টিডাইডিসের বলদর্প বিচূর্ণ হইবে।" অগ্রজের বাক্যে হেক্টর্ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ট্রয়-সেনা আবার বিপুল বিক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীক্‌গণ প্রতিকূলে কোন প্রবল অমরের আগমন ভাবিয়া ভয়ে পিছাইতে আরম্ভ করিল। হেক্টর্ যোধবৃন্দকে নিজ কামনা বিদিত করিয়া পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হেক্টর্ গৃহে গমন করিলে সমর নিবৃত্ত হইল। নির্ভীক গ্লকস্ ও দর্পী টিডুস্-কুমার দূর হইতে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সমরাভিলাষী হইয়া সেনামুখে মিলিত হইলেন। ডায়োমেড্ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"হে মহাবাহো বীরদর্শন! তুমি কে? এরূপ ভীষণ হত্যা কেহ কখনও নয়নগোচর করে নাই; তথাপি তুমি ভীত না হইয়া মিনার্ভারক্ষিত গ্রীকের সম্মুখীন হইতেছ? ধন্য তোমার সাহস! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি দেবতা? তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, কারণ দুর্দ্দান্ত লাইকর্গস্ বেকস্ দেবকে আক্রমণ করিয়া মহাপাতক-নিবন্ধন অন্ধ হইয়াছিলেন। যদি তুমি মনুষ্য-সন্তান হও, যদি পৃথিবীর খাদ্য তোমার কলেবরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, তবে এস, কালপুর অবলোকন কর।" গ্লকস্ উত্তর করিলেন,—"বীরেন্দ্র! মনুষ্যকুল বৃক্ষপত্রের ন্যায় পর্য্যায়ে উদ্গত ও পতিত হইতেছে। যদি বিস্তারে জানিতে চাহ, এক ইতিবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। 'আর্গস্-সীমান্তে এক সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। সর্ব্বগুণাকর সিসিকস্ পুরাকালে তাহার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পুত্র গ্লকস্ বেলারোফন্‌কে উৎপাদন করেন। ইনি রূপে সমুদায় মনুষ্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বীরত্বে কোন যুবকই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহার দুই পুত্র ও এক অমরমোহিনী কন্যা; এই কন্যার গর্ভে যোভ্‌কর্ত্তৃক মহাত্মা সার্পিডনের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে কন্যা ও জ্যেষ্ঠপুত্র কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কনিষ্ঠ হিপলোকস্ এখনও জীবিত; হে বীর! আমি

তাঁহারই সন্তান ও তাঁহার নিকট সমর শিক্ষা করিয়াছি।” পিতার উপদেশে আমি নিরন্তর বংশমর্য্যাদারক্ষণে তৎপর।

টিডাইডিস্ পুলকিত চিত্তে কহিলেন,—“সখে! এতক্ষণে জানিলাম, তুমি আমার পরমাত্মীয়। তোমার পিতামহের সহিত আমার পিতামহ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব পরস্পর বিপক্ষে অবস্থিত হইলেও আমাদের আর শত্রুতা করা বিধেয় নহে। এস, প্রণয়ের নিদর্শনস্বরূপ পরস্পর অস্ত্র বিনিময় করি।” অনন্তর বীরদ্বয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক করমর্দ্দন করিলেন। ডায়োমেডের পিত্তলনির্ম্মিত নয়বৃষক্রীত সামান্য বর্ম্মের পরিবর্ত্তে গ্লকসের শতগাভী-মূল্য মহার্ঘ হেমময় তনুত্রাণ প্রদত্ত হইল।

এই অবকাশে হেক্টর্ তোরণ অতিক্রম করিয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলে, রমণীগণ যুদ্ধ্যমান পতি, পুত্র ও সহোদরগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। বীরেন্দ্র তাহাদিগকে দেবতার আরাধনা করিতে কহিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহিষী হেকুবা রণপ্রত্যাগত পুত্রের অঙ্গে হস্ত মর্দ্দন করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। হেক্টর্ জননীকে পুরনারী-গণের সহিত ট্রয়ের মঙ্গল কামনায় মিনার্ভা-মন্দিরে প্রেরণ করিয়া সুরম্য বাস-ভবনে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, পারিস্ অস্ত্র মার্জ্জনে নিযুক্ত হেলেনা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সখীগণকে সূচীকার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। হেক্টর্ ভ্রাতাকে এবং-বিধ আলস্যে কালযাপন করিতে দেখিয়া পরুষবাক্যে কহিলেন, “ওরে দেশের জঞ্জাল! ধিক্, এই কি বিশ্রামের কাল? কেবল গ্রীকগণ নহে, তুইও ট্রয়ের পরম শত্রু। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ

হয়, তোর জন্য শত শত মহাবীর সমরশায়ী হইয়াছেন; তোর জন্য গৃহে গৃহে রমণীগণ রোদন করিতেছে। এখন কি তোর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে? শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; নচেৎ ট্রয় গৌরবতপন অচিরাৎ অস্তমিত হইবে।" পারিস্ লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিল, "আর্য্য! আমার অন্তরের যন্ত্রণা না বুঝিয়া আপনি তিরস্কার করিতেছেন। আমি কাহাকেও মুখ দেখাইতে চাহিনা; সেই জন্য নির্জ্জনে ট্রয়ের দুঃখে রোদন করিতেছি। যাহা হউক, আর আমাকে বলিতে হইবে না; আমি অবিলম্বে গৃহ পরিত্যাগ করিব। আপনি গমন করুন, আর গঞ্জনা দিবেন না।" হেলেনা কহিলেন,—"বীরেন্দ্র! এই হতভাগিনী হেলেনার জন্যই ট্রয় এরূপ বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হায়! ভূমিষ্ঠা হইয়াই আমার মৃত্যু হইল না কেন? তাহা হইলে এরূপ দুরপনেয় কলঙ্কপঙ্ক আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। যখন পোতারোহণে অতল সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়াছিলাম, তখনই বা কেন জলমগ্না না হইলাম! দুষ্ট পারিসের জন্যই আমার এই লাঞ্ছনা! মহারথ! আপনি সমরে ক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করুন।" হেক্টর কহিলেন,—"এখন বিশ্রামের আর সময় নাই; সৈন্যগণ গ্রীক্‌দর্পে ভীত হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। শোভনে! তুমি পারিস্‌কে কুলধর্ম্মপ্রতিপালনার্থে শীঘ্র রণস্থলে প্রেরণ কর। আমি পত্নীর নিকট জন্মশোধ বিদায় লইতে চলিলাম।" রাজকুমার এইমাত্র বলিয়া বিমর্ষবদনে নিজ ভবনাভিমুখে গমন করিলেন; এবং তথায় প্রিয়তমার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তোরণ-শিখরে আরোহণ

পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ধাত্রীর ক্রোড়ে সুকুমার এষ্টিয়ানস্ক্ উষাবক্ষে প্রভাততারার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বীরবর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে হাস্য করিলেন। থিব্রাজ ইটিয়ন-নন্দিনী তথায় সহসা পতিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন; এবং অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, —"ভূপতি-নন্দন! প্রিয়দর্শন পুত্র ও বনিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? প্রাণেশ্বর! আমাদের উপায় কি হইবে? অভাগীর ধরাধামে কেহই নাই। দুর্দ্দান্ত একিলিস্ থিব্রাজ আক্রমণ করিয়া আমার মহারথ পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার মহাবল সপ্ত সহোদর সেই নিষ্ঠুরের করাল করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমার জননী পতি-পুত্রশোকে জর্জ্জরিতা হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। নাথ! তোমার অকল্যাণ ঘটিলে, আমার সেই সমুদায় শোক এককালে প্রদীপ্ত হইবে। তুমি মহাবীর হইয়াও বহু জনের আক্রমণে কখনই নিষ্কৃতি পাইবে না। এগামেম্নন্, ডায়োমেড্, এজাক্স ও স্পার্টাপতি নগর প্রবেশে উদ্যত হইয়াছে। গ্রীক্‌সেনা তিনবার ঐস্থান আক্রমণ করিয়াছিল। প্রাণেশ্বর! দাসার অনুরোধে প্রাকার হইতে নগর রক্ষা কর।" হেক্টর্ কহিলেন, "প্রিয়ে! কেবল ঐস্থান নহে, সমুদায় সমরভার আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যদি রণস্থল পরিত্যাগ করি, বার-পতিমতী নগরাঙ্গনাগণ নিয়ত আমার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। ট্রয়বাসী বীরগণই বা কি বলিবেন? আমি সকলের অগ্রগামী হইয়া প্রাণপণে নিজ যশঃ ও পিতৃসিংহাসন রক্ষা করিব।

ট্রয় যে অচিরাৎ শত্রুপদে বিদলিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু স্নেহময়ী জননী, বৃদ্ধ পিতা, সোদর ও আত্মীয়গণের বিনাশ স্মরণে আমি বিচলিত নহি; এণ্ড্রোমেকি! তোমারই জন্য নিরন্তর রোদন করিতেছি। এখনই সেই ভীষণ দৃশ্য আমার নেত্রপথে আবির্ভূত; শত্রুগণ তোমাকে কঠিন শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছে; তুমি অনাথা; দুই চক্ষুর জলধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। অয়ি প্রিয়তমে! বিজয়ীর নিষ্ঠুর আজ্ঞায় তোমাকে হিপেরিয়া-স্রোতবারি বহন করিতে হইবে। দুষ্ট গ্রীকগণ আমাকে কটু বাক্য কহিয়া তোমার সরল হৃদয়ে কতই আঘাত দিবে। কিন্তু, হে বিধাতঃ! এই ভীষণ দিন না আসিতেই, আমাকে নরলোক হইতে অপসারিত কর। প্রিয়ে! তোমার হেক্টর চিরনিদ্রায় অচেতন থাকিবে; তোমার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবে না।”

বীরেন্দ্র এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমারকে লইবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন। শিশু ভীষণ শিরস্ত্রাণ দেখিয়া ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রীর হৃদয়ে লীন হইল। দম্পতী বিয়োগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া হাস্য করিলেন। হেক্টর কুমারকে শান্ত্বনা করিবার জন্য মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত করিয়া ভূমিতে রাখিলেন; অনন্তর তাহাকে শূন্যে উত্তোলিত করিয়া কহিলেন,—“দেবগণ! আমার তনয়ের মঙ্গল করুন। যেন এই সুকুমার আপনাদিগের প্রসাদে পিতৃ-পরাক্রম প্রাপ্ত হয়; এবং বিজয়ী পুত্রকে রণপ্রত্যাগত দেখিয়া প্রসূতির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।” পরন্তপ যুবরাজ

এইমাত্র বলিয়া প্রেয়সীকে স্নেহপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করত পুত্র সমর্পণ করিলেন। রাজনন্দিনী শিশুকে হৃদয়ে রাখিয়া হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নয়নে অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। হেক্টর্ বিচলিত চিত্তে প্রেয়সীর নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"এণ্ড্রোমেকি! কাঁদিও না। কাল পূর্ণ না হইলে কাহার সাধ্য আমাকে বিনষ্ট করে। জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যু আছে। সবল বা দুর্ব্বল, প্রাণিমাত্রেই কালের অধীন। এক্ষণে গৃহে গমন কর, আমি রণক্ষেত্রে চলিলাম। আজি হয় জীবন বিসর্জ্জন দিব, অথবা বিজয়-গৌরবে ভূষিত হইয়া পুনরাগমন করিব।" যুবরাজ এইমাত্র বলিয়া ভূমি হইতে শিরস্ত্রাণ তুলিয়া লইলেন। রাজনন্দিনী নীরবে রোদন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। পুরিকাকুল হেক্টরের জন্য অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যাত্রাকালে পথিমধ্যে পারিসের সহিত হেক্টরের সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, "এতক্ষণে কুলগৌরব তোমাতে দেদীপ্যমান হইয়াছে। হায়! একি বিড়ম্বনা, বীরকুলত্রাস পারিস্ রমণীর দাস হইবে! সৈন্যগণ ভীতচিত্তে আমাদের অপেক্ষা করিতেছে। চল, পরাক্রম প্রদর্শনে পূর্ব্ব কলঙ্ক অপনোদিত কর। যোভের কৃপায় ট্রয়ের এ বিপদ্ থাকিবে না। গ্রীক্‌গণ মস্তকে কলঙ্কভার লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে স্বদেশে পলায়ন করিবে।"

সপ্তম কাণ্ড

হেক্টরের সহিত এজাক্সের যুদ্ধ।

এই কথা বলিয়া মহাবল হেক্টর স্কিয়ার তোরণ অতিক্রম করিলেন পারিস্ তর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতপদে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। বিফল ক্ষেপণী ক্ষেপণে পরিক্লান্ত নাবিকগণ সহসা প্রবল সমীর হিল্লোলে যেরূপ পুলকিত হয়, সৈন্যগণ তাঁহাদের আগমনে সেই প্রকার আনন্দিত হইল। আবার সমরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! পারিস্ প্রথমে মেনিস্থুস্‌কে সংহার করিল। অনন্তর হেক্টর ইয়োনুস্‌কে এবং গ্লকস্ ইফিনায়ুস্‌কে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিলেন। মিনার্ভা দেবী এই ভীষণ হত্যা অবলোকন করিয়া কাতর চিত্তে দেব-গিরি পরিহার পূর্ব্বক তারকাগমনে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইতে লাগিলেন। এপলোদেব অবিলম্বে দেবীর সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন,—"যোভনন্দিনী! স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ধরা-ধামে ধাবিতেছ কেন? তবে কি আবার গ্রীসীয় দলকে রক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছ? দেবি! ক্ষান্ত হও; অদ্য আর যুদ্ধে

প্রয়োজন নাই। যখন অসংখ্য বীর সম্মিলিত হইয়াছে, তখন ট্রয়ের পতন অপরিহার্য।" দেবী কহিলেন,—"রজতধনুর্দ্ধর! যুদ্ধ নিবারণের জন্যই আমার আগমন; কিন্তু কিরূপে রণমত্ত বীরগণকে নিবৃত্ত করিব?" দিবাকর উত্তর করিলেন,—"সমকক্ষ অরিবীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য হেক্টরকে উত্তেজিত কর; তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।" দৈবজ্ঞ হেলিনস্ দেবভাব অবগত হইয়া হেক্টরকে কহিলেন,—"ওহে অরিত্রাস! অগ্রজের বাক্য শ্রবণ কর। তুমি অবিলম্বে যোধবৃন্দকে ক্ষণকালের জন্য সমরে বিরত করিয়া, প্রতিবল শত্রুবীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমন্ত্রণ কর। অদ্য তোমার বিনাশ নাই; দেবাজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব করিও না।" হেক্টর হস্তান্তঃকরণে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রক্ষেপ নিবারণ করিলেন। সম্রাট্ এগামেমননও স্বপক্ষীয় বীরগণকে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন। অভিলষিত বিরামদর্শনে আনন্দিত হইয়া এপলো-দেব ও মিনার্ভাদেবী গৃধ্ররূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমরদর্শনার্থে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আসীন হইলেন। মৃদুমন্দ পশ্চিমসমীরহিল্লোলে উত্তালসিন্ধু যেমন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, যোধবৃন্দ সেইরূপ অচঞ্চল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর হেক্টর্ সদর্প পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"হে ট্রোজানগণ! হে বিপক্ষ বৃন্দ! দেবতার আজ্ঞা অবধান কর। বিশ্বপাতা ধরাভার হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ট্রয়, না গ্রীস্ একতরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে বীরেন্দ্র হেক্টর্ সমকক্ষ অরিবীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে; যদি কাহারও সাহস থাকে,

অবিলম্বে অগ্রসর হও। অদ্য আমি গ্রীসীয় বাহুর সামর্থ্য পরীক্ষা করিব। যদি আমার মৃত্যু হয়, অস্ত্র বর্ম্ম সমুদায়ই বিজয়ীর পুরস্কার হইবে; কেবল কায়া অন্ত্যেষ্টির জন্য অন্তরঙ্গগণকে সমর্পণ করিও। যদি প্রতিযোধ নিহত হয়েন, তাঁহারও পক্ষে এই নিয়ম রহিল। অধিকন্তু তাঁহার দাহস্থানে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে এবং প্রস্তর-ফলকে নিহতের নাম খোদিত থাকিয়া যুগে যুগে আমার শৌর্য্যগাথা কীর্ত্তন করিবে।”

এই সগর্ব্ব বাক্যে চমকিত হইয়া গ্রীক্‌বীরগণ নীরবে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মেনিলস্ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন,—“গ্রীসের অবলাদল! হায়! একি লজ্জা, বীর-কলেবরে কাপুরুষ কিরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! বিশাল গ্রীস্‌দেশে শত্রুর প্রতিযোদ্ধা এক জনও নাই, এ কলঙ্ক কি কোন কালে বিদূরিত হইবে! গ্রীক্‌গণ! আর বসুন্ধরাকে কলুষিত করিও না, ভূগর্ভে প্রবেশ কর। আমি স্বয়ং শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। জয়পরাজয় ঈশ্বরই বলিতে পারেন।” স্পার্টাপতি এইমাত্র বলিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে সুনীল তনুত্রাণ পরিধান করিলেন। বন্ধুগণ তাঁহার এই অসমসাহসিকতা নিবারণের জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। এগামেমনন অনুজের হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, “মেনিলস্! ক্রোধপ্ররোচনায় ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোথায় গমন করিতেছ? এই ভীষণ অভিসন্ধি পরিহার কর: তুমি হেক্টরের সমকক্ষ নহ। মহাবল একিলিস্ উহার বাহুবল উত্তম রূপে বিদিত আছে; উহার সহিত সমরে তাঁহারও হৃৎকম্প

উপস্থিত হইত। ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও; কোন বীরসন্তান এখনই সজ্জিত হইবেন। হেক্টর্ সামান্য মনুষ্য নহেন।” মহীপতির বাক্যে স্পার্টারাজের চৈতন্য হইল। রাজগণ তাঁহার অঙ্গ হইতে নীল তনুত্রাণ খুলিয়া লইলেন।

বীরগণের এবম্প্রকার ভীরুতা দর্শনে জ্ঞানাকর নেষ্টর্ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—“হায়! গ্রীক্‌গণ জন্মভূমি কলঙ্কপঙ্কে নিমজ্জিত করিল। একিয়া! সন্ততির অপবাদ শ্রবণে তোমার বৃদ্ধ বীরগণ কি বলিবেন? যাহারা মহাবীরনামে পরিচিত, তাহারা একমাত্র শত্রুকে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রকম্পিত হইতেছে, ইহা দর্শনে স্থবির পিলুস্ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতেন। আমার সেই যৌবনোচিত পূর্ব্বপরাক্রম নাই। দিগ্বিজয়ী ইরুথেলিয়ন্ মার্স্-প্রদত্ত অমোঘ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে, কোন রথীই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। মিনার্ভা-কৃপায় আমি একক তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। হায়! যদি আমার পূর্ব্ববল থাকিত, হেক্টরের গর্ব্ব এখনই খর্ব্ব করিতাম। তোমারা যুবক, একিয়ার মূর্ত্তিমান পরাক্রমস্বরূপ, একমাত্র বীরকে দেখিয়া প্রকম্পিত হইতেছ, ইহা কি লাঞ্ছনার বিষয় নহে?” প্রবীণের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া, সম্রাট্ এগামেম্‌নন, মহাবল টিডাইডিস্, মহাকায় এজাক্স, অইলুস্, ইডোমেন্, রণেশসদৃশ পরাক্রমশালী মেরিয়ন্ থোয়াস্, উরিপিলস্ এবং অসমসাহসী বিজ্ঞবর উলেসিস্ দণ্ডায়মান হইলেন। এই নয় জন মহারথকে যুদ্ধার্থী দেখিয়া নেষ্টর্ স্মিতমুখে কহিলেন,—“এক্ষণে

ভাগ্যপরীক্ষা দ্বারা প্রতিযোধ নির্ব্বাচিত হউক; যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তিনিই অক্ষয় বিজয়যশোলাভে অধিকারী হউন।"

অনন্তর প্রতিযোগিগণ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সম্রাটের উষ্ণীষমধ্যে স্থাপন করিলেন সমরভার এজাক্সের উপর পড়িল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন,—"বীরেন্দ্রগণ! অদ্য আমারই সৌভাগ্য। আমি যতক্ষণ সমর সজ্জা পরিধান করিতে থাকি, তোমরা যোভের নিকট নীরবে গ্রীসের মঙ্গল-কামনা কর; শত্রুগণ শ্রবণ করিলে মনে করিতে পারে যে, গ্রীকের হৃদয় আতঙ্কে অধীর হইয়াছে। না, নীরবে কেন? তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া প্রার্থনা কর। এই ধরাধামে এমন বীর কে আছে যে, এজাক্স্ বশী তাহাকে ভয় করিবে? দর্পী সেলামিস-কুলে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সমর আমার ব্যবসায়; পৃথিবীতে আমার ভয়ের পাত্র নাই।" মহারথ এজাক্স্ এইমাত্র বলিয়া অগ্নিপ্রভ অভেদ্য বাণবার পরিধান পূর্ব্বক মূর্ত্তিমতী গম্ভীরতার ন্যায় পদক্ষেপে ধরাবক্ষঃ প্রকম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং বাম করে বিশাল ঢাল ও দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হেক্টর! শীঘ্র অগ্রসর হও; এস, গ্রীক্-ভুজ-বলের পরিচয় লও। উদ্ধত একিলিস্ না থাকিলেও অসংখ্য বীর গ্রীসের সহায় রহিয়াছেন। আমাকে আদর্শমাত্র জানিও। আর বিলম্ব করিও না, অস্ত্রধারণ কর।"

হেক্টর্ প্রতিদ্বন্দ্বীর সগর্ব্ববাক্যে উত্তর করিলেন,—"টেলা-মন-পুত্র! তুমি আজ যোগ্য শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছ।

বীরকুলে আমার জন্ম এবং বীর নগরে আমার বসতি। তোমার সহিত অকপটভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; কারণ আমি অন্যায় যুদ্ধ করি না।” বীরকেশরী এইমাত্র বলিয়া ভীষণ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; তাহা প্রতিদ্বন্দ্বীর সপ্তস্তর ঢাল ভেদ করিয়া নিবৃত্ত হইল। এইবার অমিতবিক্রম এজাক্স্ শূল ত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণাস্ত্র তাঁহার কবচ ছিন্ন করিয়া পঞ্জর স্পর্শ করিল। আবার উভয়ে প্রকাণ্ড পাষাণদ্বয় গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর উভয় বীরকে বিফল বাহু-যুদ্ধে পরিক্লান্ত হইতে দেখিয়া, উভয়পক্ষ হইতে পূজ্য দূত টাল্‌থিবিয়স্ ও ইডিয়স্ দ্রুতপদে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—“বৎসদ্বয়! ক্ষান্ত হও। উভয়েই বিজয় লাভ করিয়াছ। এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া নিশাদেবীর সম্মান রক্ষা কর।” দূতবাক্যে বীরেন্দ্রযুগল নিবৃত্ত হইয়া পরস্পর সমরকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হেক্টর্ প্রতিযোদ্ধাকে রজত-খচিত কৃপাণ ও গ্রীক্ বীর তাঁহাকে বিচিত্র কটিবন্ধ প্রদান করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এজাক্সের সম্মানার্থে সম্রাটের শিবিরে উৎসব-সভার অধি-বেশন হইল। প্রচুর ভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হইলে, বৃদ্ধ নেষ্টর্ এগামেমননকে কহিলেন,—“রাজন! একবার শবরাশি অবলোকন করুন; হায়! এই নিদারুণ দৃশ্যে কোন্ নিষ্ঠুরের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কল্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; নিহতগণের অগ্নিকার্য্যের জন্য কয়েক দিনের বিরাম গ্রহণ করুন। অনন্তর শিবির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত

প্রাকার নির্ম্মিত হউক· তাহা হইলে গ্রীক্‌গণ শত্রুদেশে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারিবে।" প্রবীণের বাক্যে সকলে সম্মতি প্রদান করিলেন।

এদিকে প্রায়ামের দ্বারদেশে নিশাকালে মন্ত্রিগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ এণ্টিনর্ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, —"ট্রোজান্, ডার্ডান্ ও বিদেশীয়গণ ! অবধান কর। হৃতধন সহ হেলেনাকে প্রত্যর্পণ না করিলে আর ট্রয়ের নিস্তার নাই। এই অন্যায় যুদ্ধে আবশ্যক কি ? সন্ধিভঙ্গ-পাপে দেবতার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমার উপদেশানুসারে কার্য্য না করিলে অচিরাৎ বিষময় ফল উপস্থিত হইবে।" পারিস্ উত্তর করিল, —"বৃদ্ধ ! এ বাক্য আপনার পক্ষে অমৃতময় হইলেও বীর-হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। আমি হৃতধন সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু হেলেনাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না"

কলহের সূত্রপাত দেখিয়া নরপতি প্রায়াম্ সভাস্থ সকলকে কহিলেন,—"বীরগণ ! এক্ষণে রণশ্রম অপনোদন কর। তামসী নিশায় নগররক্ষণে অবহেলা করিও না। কল্য প্রাতঃকালে আমার সুতের অভিলাষ জ্ঞাপন করিবার জন্য গ্রীক্ শিবিরে দূত প্রেরিত হইবে। নিহতগণের অন্ত্যেষ্টির জন্য কিছুদিনের বিরাম আবশ্যক। এ কার্য্য সমাধা হইলে আবার সমরে প্রবৃত্ত হইব ; জয় পরাজয় যোভ্ বিধান করিবেন।" প্রভাত হইবামাত্র দূত প্রবর ইডিয়স্ গ্রীক্-কটকে উপনীত হইয়া পারিসের অভিপ্রায় ও ভূপতির প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন।

সম্রাট্ কেবল মাত্র শবদাহে অনুমতি দিয়া গ্রীক্‌গণকে কয়েক দিবসের জন্য সমরে ক্ষান্ত থাকিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষ শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া মিত্রভাবে আত্মীয়গণের প্রেত-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অনন্তর গ্রীক্‌গণ শিবির রক্ষার্থ সুদৃঢ় প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিল।

ট্রয়ের দেবরচিত-প্রাকারস্পর্দ্ধি-প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে স্বর্গ-সভায় দেবগণ সমাসীন হইয়া সবিস্ময়ে নরকীর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন ত্রিশূলী নেপচুন্ ঈর্ষাভরে যোভ্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"দেবেন্দ্র! দেবতার সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রীক্‌গণ যখন ওপ্রকার প্রাকার নির্ম্মাণে সমর্থ হইল, তখন আর কোন মনুষ্য আমাদের অর্চ্চনা করিবে? উহাদের যশোভাতি প্রভাতকালীন তপন-কিরণের ন্যায় ধরাময় পরিব্যাপ্ত হইবে; আর লেয়োমিডনের ঐ দেবনির্ম্মিত অক্ষয় প্রাচীর চিরতরে তিমির-গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।" নেপ্‌চুনদেব এই বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, বজ্রপাণি ভীষণ তর্জ্জনে বিশ্ব বিত্রাসিত করিয়া উত্তর করিলেন,— "জলধিনাথ! নশ্বর গ্রীক্‌বিরচিত ঐ মহৎ প্রাচীর ধ্বংসে পরিণত হইবে; উহার নামমাত্রও থাকিবে না। ঐ গভীর ভিত্তি তোমার তরঙ্গসঙ্গমে ভাসমানা হইয়া সিকতাগর্ভে প্রবেশ করিবে; অতএব অলীক আশঙ্কা পরিহার কর।" স্বর্গে অমরগণ এইরূপ আলাপন করিতেছেন, মর্ত্তে গ্রীক্‌গণ কার্য্য সমাপ্ত করিল, তপনদেবও অন্ধকার বিকীর্ণ করিয়া জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইলেন। গ্রীক্‌সেনা নানা উপচারে দেবতার্চ্চনা করিয়া শিবিরে ও ট্রোজান্‌গণ নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অষ্টম কাণ্ড

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও গ্রীক্‌দিগের দুর্দ্দৈব।

সমুজ্জ্বলদ্যুতি সুচারুহাসিনী উষা লাবণ্যপ্রভায় মেদিনীমণ্ডল আলোকিত করিলে, ত্রিদশনাথ অমরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অলিম্পাস্‌-শিখরে আসীন হইলেন এবং দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওহে অনশ্বরগণ! অবনত মস্তকে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। ভাগ্য! তুমি আমার অলঙ্ঘ্য আদেশ অমান্য করিও না। অদ্যাবধি যে অমর সমরে প্রবেশ বা মনুষ্যকে সাহায্যদানে অভিলাষ করিবে, সেই দুর্ব্বিনীত আর সুরধামে স্থান পাইবে না; তাহাকে অনন্তকাল অগ্নিময় নিরয়কুণ্ডে অবস্থান করিতে হইবে। আমি কর-সঞ্চালনে এই বিশাল ভুবন বিধ্বংসিত করিতে পারি। অতএব সাবধান, যেন আমার আজ্ঞার ব্যতিক্রম না হয়।" কুলিশপাণির এবংবিধ ক্রোধবাক্য শ্রবণে ত্রিদশগণ কম্পিত কলেবরে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জ্ঞানেশ্বরী কাতর বচনে কহিলেন, "হে সর্ব্বশক্তিমন্‌ দেবদেব! আমরা আপনার মহিমা অবগত আছি। নশ্বরগণকে রক্ষা করিতে চাহি না, কেবল মাত্র ভক্তের দুর্গতি

দর্শনে রোদন করিবার অনুমতি দিন। আমরা আপনার আজ্ঞাক্রমে অস্ত্রধারণ করিব না, কেবল মাত্র প্রিয় গ্রীক্‌বর্গের সংহার অবলোকন করিব। পিতঃ! এক্ষণে সেই বিপন্নগণকে পরামর্শদানের অনুমতি করুন, নতুবা আপনার ক্রোধানলে গ্রীক্‌নাম মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।” বজ্রপাণি হাস্যমুখে নন্দিনীর অভিলষিত বিষয়ে অনুমতি অর্পণ করিয়া সূর্য্যসঙ্কাশ ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। দিব্যাশ্বগণ অবিলম্বে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইল। দেবেন্দ্র সুপবিত্র ইডাশৈলশিখরে আসীন হইয়া সর্ব্বদর্শি-নেত্রে নগর, শিবির ও সিন্ধু অবলোকন করিতে লাগিলেন।

গ্রীক্‌সেনা বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান করিল। ট্রোজানগণ দারাপুত্র রক্ষার্থে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে নগর পরিত্যাগ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক শত্রুর সম্মুখীন হইতে লাগিল। উভয় সেনার সংঘর্ষণে মেদিনী-মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেসারব, অস্ত্রের ঝঙ্কার, বিজয়ীর আস্ফালন ও মুমূর্ষুর আর্ত্ত-নাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উভয় চমূ বিপুল বিক্রমে সমভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, বিশাল ক্ষেত্র রক্তস্রোতে প্লাবিত ও শবসমুচ্চয়ে দুর্গম হইয়া উঠিল। তপন অর্দ্ধাকাশ অতিক্রম করিলে যোভ্‌দেব হেমময় তৌলদণ্ড ধারণ করিয়া উভয় দলের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিলেন। গ্রীক্‌ভাগ্য গুরুভারে ভূতল ও ট্রোজান্‌-ভাগ্য লঘুতা নিবন্ধন আকাশ স্পর্শ করিল। দেবেন্দ্র গর্জ্জন করিলেন; আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল এবং ঘোর

শব্দে বিদ্যুদ্বিকাস হইতে লাগিল। বজ্রপাণি গ্রীক্‌গণের বল হরণ করিলেন। তাঁহার কোপানলে অনস্বর জ্বলিয়' উঠিল। সেনাদল সহসা এই অনর্থপাত নয়নগোচর করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে জড়বৎ অবস্থিত হইল। নির্ভীক ইডোমিনুস্ এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন. মহারথ এজাক্স্‌দ্বয়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং মহীপতি এগামেম্‌নন্ আত্মবিস্মৃত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। কেবলমাত্র স্থবির নেষ্টর্ অনিচ্ছায় অবস্থান করিলেন; কারণ পারিসের শরে তাঁহার রথাশ্ব আহত; তেজস্বী তুরঙ্গম ললাট-বিদ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় পদসঞ্চালন করিতে লাগিল। বৃদ্ধবীর কৃপাণ উত্তোলন করিয়া মৃতপ্রায় অশ্বের বন্ধন ছেদন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বীর-কেশরী হেক্টর্ সিংহনাদ সহকারে তাঁহার রথ আক্রমণ করিলেন। ডায়োমেড্ প্রবীণের প্রাণ-রক্ষার্থে ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উলেসিস্‌কে আহ্বান করত কহিলেন,—"ওহে ভারো উলেসিস্! কোথায় পলায়ন করিতেছ? কেন লেয়ার্টিস্-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলে? হায়! কি লাঞ্ছনার বিষয়, অরির অস্ত্রে পৃষ্ঠ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ! সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শত্রুরাহুকবলিত গ্রীস্‌গৌরব-তপনের উদ্ধার কর।" তাঁহার এই আহ্বান বিফল হইল; উলেসিস্ পশ্চাতে না চাহিয়া নিজ পোতে পলায়ন করিলেন। তখন টিডাইডিস্ অসহায় স্থবিরকে রক্ষা করিবার জন্য একাকী শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একলম্ফে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনয়বাক্যে বৃদ্ধকে কহিলেন,—

"আর্য্য! অসমের সহিত সমর পরিহার করুন। আপনি বৃদ্ধ ও আপনার সারথিও দুর্ব্বল; অতএব ট্রসের সুশিক্ষিত অশ্ব-সংযোজিত আমার এই বাহুবল-বিজিত শত্রুরথে আরোহণ করুন। আমরা উভয়ে একরথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিব। অমিতবিক্রম হেক্টর্ কখনই আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে পারিবে না।" সুধী নেষ্টর্ ডায়োমেডের বাক্যে সম্মতি অর্পণ করিলেন এবং স্থেনিলস্ ও ইউরিমিডনের হস্তে নিজ রথ সমর্পণ করিয়া অশ্বরশ্মি ধারণ পূর্ব্বক সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। টিডাইডিসের বলনিক্ষিপ্ত বর্শা বক্রগতি হইয়া ইনিয়োপুসের হৃদয় বিদ্ধ করিল। হেক্টর্ সারথির নিধনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলবান্ আর্কিটোলিমস্কে রশ্মি ধারণে আদেশ করিয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদানে অভিলাষ করিলেন। আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীত ট্রোজানগণ প্রাকারের পার্শ্বে শোণিত-স্রোতে ভাসমান হইতে লাগিল। বজ্রপাণি অশনি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মেদিনী-মণ্ডল আলোকময় হইয়া উঠিল। ভয়বিহ্বল রথাশ্বগণ ভূতলে পতিত ও টিডাইডিসের নেত্র ঝলসিত হইল। তখন মনস্বী নেষ্টর্ দেবেশের ক্রোধাগম অবগত হইয়া কম্পিত হৃদয়ে ডায়োমেড্কে সতর্ক করিবার জন্য কহিলেন,—"মহারথ! আমার উপদেশে সমরে প্রতিনিবৃত্ত হও; অদ্য জগৎকারণ যোভ্দেব হেক্টর্কে রক্ষা করিতেছেন। অন্য দিন তাঁহার প্রসাদে তুমি সমর-বিজয়ী হইতে পারিবে। অদ্য পরাক্রম প্রদর্শনে কোন ফলোদয় নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে খণ্ডন করিতে পারে? ডায়োমেড্ কহিলেন,- "মহোদয়! আমাকে পলা-

য়ন করিতে দেখিয়া হেক্টর্ হাস্য করিবে। হায়! এই ভীষণ লজ্জা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অবনীদেবী আমাকে গ্রাস করুন।" নেষ্টর্ কহিলেন,—"বীরেন্দ্র! তোমার বীরকীর্ত্তি ভুবনে ঘোষিত হইতেছে। হেক্টর্ উপহাস করিলেও ট্রয়বাসিগণ তোমার নিন্দা করিতে পারিবে না; কারণ এই বিশাল সাম্রাজ্যের ম্লানমুখী বিধবাগণ অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া নিরন্তর তোমার শৌর্য্য ঘোষণা করিতেছে" বৃদ্ধ এইমাত্র বলিয়া তরস্বী তুরঙ্গযুগকে চালিত করিলেন। ট্রোজানগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। হেক্টর্ প্রবল শত্রুকে পলাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওহে গ্রীক্‌পূজ্য মহারথ! শীঘ্র পলায়ন কর। তোমার অবয়ব বীরতুল্য হইলেও অন্তর অবলাসদৃশ। এক্ষণে, ভূপাল! ট্রয়-বিজয়-বাসনা পরিত্যাগ কর। হেক্টরের হস্তে আর নিস্তার নাই।" এবম্প্রকার অবমাননাসূচক বাক্যে টিডাইডিস্ তিন বার রথ ফিরাইলেন; যোভ্‌দেবও তিন বার ইডাচূড়ে বজ্রধ্বনি করিবেন! বজ্রনির্ঘোষ হেক্টরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিয়া অশ্বচতুষ্টয়কে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন,—"শঙ্কা পরিহার করিয়া আক্রমণ কর। এই আশায় আমি পরম যত্নে তোমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি. রাজনন্দিনী নিজ হস্তে আহার দিতেছেন; এই কারণেই আমার প্রিয়তমা তোমাদের জন্য মদিরায় শস্যরাশি সিক্ত করিয়া থাকেন। পদক্ষেপে ধরাবক্ষঃ প্রকম্পিত করিয়া ধাবমান হও; আমি অদ্য নেষ্টরের সুবর্ণখচিত ঢাল এবং টিডাইডিসের দেব-

শিল্পি-বিনির্ম্মিত কবচ হরণ করিব! ঐ ফলক এবং তনুত্রাণ অধিকার করিতে পারিলে আজি সমগ্র গ্রীসীয় আমার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।”

দিবেশ্বরী জুনো বীরমুখে এবম্প্রকার সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সিংহাসন সঞ্চালন করত নেপ্‌চুন্‌কে কহিলেন,—“জলেশ্বর! তোমার দর্পে ধরাতল থরথর প্রকম্পিত হইয়া থাকে। গ্রীসীয়ের উপর এরূপ অত্যাচার দর্শনে তোমার কি ক্রোধোদয় হইতেছে না? উহারা নানা উপচারে নিরন্তর তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। গ্রীকপক্ষীয় দেবগণ একত্র মিলিত হইলে যোভ্‌ কি করিতে পারেন? তিনি কেবল ট্রোজান্‌-বিনাশ দর্শনে নিভৃতে অশ্রুপাত করিবেন মাত্র; অতএব হে জলধিনাথ! তুচ্ছ বজ্র-ভয়ে ভীত না হইয়া চল, অবিলম্বে রণস্থলে গমন ও ট্রোজান্‌গণের বিনাশ সম্পাদন করি।” নেপ্‌চুন বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—“দেবি! বুঝিলাম তুমি উন্মাদিনী হইয়াছ। কোন্‌ অমর সর্ব্বশক্তিমান্‌ যোভের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? তুমি কি তাঁহার ভীষণ তর্জ্জন অবগত নহ?”

এই অবসরে অমরপ্রতিম হেক্টর্‌ দেববলে বলবান্‌ হইয়া সসৈন্যে গ্রীক্‌গণকে আক্রমণ করিলেন। ভগ্নরথ, হতাশ্ব, শবরাজি ও নিপতিত অস্ত্রসমূহে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইল। ক্রোধান্ধ ট্রোজান্‌গণ পরিখাপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া পোত দাহনার্থ অগ্নিকুক্কুট সঞ্চালন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। জুনোর আদেশে সম্রাট্‌ এগামেম্‌নন স্বপক্ষীয়গণকে উৎসাহিত

করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি মধ্যতরীতে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর দূরস্থিত একিলিস্ ও এজাক্সের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজেশ্বর কহিলেন,—"হায়! এ কি লজ্জা! এক্ষণে সেই পূর্ব্ব অহঙ্কার কোথায় রহিল? উৎসব-সময়ে সুরাপাত্র করে লইয়া শত মহারথকে পরাজিত করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, এক্ষণে একমাত্র বীর গ্রীক্‌গণকে সমূলে উৎসাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! হে বিপদবারণ করুণানিদান যোভ্! আমার ন্যায় অসুখী নৃপতি ভূমণ্ডলে কে আছে? ট্রয়বিজয়-কামনায় প্রত্যেক বারিধিতীরে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিয়াছি। এক্ষণে অন্য কিছু চাহি না, কৃতাঞ্জলিপুটে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, কাল হেক্টরের হস্ত হইতে গ্রীক্‌গণের পরিত্রাণ কর!" মহীপতি ক্ষোভভরে এইমাত্র কহিলে, যোভ্‌দেব অধীর হইয়া শুভ চিহ্নে প্রসন্নতা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রিয়বিহঙ্গ গৃধ্ররাজ উষাকালে আবির্ভূত হইয়া নখবিদ্ধ কুরঙ্গ-শিশুকে হোম বেদির সন্নিকটে নিক্ষেপ করিল। ভগ্নোৎসাহ গ্রীক্‌গণ এই শুভ শকুনে আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার বিপুল বিক্রমে ট্রোজানগণের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইল। সকলের অগ্রে রথী টিডাইডিস্ গভীর খাত উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রভঞ্জনবেগে আগমন পূর্ব্বক এজিলস্‌কে সংহার করিলেন। অনন্তর এট্রুস্‌নন্দন, এজাক্সদ্বয়, মেরিয়ন, ইডোমেন্ ও টিউসার প্রভৃতি মহারথগণ শত্রুদলকে বিত্রাসিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধর টিউসার অব্যর্থ শরসন্ধানে

শত্রুবক্ষঃ ভেদ করিয়া, জননীর ক্রোড়ে ভীত শিশুর ন্যায়, ভ্রাতার সপ্ততল ঢালমধ্যে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শরসম্পাতে শত্রুগণের বিষম সংক্ষয় উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে এগামেম্নন্ আনন্দিত হইয়া ধনুর্ধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বীর! এইরূপে যুদ্ধ করিয়া স্বদৃষ্টান্তে সকলকে উৎসাহিত কর। তুমি পিতার সুপুত্র ও দেশের ভূষণ। এরূপ পুত্রলাভে পিতা যেরূপ গর্ব্বিত, পুত্রও সেইরূপ পিতৃঋণ পরিশোধ করিতেছে। এক্ষণে আমার অঙ্গীকার শ্রবণ কর; তোমার এই শৌর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সমুন্নত রথ, তেজস্বী তুরঙ্গম, অথবা তোমার অভিলষিত বস্তু প্রদান করিব।" ধনুর্ধর উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! অন্য জনকে উৎসাহিত করুন। অদ্য আমি প্রতিশরে শত্রু নিপাত করিয়া ভুজসামর্থ্য প্রদর্শন করিব। দুরাত্মা হেক্টরের প্রাণসংহার করিয়া ট্রোজানগণকে নগরে বিতাড়িত করিব। আমার এই বজ্রসার কার্ম্মুক হইতে অষ্ট শর নির্গত হইয়া অষ্ট মহাবীরের প্রাণসংহার করিয়াছে। হেক্টরও যমসদনে গমন করিত; কিন্তু নিশ্চয়ই কোন দেবতা উহাকে রক্ষা করিতেছেন।"

ধনুর্ধর এই কথা বলিতে বলিতে হেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার শরনিক্ষেপ করিলেন। সেই অমোঘ শায়ক বক্রগতি হইয়া গোর্গিথিয়োর হৃদয়ে প্রবেশ করিল; যুবা ধরাশায়ী হইলেন। টিউসার আবার শরসন্ধান করিলে ফিবস্‌দেব কর সঞ্চালনে তাহা নিরাকৃত করিয়া হেক্টরের জীবন রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণাস্ত্র আর্কিটোলিমসের পঞ্জর বিদারণ পূর্ব্বক

রুধির-রঞ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। সারথির বিনাশ দর্শনে হেক্টর্, ক্ষুব্ধচিত্তে রথ সেব্রিয়নিস্‌কে সমর্পণ করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক প্রকাণ্ড পাষাণ উত্তোলনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধানকীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। টিউসার্ আবার তূণীর হইতে সুতীক্ষ্ণ শলা আকর্ষণ পূর্ব্বক হুঙ্কার সহকারে কার্ম্মুকে সংযোজিত করিলেন। ক্রোধান্ধ হেক্টর্ তদ্দর্শনে সেই বিশাল শিলাখণ্ড সবলে শত্রুর মণিবন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ধনুগুর্ণ ছিন্ন হইল এবং ধানকী ধরাশায়ী হইলেন। মহাবল এজাক্স্ অনুজকে তদবস্থ দেখিয়া নিজ বিশাল ঢালে আবরিত করিলেন। এলাস্টর্ ও মিসিস্থূস্ আহত ধনুর্ধরকে লইয়া বারিধিতীরে পলায়ন করিলেন। ট্রোজান্‌গণ দেববলে বলবান হইরা বিপুল বিক্রমে হত্যা আরম্ভ করিল। গ্রীক্‌দল হেক্টর্‌কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া পরিখা লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন হেক্টর্ ক্রুদ্ধ রণদেবের ন্যায় রথনির্ঘোষে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌গণের দুর্গতির পরিসীমা রহিল না। তাহারা তরিশ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতে লাগিল।

গ্রীক্‌গণের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া ত্রিদিবেশ্বরী সজল নয়নে মিনার্ভাকে কহিলেন,—"অয়ি জ্ঞানবিধায়িনি! তবে কি আজ সমগ্র গ্রীসীয়দল সমরানলে ভস্মীভূত হইবে? এক্ষণে হেক্টর্‌কে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উপায় কি? সুলোচনা রণেশ্বরী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"দেবি! রথী হেক্টর্ বিপক্ষের শরা-

যাতে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিত; কিন্তু বজ্রপাণি যোভ্‌ পক্ষপাত পূর্ব্বক আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত দিতেছেন। থিটিসের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া দেবরাজ তাহার ক্রূর পুত্রের সম্মান রক্ষার্থে গ্রীক্‌সংহারে প্রবৃত্ত। দেবি! বিমান আহ্বান কর; চল আমরা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রণস্থলে গমন করি। বলদর্পিত ট্রয়বীর আমাদিকে অবলোকন করিবামাত্র অবশ্যই হীনপ্রভ হইবে। ক্রুদ্ধ দেব দর্শনে ভীত না হয়, এমন ট্রোজান্‌ ভূমণ্ডলে কে আছে?" সুরেশ্বরী ক্রোধভরে সুরস্যন্দনে স্বয়ং দিব্যাশ্ব যোজনা ও সমরেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশী শূল গ্রহণ করিলেন। বিমান ঘর্ঘররবে ব্যোমপথে ধাবিত হইল। যোভ্‌দেব ইডাশিখর হইতে শক্তিদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া আইরিস্‌কে অবিলম্বে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার আদেশ দিলেন। দেবদূতী সমীরণবেগে গমন পূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "সুরেশ্বরি! উন্মত্তার ন্যায় এ কি কার্য্য করিতেছেন? ক্ষান্ত হউন। ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহার ভীষণ বজ্র এখনই অনলরাশি উদ্গীরণ করিয়া উভয়কে ধরাতলে নিক্ষেপ করিবে। আপনারা কোন্‌ সাহসে সর্ব্বশক্তিমানের সহিত বিবাদে প্রবৃত্তা হইয়াছেন?" দূতীবাক্যে দেবীদ্বয় প্রকৃতিস্থা হইয়া রথগতি সংযত করত ম্লানমুখে দেবসভায় প্রবেশ করিলেন। দেবরাজও তথায় আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন,—"তোমরা অকারণ আক্ষেপ করিও না। অচিরাৎ এই ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইবে। তোমাদিগের কোপানলে ট্রয়ের নিস্তার নাই। এক্ষণে আমার

আজ্ঞার অবমাননা করিও না। যে অমর নিষিদ্ধ সমরে প্রবেশ করিবে, সে আর সুরলোকে স্থান পাইবে না।” জুনো ক্রোধ-ভরে উত্তর করিলেন,—“অমরনাথ! একি কথা বলিতেছেন? আপনারই অবিচারে আজ মহাবল গ্রীকগণের এই দুর্দ্দশা। আপনার আদেশে ভক্তরক্ষণে ক্ষান্ত রহিয়াছি: কিন্তু তাহাদের বিপদে অশ্রুপাত করিবারও কি আমার অধিকার নাই?” বজ্র-পাণি রোষকষায়িত নেত্রে উত্তর করিলেন, -“কল্য অরুণালোক প্রকাশিত হইবামাত্র অমরনাথ সমরসাজে সজ্জিত হইবে। লক্ষ লক্ষ গ্রীক্ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে। তোমার বাক্যব্যয়ে কোন ফলোদয় নাই। বীরেন্দ্র হেক্টর, যতক্ষণ না একিলিস্ নিহত বন্ধু পেট্রোক্লসের বিরহে কাতর হইয়া রণস্থলে আগমন করে, ততক্ষণ পোত দগ্ধ করিয়া গ্রীকগণকে বিদলিত করিতে থাকিবে। আমার অঙ্গীকার কিছুতেই বিতথ হইবার নহে। তুমি সমগ্র দানবগণকে সহায় করিয়াও আমার অণুমাত্র অনিষ্ট-সাধন করিতে পারিবে না।”

সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। অন্ধকার দর্শনে গ্রীকগণ হৃষ্ট ও ট্রোজানগণ বিষণ্ণ হইল। হেক্টর্ ক্ষেত্র-রক্ষায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়া স্কামাণ্ডারতীরে সেনানীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, —“ট্রোজান, ডার্ডান্ ও মিত্রগণ অবধান কর; অদ্য নিশ্চয়ই গ্রীক্‌নাম বিলুপ্ত হইত; কিন্তু অন্ধকার ভীরুগণকে রক্ষা করি-বার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে নিশার সম্মান রক্ষা কর। রক্ষিগণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া পোতরক্ষায় নিযুক্ত থাকুক, যেন গ্রীকগণ যামিনীযোগে পলাইতে না পারে।

কল্য ট্রয়ের উদ্ধার হইবে। কুক্ষণে গ্রীক্‌গণ এই কাল রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিল। আমি প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তপনের ন্যায় বিশ্বময় পরিচিত হইব।” সেনানীগণ এক বাক্যে হেক্টরকে সাধুবাদ দিয়া ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। শত শত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হওয়ায় নিশার অন্ধকার অপসারিত হইল। প্রত্যেক কুণ্ডে পঞ্চাশৎ প্রহরী; সমুদায় ক্ষেত্র নীরব; কেবল মধ্যে মধ্যে অশ্বের হ্রেসারব ও ট্রোজান্‌গণের আনন্দধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সকলেই প্রভাত প্রতীক্ষায় উদগ্রীব।
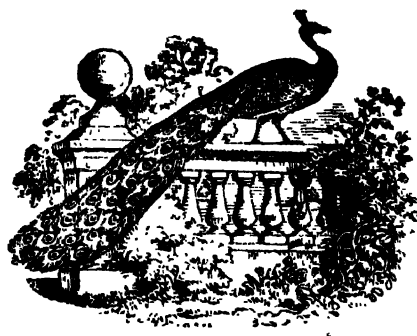
নবম কাণ্ড

একিলিসের নিকট দূত প্রেরণ।

ট্রোজান্‌গণ সাবধানে ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত হইলে পলায়ন-সহচরী আশঙ্কা গ্রীকের সম্মুখভাগে বিকটাকারে নৃত্য করিতে লাগিল। ইজীয় সাগরে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইলে তরঙ্গকুল যেরূপ বিচঞ্চল হয়, নানা চিন্তাবেগে গ্রীক্‌গণের হৃদয়ও সেই রূপ আলোড়িত হইয়া উঠিল। সম্রাট্ এগামেম্‌নন্ এই বিষম বিপৎপাতে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া সেনানীবর্গকে আহ্বান করি-লেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইলে, মহীপতি অশ্রুপাত করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন,—"বীরগণ! আর রক্ষা নাই! ট্রয়রাজ্য ধ্বংস করিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রতিগমন করিব, এই রূপ দৈববাণী হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই! ঈশ্বর প্রতিকূল হইয়াছেন; অতএব, চল, অবিলম্বে পোতযোগে পলায়নে প্রবৃত্ত হই।" রাজেন্দ্র এই কথা বলিলে, সকলেই নীরবে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারথ টিডুসনন্দন

ক্ষুব্ধ হইয়া রক্তনেত্র বিঘূর্ণিত করত উত্তর করিলেন,—"যিনি বীরবৃন্দের নেতা, তাঁহার মুখে এইরূপ কাপুরুষোচিত পরামর্শ শ্রবণে আমার অন্তরে বিষম লজ্জার উদয় হইল। মহারাজ! বিরুদ্ধে বাক্য বলিব, ক্রুদ্ধ হইবেন না; কারণ আমি অন্যায় বলিতেছি না। আপনি পূর্ব্বে আমার অপযশঃ রটনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি দ্বিরুক্তি করি নাই। দেবগণ আপনাকে অর্দ্ধভূপতি করিয়াছেন; তাঁহারা আপনাকে জলস্থলব্যাপ্ত বিশাল রাজ্য, রাজদণ্ড ও প্রভুশক্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই অবিচলিত উন্নত অন্তর অর্পণ করেন নাই। রাজেন্দ্র! জিজ্ঞাসা করি, ভয় প্রদর্শনে সৈন্যগণকে নিরুৎসাহ করা কি নেতার কার্য্য? আমরা পলায়ন করিলে আপনারই অপমান। আপনি যদি যুদ্ধাভিলাষ না করেন, স্বদেশে প্রস্থান করুন, আপনার পোত সমুদ্রের সন্নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে। ট্রয় যত দিন ধ্বংসিত না হয়, গ্রীক্‌গণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে; গ্রীক্‌গণও যদি পলায়নপর হয়, আমি একাকী, সারথি স্থেনিলসের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হইব; ত্রিদশনাথ উভয়কে রক্ষা করিবেন" ডায়োমেডের এবম্প্রকার অসমসাহসিকতা দর্শনে গ্রীক্‌গণ আনন্দিত চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাজ্ঞানী নেস্টর্ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্র! দেবগণ তোমাকে অসীম দৈহিক ও মানসিক বল অর্পণ করিয়াছেন। তোমার সাহসের তুলনা নাই। মহাত্মন! তোমার পরামর্শ অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে। তুমি ভূপতিগণকেও তিরস্কার করিতে পার, কারণ সত্য বাক্য বলিতে শূরজন ভীত হয় না। তুমি এই অল্প বয়সে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছ।

তোমার বিশাল মানসে যাহা অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমি বীরবৃন্দের নিকট ব্যক্ত করিব। উপদেশ দান বৃদ্ধেরই কার্য্য; কাহারও নিন্দা করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে নরপিশাচ রক্তপাতে আনন্দ উপভোগ করে, তাহার ধন জন সমুদায়ই বৃথা; সেই দুর্বৃত্ত কখনই সুখাস্বাদনে অধিকারী হয় না। তাহা হইতে অন্তরঙ্গগণের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এক্ষণে, নরবর! যুবকগণকে প্রাকার ও পরিখা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া পরামর্শ গ্রহণার্থে বৃদ্ধসভা রচনা করুন। আপনি রাজেশ্বর; বীরবৃন্দ আপনার আদেশে অবশ্যই যুদ্ধ করিবে। বিপক্ষগণের অগ্নিরাশি ক্রমশঃ অগ্রসর দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারে? কল্য গ্রীস্ বা ট্রয়, একতরের বিনাশ সংঘটিত হইবে।" বৃদ্ধ নিরস্ত হইলে থ্রাসিমেড্ প্রভৃতি সপ্ত যুবক, প্রত্যেকে শত যোধ সমভিব্যাহারে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাকার-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর রাজেন্দ্র এগামেমনন রাজগণকে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। প্রচুর সরস আহারে সকলের তৃপ্তি সাধিত হইলে, সুধীকুলাগ্রগণ্য নেষ্টর কহিলেন,—"সম্রাট্! সমবেত গ্রীক্‌রাজ-মণ্ডলী অবনত মস্তকে আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন; বিশাল-সাম্রাজ্যভার আপনার হস্তে ন্যস্ত এবং লক্ষ লক্ষ নর আপনার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছে। এক্ষণে আমার বাক্য অবধান করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। যাহাতে প্রজার মঙ্গল হয়, সে কার্য্য করা ভূপতির একান্ত কর্ত্তব্য। নীচ জনের উপদেশেও কুপিত না

হইয়া জ্ঞানার্জ্জন করা উচিত। আপনি যখন পেলিডিস্‌কে বঞ্চনা করিয়া রমণীরত্ন গ্রহণ করেন, আমি তখন সকলের অগ্রে নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি ক্রোধান্ধ হইয়া দেবনর-পূজ্য সেই মহারথের অবমাননা করিলেন; অতএব, মহারাজ! স্তুতি বা উপহার দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করুন।” নরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—“আর্য্য! এক্ষণে সমুদায়ই আমার হৃদয়ঙ্গম হইল; আমি অবশ্য আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব। জগৎনিদান যোভ্‌দেব যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন, শত বাহিনীও তাহার তুল্য হইতে পারে না। ঈশ্বর তাহার সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতেছেন, সেই জন্যই অদ্য আমার এই দুর্গতি; আমি তাহাকে কুপিত করিয়া অতি কুকর্ম্মই করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে তাহার ক্রোধ শান্তি হয়, সাধ্যমত সেই কার্য্য করিব। যদি উপহার লইয়া সন্তুষ্ট হয়, গ্রীক্‌গণ! তাহার অভিলষিত সমুদায় দ্রব্যই অর্পণ করিব। ইহাতে নিশ্চয়ই রাজকুমার শান্ত হইবে। যে নরাধম বিনয়ে কর্ণপাত না করে, পাতালনিয়ন্তা প্লুটোদেব তাহার প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। বীর কখনও আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না; কারণ আমি রাজচক্রবর্ত্তী ও বয়োজ্যেষ্ঠ।” নেস্টর্ এগামেম্‌ননকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,—“রাজেন্দ্র! এই বাক্য আপনার ন্যায় মহা-প্রতাপশালী ভূপতির উপযুক্তই হইয়াছে। আপনি অচিরাৎ বিজ্ঞ প্রণিধিগণকে একিলিসের শিবিরে প্রেরণ করুন, আমি নির্ব্বাচন করিয়া দিতেছি। পূজনীয় ফিনিক্সের সহিত বীরেন্দ্র এজাক্স্‌ ও বিচক্ষণ উলেসিস্ গমন করুন। আপনার প্রতিজ্ঞা

প্রমাণার্থে ধার্ম্মিক হোডুস্ ও উরিবিটিস্‌কে পাঠাইয়া দিউন। আমরা সকলে যোভ্‌দেবের নিকট কার্য্যসিদ্ধির কামনা করিতে থাকি।” অতঃপর সকলে অভিমতি অর্পণ করিলে, প্রণিধিগণ নির্ম্মল নির্ঝরে অবগাহন, দেবতার্চ্চনা ও পানাশন করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। অনন্তর নেষ্টর্ তাঁহাদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিয়া উদ্ধতস্বভাব বীরকেশরীকে কুপিত করিতে নিষেধ করিলেন। প্রেরিতগণ নিশার গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; সমুদায় নীরব, কেবল বারিনিধি ঘোর-নাদে গর্জ্জন করিতেছে।

তাঁহারা জলেশ্বর নেপ্‌চুনকে নমস্কার করিয়া মার্মিডন্‌শিবির সঙ্কুল একিলিসের বসতিস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অমরপ্রতিম মহাবল রাজকুমার বীণাবাদনে নিযুক্ত। কেবল মাত্র পেট্রোক্লস্ তাঁহার সম্মুখে আসীন হইয়া, সেই বীরকীর্ত্তি-গাথা শ্রবণ করিতেছেন। গীতাবসান হইলে প্রেরিতগণ উলেসিস্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অলক্ষিত ভাবে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। একিলিস্ অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে মেনিটিয়স্-নন্দনের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিনম্র বচনে কহিলেন,—“মহাত্মাগণ! আপনাদের শুভাগমন হউক। আপনারা আমার শত্রু নহেন, তবে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আপনারা গ্রীক্ হইলেও আমার শ্রদ্ধাভাজন।” বীরেন্দ্র একমাত্র বলিয়া বয়স্য পেট্রোক্লসকে তাঁহাদের সমুচিত পরিচর্য্যা করিতে কহিলেন। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইল। আগন্তুকগণ অগ্রভাগ দেবোদ্দেশে নিবেদন করিয়া আহারান্তে

সুরম্য পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। এজাক্স্ অবসর বুঝিয়া ফিনিক্স্‌কে ইঙ্গিত করিলেন। তখন বিজ্ঞবর উলেসিস্ দেবাসুতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"একিলিস্! স্বস্তি! এরূপ সম্মান সম্রাট্ এগামেমনন্ কখনও প্রদান করেন নাই। তোমার ন্যায় গ্রীসাধিপের ভাণ্ডারও প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ; কিন্তু চিন্তাভারক্লিষ্ট গ্রীকগণ আহারবিহারে সুখানুভব করিতে সমর্থ নহে। হায়! সমরাঙ্গণের ভীষণ দৃশ্যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমরা নিহতগণের শোকে ও জীবিতগণের রক্ষাচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছি। গ্রীককুল সমূলে বিনষ্ট হইল; আর নিস্তার নাই। বীরবর! তোমা বিনা কে বিপদার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে? বিদেশীর সাহায্য লাভে বলবান্ হইয়া ট্রোজানগণ গ্রীক্-দুর্গ অবরোধ করিয়াছে। ঐ শুন, শত্রুদল সিংহনাদ সহকারে পোতদাহনে অগ্রসর হইতেছে। বিধাতা প্রতিকূল হইয়া অশনি-সম্পাত দ্বারা গ্রীকগণকে বিত্রাসিত করিতেছেন। হেক্টর বাহুবলে বলবান্ হইয়া প্রবীর-সমাজকে তৃণ জ্ঞান করত সদর্পে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। নিশাবসানে পোতশ্রেণীসহ গ্রীকগণ ভস্মীভূত হইবে। স্বদলের পরাভব চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। অমরগণ! তবে কি এই ট্রয়দেশে মহাবল গ্রীকদল জীবন বিসর্জ্জন দিবে? একিলিস্! চল, ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক মরণাপন্ন গ্রীকগণের প্রাণ রক্ষা কর। স্বদেশীয়বর্গকে সমরশায়ী দেখিয়া অবশ্যই তোমার নেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে। দেবীনন্দন! সময় থাকিতে বৃদ্ধ পিতার বাক্য পালন কর;

রাজর্ষি পিলুস্ বিদায়-কালে তোমাকে বলিয়াছিলেন, 'বৎস! কাহারও সহিত বিবাদ করিও না। ক্রোধ মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিনয়ী ব্যক্তি সম্পদ, গৌরব ও খ্যাতি লাভের অধিকারী হয়।' এক্ষণে বীরেন্দ্র! পিতৃদেবের সেই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধাবেশ সংবরণ কর। রাজরাজেশ্বর আট্রার্ইডিস্ তোমাকে সাদরে নানাবিধ উপহার অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি উপায়ন-দ্রব্য উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। দশটী কনকস্তূপ, সুকারু-রচিত বিংশ পুষ্পপাত্র, সাতটী বৃহৎ ত্রিপদ, তদুপরি অদ্যাপি দেবোপহার অর্পিত হয় নাই, সমীরণগামী দ্বাদশ অশ্ব, সপ্ত লেস্বিয়া-বংশ-সম্ভূতা শিল্প-সুনিপুণা বন্দিনী; ইহাদের সহিত সেই বিবাদহেতুভূতা কামিনীও অর্পিতা হইবে; দেবতার কৃপায় যদি ট্রয়রাজ্য বিধ্বংসিত হয়, বিভাগসময়ে তুমি সুপ্রচুর শত্রু-ধনেরও অধিকারী হইবে; এতদ্ভিন্ন বিংশতি ট্রোজান-ললনা তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিয়া নিরন্তর মনোরঞ্জন করিবে। নরবর আরও বলিয়াছেন, যখন সমরবিজয়ী হইয়া আর্গস্ নগরে উপস্থিত হইবে, তিনি নিজ কুমার অরিষ্টিসের ন্যায় পুত্রভাবে তোমাকে প্রতিপালন করিবেন। তাঁহার তিন সুধাকরকান্তি অনূঢ়া নন্দিনী আছে, তুমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পার; তিনি শুল্ক গ্রহণ করিবেন না; অথচ এরূপ ভাবে যৌতুক অর্পণ করিবেন যে, কোন রাজা অদ্যাপি জামাতাকে দান করেন নাই। সাতটী উর্ব্বর প্রদেশ তোমার শাসনাধীন থাকিবে। তুমি সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে

রাজত্ব করিতে থাক! বীরবর! এক্ষণে অভিমান পরিত্যাগ কর; রাজেন্দ্র অনুতাপানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন। যদি উপহারে অনাদর কর, যদি সম্রাট্ তোমার কৃপাপাত্র না হয়েন, তবে মুমূর্ষু নিরপরাধ গ্রীক্‌গণকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ কর। যদি স্বদেশের প্রতিও বিরাগ থাকে, তবে স্বীয় যশো-বিস্তারার্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মহারথ হেক্টর্ সমগ্র গ্রীসীয় বীরকে পরাজিত করিয়াছে; এক্ষণে তোমার অমানুষ বাহুবলে নিশ্চয়ই তাহার দর্প চূর্ণ হইবে।"

একিলিস্ কহিলেন,—"উলেসিস্! উত্তর শ্রবণ করুন। অবাধে কহিব, আমি কখনও ভয়ের ভজনা করি না। আমার বাহিরে যেরূপ ভাব অবস্থিত, অন্তরেও সেই প্রকার, কার্য্যও তদনুরূপ। আপনি প্রতিগমন করিয়া গ্রীক্‌গণকে বলুন, একি-লিসের সহিত আর মিলন হইবে না। যাহাদের বদনে অমৃত ও হৃদয়ে হালাহল আমি তাহাদিগকে নরকের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার অটল প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। ভূমণ্ডলে বিচার নাই; আমি গ্রীকের জন্য নিরন্তর শোণিতস্রাব করিয়া অবশেষে কি ফল লাভ করিলাম? সম্রাট্ স্বার্থহীন সাধুবাদে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া সমুদায়ই আত্মসাৎ করিয়াছেন। আমি শত্রুভূমে গ্রীক্‌গণকে রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ বর্জ্জন করিয়াছিলাম। সকলেই যথাযোগ্য জয়লব্ধ দ্রব্যের অধিকারী হইয়াছে; একমাত্র আমি কেবল সকল বিষয়ে পদে পদে বঞ্চিত হইতেছি। আপনি আপনার রাজাকে বলিবেন, তিনি ব্রিসিস্‌কে ত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ট্রয়

যুদ্ধের কারণ কি? বীরসুতগণ কি নিমিত্ত এই দূর দেশে সমবেত হইয়াছেন? রমণী কি ইহার কারণ নহে? আমি উপহার গ্রহণ করিতে চাহি না; ভূপাতির বাক্যে আর আমার প্রত্যয় নাই। মহাভাগ! আমার উত্তর শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে গ্রীসরাজ নিজ বিবেচনামত কার্য্য করুন। অভেদ্য প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন আর আমার সাহায্যে প্রয়োজন কি? সেই মহাবলের ভয়প্রদর্শনে তুচ্ছ প্রায়াম-নন্দন কি ভীত হইবে না? হেক্টরের প্রতি আমার আর বৈরিভাব নাই। কল্য প্রাতঃকালে সদলে স্বদেশযাত্রা করিব ও তিন দিনে নিজ ভবনে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার আত্মীয়বর্গকে অবলোকন করিব। আপনি কিঙ্কর গ্রীকৃগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সেই দুষ্মতি রাজাকে বলিলেন, আমি আর তাহার সাপেক্ষ অনুধাবণ করিব না। তাহাকে তিরস্কার করিয়া কি হইবে? বিধাতা যাহাকে হিতাহিত বিবেচনায় বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সমুদায়ই সম্ভব দুর্জ্জন-প্রদত্ত বিশ্বরাজ্য গ্রহণেও আমি অভিলাষী নহি। নীচাশয় সম্রাটের নন্দিনী কখনই আমার প্রণয়িনী হইতে পারে না। আমি যখন স্বদেশে উপস্থিত হইব, পিতা আমার অনুরূপা পত্নী নির্ব্বাচন করিবেন। শত নৃপতি আমাকে কন্যা দান করিতে লালায়িত হইবেন। আমি জননীর নিষেধ সত্ত্বেও ট্রয়যুদ্ধে আসিয়া অতি কুকার্য্যই করিয়াছিলাম; এত দিনে সেই ভ্রমের সংশোধন হইল। এক্ষণে গ্রীকৃগণ আমার পরামর্শক্রমে দেবরক্ষিত ট্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করুন। ইউলেসিস্! আপনি প্রতিগমনপূর্ব্বক, যাহাতে পোত

ভস্মীভূত না হয়. গ্রীক্‌গণকে বলবুদ্ধিকৌশলে তাহার উপায় করিতে বলুন। আর্য্য ফিনিক্স্ আমার শিবিরে অবস্থান করুন; জরা ও পরিশ্রমে যে প্রকার আকারভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে উহাঁর দেশগমন একান্ত কর্ত্তব্য ”

পিলুস্-তনয়ের এবংবিধ উত্তর শ্রবণে প্রেরিতগণ অধোমুখ হইলেন। স্থবির ফিনিক্স্ অশ্রুধারায় শ্বেতশ্মশ্রু সিক্ত করিয়া একিলিস্‌কে কহিলেন,—“বৎস! হায়! তবে কি এবার সমগ্র গ্রীক্‌জাতি বিনষ্ট হইল! ক্রোধাবেশে মত্ত হইয়া তুমি যদি গৃহে গমন কর, ফিনিক্স্ তোমার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? কুমার! আমি তোমার অভিভাবক ও শিক্ষক। পিতৃশাপে আমি অপত্যলাভে বঞ্চিত হইলেও তোমা কর্ত্তৃক পুত্রবান্ হইয়াছি। আমি জীবন থাকিতে তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না। রাজকুমার! শান্ত হও নিষ্ঠুর ব্যক্তি কখনও বীরনাম লাভ করিতে পারে না। দেবগণও পূজা-প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে দুর্বিনীত যোদ্ধ্-নন্দিনী প্রার্থনাদেবীর সম্মান রক্ষা না করে, দেবপ্রেরিত ভীষণ অবিচার তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া থাকে। অতএব সাবধান হও. আজি যদি তোমাকে আবশ্যক না হইত,—যদি সম্রাট্ অনুতপ্ত না হইতেন, গ্রীক্‌গণ উপহার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিত না। রাজেন্দ্র নিজ গৌরব রক্ষার জন্যই তোমার সহিত মিলন প্রার্থনায় এই পূজনীয় ব্যক্তিবর্গকে পাঠাইয়াছেন; তুমি অভিমানভরে ইঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিও না। পূর্ব্বে মহাবল মেলিগার্ স্বদেশীয়-

গণের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ; অতএব যতক্ষণ পোত ভস্মীভূত না হয়, সময় থাকিতে ক্রোধ সংবরণ ও উপহার গ্রহণ করিয়া অস্ত্রধারণ কর।” একিলিস্ উত্তর করিলেন,—“আপনি আমার পিতৃ-তুল্য ; এ দাস অনিত্য ধরার সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। আপনি আমার পরম শত্রুর পক্ষাবলম্বন করিবেন না। আপনি অদ্য আমার শিবিরে নিশা যাপন করুন ; কল্য অবস্থান বা দেশগমন বিবেচনা করা যাইবে।” একিলিস্ এইমাত্র বলিয়া বৃদ্ধের জন্য কোমল শয্যা রচনা করিবার আদেশ দিলেন। প্রেরিতগণ প্রস্থানোদ্যত হইলে বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন,—“নির্দ্দোষী ব্যক্তি পদদলিত হইলে এরূপ ক্রোধ-প্রদর্শন তাহার পক্ষে অনুচিত নহে। সেই দুর্ম্মতির নাম স্মরণে আমার ক্রোধা-নল পুনরুদ্দীপিত হইয়াছে। আপনারা বলিবেন, সে আর আমাকে মিত্রভাবে পাইবে না। শত্রুর অনল পোত-শ্রেণী দগ্ধ করিয়া আমার শিবির-প্রান্তে উপস্থিত হইলেই আমি অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধের উপসংহার করিব।

অনন্তর প্রণিধিগণ দীনমনে সম্রাট্-সকাশে উপনীত হইলে, তিনি সাগ্রহে সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। উলেসিস্ কহিলেন, —“রাজন্ ! একিলিস্ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উপায়ন গ্রাহ্য করে নাই। সে গ্রীক্‌গণকে স্বদেশগমনের পরামর্শ দিয়াছে ; আর যাহা বলিল, এজাক্স্ ও পূজনীয় দূতদ্বয় শ্রবণ করিয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে সে সদলে গৃহে প্রস্থান করিবে ; বৃদ্ধ ফিনিক্স-কেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবে।” উলেসিসের মুখে এই

বজ্রাঘাতসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাবৃন্দ বিষণ্ণবদনে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। নির্ভীক ডায়োমেড্ সদর্পে উত্তর করিলেন,—"অহঙ্কারী একিলিস্‌কে উপহার প্রেরণের আবশ্যক কি। তোষামোদে তাহার দর্পেরই বৃদ্ধি হইবে। প্রভাত হইবামাত্র গ্রীক্‌সেনা তরীরক্ষায় নিযুক্ত হউক। মহারাজ! আপনি সকলের সম্মুখভাগে অবস্থান করিয়া উৎসাহ প্রদান করুন। আমরা যথাসাধ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।" গ্রীক্‌গণ সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া মদিরা-তর্পণে দেবগণের অর্চ্চনা করিল। অনন্তর নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে অবতীর্ণা হইয়া মায়াপ্রভাবে সকলকে বিমোহিত করিলেন।

দশম কাণ্ড

ডায়োমেড্ ও উলেসিসের নিশাভ্রমণ।

গ্রীক্‌যোধবৃন্দ নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া সমরশ্রম অপনোদন করিতে লাগিল। সম্রাট্ এগামেমনন্মাত্র জাগ্রত; তিনি নানা চিন্তায় অধীর হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শিলাসম্পাতসূচক বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় তাহার উত্তপ্ত অন্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। তিনি পোতশ্রেণীর পরিণাম স্মরণ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জ্ঞানবান্ নেষ্টরের উপদেশে এই বিষম উদ্বেগের যদি কিছু উপশম হয়, এই ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মহীপতি রাজবেশ পরিধান পূর্ব্বক নেষ্টরের শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলে, পথিমধ্যে সমদুঃখী মেনিলসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্পার্টানাথ অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য! কোন্ কার্য্যোদ্দেশে এই তামসী নিশায় বহির্গত হইয়াছেন? গুপ্তচর প্রেরণে শত্রুবল পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন কি? নরেন্দ্র! রজনীযোগে অরিকটকে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষের পরিচয় লওয়া সামান্য ব্যাপার নহে।"

এগামেম্নন্ উত্তর করিলেন,—"ভ্রাতঃ! এ বিপদে কে আমাকে সুমন্ত্রণা অর্পণ করিবে? বুদ্ধিপ্রয়োগ ব্যতিরেকে গ্রীকরক্ষার অন্যতর উপায় নাই। বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইয়া হেক্টরকে অসীম পরাক্রম প্রদান করিয়াছেন। তুমি অনেক বীরকে দর্শন করিয়াছ, অনেকের বীরত্বও শ্রবণ করিয়াছ; কিন্তু মহারথ হেক্টরের ন্যায় ভূমণ্ডলে আর কে আছে? ভ্রাতঃ! তুমি অবিলম্বে পোত-সকাশে গমন করিয়া এজাক্স্ ও ক্রেটপতিকে আহ্বান কর। আমি নেষ্টরের নিকটে চলিলাম; তাঁহাকে প্রহরি-রক্ষণের ভারার্পণ করিব, কারণ তিনি এ কার্য্যে অতিশয় দক্ষ। একার্য্য সম্পাদন করিয়া তুমি অলস সৈনিকগণকে জাগরিত করিও। এক্ষণে আভিজাত্য ও পদমান বিস্মৃত হইয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হও। জন্মগ্রহণ করিলেই কষ্টভোগ অবশ্যম্ভাবী।" অনন্তর উভয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

রাজেন্দ্র নেষ্টর্-শিবিরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিবিধ আয়ুধে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। স্থবির পদশব্দমাত্র জাগ্রত হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ধীরস্বরে কহিলেন,—"তুমি কে? কোন্ প্রয়োজনে নিশাকালে শিবিরাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছ? দাঁড়াও, অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া একপদও অগ্রসর হইও না।" ভূপতি বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন,—"নিলুস্-নন্দন! আপনি গ্রীসের মূর্ত্তিমান গৌরব! আমার পরিচয় শ্রবণ করুন; আমি গ্রীক্‌সেনাপতি হতভাগ্য এগামেম্নন্। উৎকণ্ঠায় নয়নে নিদ্রা নাই; তাই একাকী হতাশহৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছি। আমার কোন

অভিসন্ধি নাই। এক্ষণে সুমন্ত্রণা দানে আমার জীবন রক্ষা করুন। আমি শত্রুর আক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া দ্বারে দ্বারে প্রহরিগণকে সতর্ক করিতে অভিলাষী হইয়াছি।” প্রবীণ কহিলেন,—“মহারাজ! ভীত হইবেন না। জগতে বলদর্প চির-স্থায়ী নহে। হেক্টরের অবশ্যই পতন আছে। নেস্টর্ আপনার আদেশপালনে নিয়ত উদ্যোগী; চলুন, সুপ্ত বীরগণকে জাগরিত করিব।” বৃদ্ধ ইহা বলিয়া, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর-সজ্জা পরিধান করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রুত পাদচারে উলে-সিসের শিবির দ্বারে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। উলেসিস ঢাল গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধের সহিত গমন করিতে করিতে ভূপস্তবকে শয়ান সশস্ত্র ডায়োমেড্‌কে অবলোকন করিলেন। স্থবিরপ্রবর তাঁহাকে সজাগ করিবার জন্য চরণ ঈষৎ কম্পিত করিয়া কহিলেন,—“টিডুস্-সুত! গাত্রোত্থান কর। সুদীর্ঘ নিশায় বীরের আলস্য শোভা পায় না।” ডায়োমেড্ নিদ্রাভারাক্রান্ত নয়ন অর্দ্ধোন্মিলিত করিয়া উত্তর করিলেন,—“আর্য্য! বড়ই আশ্চর্য্য। এ বয়সে আপনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন না! যুবগণ সকলকে জাগরিত করুক। এ কার্য্য স্থবিরের উপযুক্ত নহে।” অনন্তর তাঁহারা রক্ষিগণের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া মিলনস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় সমবেত রাজগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। নিলুসনন্দন প্রস্তাব করিলেন,—“এই স্থানে এমন অসমসাহসী কে আছেন, যিনি নিজ জীবন-বিনিময়ে গ্রীক্‌গণের উদ্ধার করিতে পারেন? যে বীর অরিকটকে

প্রবেশ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আসিবেন, তাঁহার সম্মানের ইয়ত্তা থাকিবে না। তাহারা কি পোতকুল দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অথবা সম্মুখযুদ্ধ করিবে? যাঁহার সাহস হয়, তিনি অবিলম্বে অরিবার্ত্তা অবগত হইবার জন্ত প্রস্থান করুন।” বৃদ্ধের এবংবিধ বাক্যে বীরগণ চকিত চিত্তে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীরকেশরী টিডাইডিস্ উত্তর করিলেন,—“এই সেইজনকে অবলোকন করুন। শত্রুসন্নিবেশ-স্থানে প্রবেশ করিতে কোন দেবতা আমাকে অলক্ষিতে উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু, আর্য্য! আমার সহিত অপর ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন; কারণ পরস্পরের সাহায্যে অতি দুষ্কর কার্য্যও সহজে সংসাধিত হইয়া থাকে।”

বীরেন্দ্র ডায়োমেড্ এই কথা কহিলে, এজাক্সদ্বয়, মেরিয়ন্, নেষ্টর্-নন্দন, স্পার্টারাজ ও উলেসিস্ সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে অবলোকন করিয়া নরবর স্মিতমুখে ডায়োমেড্কে কহিলেন,—“মহারথ! এক্ষণে সহচর নির্ব্বাচন করিয়া লও। এ স্থলে গুণেরই মর্য্যাদা; আভিজাত্য ও পদমান কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।” পাছে সহোদর গমন করেন, এই ভয়ে মহীপতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ডায়োমেড্ কহিলেন,—“রাজেন্দ্র! মিনার্ভারক্ষিত মহাজ্ঞানী মহাবীর উলেসিস্‌কে আমার সহিত প্রেরণ করুন। উঁহার সহায়তায় আমি অনায়াসেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিব।” উলেসিস্ উত্তর করিলেন,—“শূরগণের সমক্ষে আমার প্রশংসা অথবা নিন্দা করা তোমার বিধেয় নহে। পরিচয় জ্ঞাত থাকিলে,

শত্রুর নিন্দাবাদে ও বন্ধুর প্রশংসায় সকলেই পরিহাস করিয়া থাকে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশ রক্তবর্ণ ও নক্ষত্রগণ নিষ্প্রভ হইয়াছে।” অনন্তর উভয়ে সুসজ্জিত হইয়া গাঢ়ান্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। বীরদ্বয় কার্য্যসিদ্ধি-কামনায় মিনার্ভার স্তব করিলে, দেবী শুভ শকুনে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন;—গৃধ্ররাজ পক্ষস্বনে আকাশ মুখরিত করিয়া শুভঘোষণা করিল।

এদিকে উমিডিসিস্-নন্দন ডোলন, হেক্টর্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিপক্ষ-বার্ত্তা জানিবার জন্য বহির্গত হইল। পদশব্দ শ্রবণে উলেসিস্ অনুচ্চস্বরে ডায়োমেড্‌কে কহিলেন,—“মিত্র! কোন দুঃসাহস শত্রু গমন বা এই দিকে আগমন করিতেছে। ও ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপক্ষের গুপ্তচর; অথবা অন্ধকারে মৃত যোদ্ধের সজ্জা অপহরণ করিতেছে। যাহা হউক, বাধা দিবার প্রয়োজন নাই; অগ্রসর হইলে, পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ কর। দুষ্ট দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেও সদলে পলায়ন করিতে পারিবে না।” বিজ্ঞ এই কথা কহিলে, উভয়ে শবরাশির অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। ডোলন অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিলে, উভয়ে লঘু পদবিক্ষেপে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবক প্রাণভয়ে গ্রীক্‌দুর্গাভিমুখে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তখন টিডাইডিস্ পশ্চাদ্‌গমনে বিরত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—“অবস্থান কর; নতুবা অস্ত্রনিক্ষেপণ দ্বারা প্রাণনাশ করিব।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া শূন্যে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণাস্ত্র যুবকের মস্তকোপরি গর্জ্জন

করিয়া ভূপৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল। তখন সে কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরবাক্যে কহিতে লাগিল,—"আশ্রিত জনের প্রাণরক্ষা কর। আমার ঐশ্বর্য্যশালী পিতা বহুধন অর্পণ করিবেন।" বিজ্ঞবর উলেসিস্ উত্তর করিলেন,—"যুবক! শঙ্কা পরিত্যাগ কর, মৃত্যুভয় নাই। এক্ষণে বল দেখি, তুমি কি অভিপ্রায়ে এরূপ অন্ধকারে কোথায় গমন করিতেছ?" যুবক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আমি অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া গ্রীক্-অভিপ্রায় জানিবার জন্য গমন করিতেছি। হেক্টর্ একিলিসের স্যন্দন ও দিব্যাশ্ব দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন।" উলেসিস্ অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি পুরস্কারের উপযুক্ত পাত্র; কিন্তু সে সব স্বর্গীয় অশ্ব মনুষ্যের শাসনাধীন নহে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যা কহিও না, হেক্টর্ কোথায় অবস্থান করিতেছে? সেনাপতিগণ নিদ্রা যাইতেছে কি না? কিরূপ প্রহরীর ব্যবস্থা আছে? কল্য কি যুদ্ধাবস্ত হইবে? যদি প্রাণের মমতা থাকে, সমুদায় প্রকাশ করিয়া বল।" উমিডিসস্-কুমার উত্তর করিল, "আপন শিবিরে হেক্টর সেনানীবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট প্রহরিদল নাই; সে যে স্থানে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, ঐ সকল স্থানেই ট্রোজানেরা জাগত; বিদেশিগণ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছে। থ্রিসস্ বীর থ্রেস্সেনা সমভিব্যাহারে সংপ্রতি আগমন করিয়া, বারিধিতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রথ রজতমণ্ডিত ও অশ্বগণ বায়ুবেগগামী। যতক্ষণ আমার বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত না হয়, আমাকে গ্রীক্-শিবিরে লইয়া চলুন, অথবা এই স্থানেই

কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখুন।” বীরেন্দ্র ডায়োমেড্ বিকট তর্জ্জন সহকারে উত্তর করিলেন,—“গুপ্তচর! তোমার জীবনের আশা নাই। গ্রীক্-গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কি ও পাপ প্রাণ রক্ষা করিব? বিশ্বাসঘাতককে কে বিশ্বাস করে?” বীরশার্দ্দূল এইমাত্র বলিয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর উভয়ে মিনার্ভাদেবীকে স্মরণ করিয়া গমন করিতে করিতে থ্রেসিয়ার বাজি-সেনা দেখিতে পাইলেন। উলেসিস্ অগ্রে অবলোকন করিয়া উল্লাসভরে সহচরকে কহিলেন,—“ডোলন্-কথিত ঐ সেই রথ, সেই অশ্ব ও সেই ব্যক্তি। টিডাই-ডিস্! তুমি অশ্বগণকে উন্মোচিত কর; অথবা যদি বীরকার্য্যে অভিলাষী হও, অস্ত্র ধারণ কর। আমি তুরঙ্গের বন্ধন মোচন করিতেছি।” পর্ণশালার দ্বার ভগ্ন করিয়া কেশরী যেমন দুর্ব্বল মেষগণকে সংহার করে, ডায়োমেড্ সেইরূপ নিদ্রিত বীরবর্গের হত্যাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিত-স্রোতে শিবির প্লাবিত হইল। তদনন্তর হেম বর্ম্মধারী ভূপতি থ্রিসস্ তাঁহার করাল কৃপাণাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। উলেসিস্ হেম-রশ্মি ধারণপূর্ব্বক অশ্বযুগকে আনয়ন করিয়া ডায়োমেড্কে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন; কিন্তু উন্মত্ত টিডুস্-নন্দন তাঁহার বাক্যে বধির হইয়া কৃপাণ উত্তোলনপূর্ব্বক শত্রুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন মিনার্ভাদেবী দর্শন দিয়া কহিলেন,—“পুত্র! নিরস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। ট্রয়পক্ষীয় দেবগণ তোমা-দিগকে অবলোকন করিলে, ক্রুদ্ধ হইবেন।” দেবী অন্তর্হিতা

হইলে, বীরদ্বয় চকিত-চিত্তে অশ্বারোহণ করিলেন। দিবাকর অম্বরপথে মিনার্ভাদেবীকে ও ভূতলে পলায়মান বিজয়ী ডায়োমেড্কে অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। দেব অবিলম্বে শিবিরে অবতরণ করিয়া থ্রিসস্-সহচর হিপোকুন্কে জাগ্রত করিলেন। তিনি বন্ধুকে নিহত দেখিয়া বক্ষেঃ করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ট্রোজান্গণ চমকিতচিত্তে ধাবমান হইয়া অদ্ভুত হত্যাদর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল।

নেষ্টর্-প্রমুখ রাজগণ উৎসুকচিত্তে বীরদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে নমস্কার করিলেন। নেষ্টর্, হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসিলেন,—“বীরদ্বয়! অদ্য যে কার্য্য সাধন করিলে, চিরকাল তোমাদের যশঃকীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে। এ অশ্ব কাহার, কি উপায়ে গ্রহণ করিলে? ইহা দেবদত্ত উপহার, না শত্রুধন? অরুণের অশ্ব প্রভায় বিশ্ব আলোকিত করিলেও এই তুরঙ্গমের তুলনায় তুচ্ছ বোধ হয়। এ প্রকার মনোহর হয় কদাপি আমার নয়নগোচর হয় নাই। উলেসিস্ কহিলেন “তাত! এ অশ্ব ধনশালী থ্রেস্-রাজের। বীরেন্দ্র টিডাইডিস্ দ্বাদশ সেনানীর সহিত তাঁহাকে সংহার করিয়াছেন। এই যে বর্ম্ম ও অস্ত্র দেখিতেছেন, ইহা অপসর্প ডোলন্কে সংহার করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি।” গ্রীকগণ আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে অশ্বদ্বয়কে মন্দুরায় স্থাপন করিল। ডোলনের বর্ম্ম ও অস্ত্র উলেসিস্ রণেশ্বরীকে নিবেদন করিয়া, নিজ পোতের উচ্চ স্থানে লম্বিত করিয়া রাখিলেন।

একাদশ কাণ্ড।

তৃতীয় যুদ্ধ ও এগামেম্‌ননের শৌর্য্য।

সুচারুপ্রভাত সুখশয্যা পরিহার পূর্ব্বক রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তপনালোক মানবগণকে প্রফুল্ল করিয়া আকাশ প্রকাশিত করিলে, যোভের আদেশক্রমে কুভাস্থা ইরিস্ বিবাদ-চিহ্ন জ্বলন্ত উল্কা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। দেবী উলেসিসের তরির অতি উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বিকট চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বিনীত নির্ভীক একিলিস্ সেই মহাশব্দে বিচলিত হইলেন। অর্গীয়গণ সমস্বরে গ্রীকবৃন্দকে সমরে আহ্বান করিতে লাগিল। কাহারও আর পলায়নে অভিলাষ রহিল না; সকলেই শশব্যস্তে সমরসজ্জা পরিধান করিতে লাগিল।

মহীপতি এগামেম্‌নন, হেমময় বর্ম্ম, রৌপ্যখচিত পাদত্রাণ, তুরঙ্গপুচ্ছ-সুশোভিত সুন্দর উষ্ণীষ ও প্রভাকরপ্রভ সুদীর্ঘ ভল্ল-যুগল ধারণ করিয়া স্বদৃষ্টান্তে অনীকবৃন্দকে উৎসাহিত করিতে

লাগিলেন। সুরেশ্বরী ও সমরেশ্বরী শূন্যে ভূপতির মস্তকোপরি আবির্ভূতা হইয়া অশনি-নির্ঘোষ দ্বারা গ্রীকগণের মঙ্গল ঘোষণা করিলেন। অনন্তর অসংখ্য রথী পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শত্রু-গণকে আক্রমণ করিলেন; তাঁহাদের সিংহনাদ শ্রবণে ধরিত্রী প্রকম্পিতা, বারিধি উচ্ছলিত ও তপন নিষ্প্রভ হইল। স্বয়ং যোভ্‌দেব অবশ্যম্ভাবী অসংখ্য নরনিধনে ক্ষুব্ধ হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহারথ হেক্টর, প্রজ্ঞাবান্ পলিডেমস্, এণ্টিনরের পুত্রত্রয় দর্পী পলিবস্ ও মহামতি এজিনর্ এবং দেবসদৃশ রূপবান্ একামস্ ট্রোজান্-সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া সদর্পে ইলসের স্তম্ভপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। ধীমান হেক্টর্ ব্যূহ রচনা করিলেন, এবং লোহিত নক্ষত্র যেরূপ কখনও দৃশ্যমান, কখনও বা মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ বাহিনী-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রেণীবদ্ধ কৃষকগণ যেমন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পক্ক শস্য ছেদন করিতে করিতে সমভাবে গমন করে, গ্রীক্ ও ট্রোজানগণ সেইরূপ সমরে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় রথী রথীকে ও পদাতিক পদাতিককে আক্রমণ করিতে লাগিল। অমরগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করিলেন; কেবল বিবাদ মহোল্লাসে তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে, নিদারুণ লোকক্ষয় অবলোকন করিতে লাগিল। দেবগণ নরহত্যা দর্শনে কাতর হইয়া দেবগিরির শিখরস্থিত সুরম্য ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক, পক্ষপাতনিবন্ধন একবাক্যে অমরনাথের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর যোভ্ একান্তে স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন হইয়া অদৃষ্ট বিচার করিতেছিলেন; তিনি মর্ত্ত্যধামে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া দেখিতে পাইলেন, অসংখ্য প্রবীর রণস্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে গ্রীকদল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ এগামেম্নন্ রথী বিয়েনর্‌কে সংহার করিয়া প্রতিশোধদানোদ্যত সারথিকে বিনাশ করিলেন। প্রায়ামের তরুণ-নন্দনদ্বয় এক রথে আরূঢ় হইয়া সম্রাটের গতিরোধ করিল। তিনি এক জনকে ভল্লাঘাতে ও অপরকে কৃপাণ-প্রহারে বিনষ্ট করিলেন। ট্রোজান্‌গণ এই দারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া সিংহাক্রান্ত কুরঙ্গযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর আট্রাইডিস্ দুষ্ট এন্টিমেকাসের পুত্রদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, পিতাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবল শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়া সোদরদ্বয় অশ্রুপাত করিতে করিতে কাতরবাক্যে কহিল,—"বীরেন্দ্র! তরুণদ্বয়কে প্রাণে না মারিয়া বন্দি করুন। পিতা আপনাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আমাদের উদ্ধার সাধন করিবেন" সম্রাট্ ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—"এন্টিমেকস্‌পুত্র কখনই কৃপাপাত্র নহে। সেই নরপিশাচ পারিসের উৎকোচে বিক্রীত হইয়া হেলেনা-প্রত্যর্পণে ব্যাঘাত দিয়াছিল এবং গৃহাগত উলেসিস্ ও মেনিলস্‌কে যথেষ্ট অপমানিত করিয়াছিল। এক্ষণে প্রাণ দিয়া তাহার সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর।" ক্রোধান্ধ মহীপতি এইমাত্র বলিয়া রথ হইতে আক্রমণপূর্ব্বক পিসেণ্ডার্‌কে সংহার করিলেন। তাহার ভ্রাতা পলায়নার্থে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিবামাত্র, ছিন্নবাহু ও ছিন্নমুণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইল।

এইবার জয়োদ্ধত মহীপতি তুমুল সংগ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রীক্‌যোধবৃন্দ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। স্তূপাকার রজোরাশিদ্বারা অম্বরতল সমাচ্ছন্ন করিয়া পদাতিক পদাতিককে এবং অশ্ব অশ্বকে পদদলিত করিতে লাগিল। ভূপতির পিত্তল-মণ্ডিতক্ষুর রথাশ্বগণের পদশব্দ অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বহ্নিসখ সমীরণ কাননে দাবানল সঞ্চালিত করিলে, লতা গুল্ম ও তরুরাজি যেমন ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হয়, সম্রাটের ক্রোধানলে ট্রোজানগণও সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তুরঙ্গমদল অসর চাক্‌চিক্যে বিত্রস্ত হইয়া শূন্যরথ আকর্ষণ পূর্ব্বক যোধবৃন্দকে চক্রতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। ভূপতির শোণিতলোলুপ করাল কৃপাণ গৃধ্রকুলের তৃপ্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইল। দেবরক্ষিত হেক্টরবীর অস্ত্র-প্রভঞ্জনের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে স্বপক্ষের বিনাশ দর্শন করিতে লাগিলেন। ট্রোজান্‌গণ, কেশরীর ভয়াল গর্জ্জনে উদ্ধপুচ্ছ বৃষদলের ন্যায় নগরাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। কৃতান্ত-প্রতিম মহীপতি ভয়দ্রুত রথিগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ভূপতি কর্ত্তৃক এবম্প্রকার হত্যাদর্শনে যোভ্‌দেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইডাশৃঙ্গে অবতরণ পূর্ব্বক শত স্রোত প্রবাহিত করিলেন; অনন্তর বিশাল করে বিশ্ববিনাশী কুলিশ উদ্যত করিয়া দেবদূতীকে কহিলেন,— "আইরিস্‌! তুমি অবিলম্বে রণস্থলে গমন করিয়া হেক্টরকে কিছুক্ষণের জন্য এগামেম্‌ননের সম্মুখীন হইতে নিবারণ কর। গ্রীক্‌রাজ আহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইলে, আমি তাহাকে অসীম পরাক্রম প্রদান করিব। নৃপনন্দনের শৌর্য্যদর্শনে গ্রীক্‌সেনা

সমরে তিষ্ঠিতে পারিবে না।” দেবদূতী হেক্টরকে দেবেন্দ্রের উপদেশ বিজ্ঞাপিত করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজকুমার রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগ্ন যোধবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ট্রোজান্‌গণ পুনর্ব্বার বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। গ্রীক্‌দল, মরণে বা জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রভঞ্জন-বেগগামী এগামেম্‌ননের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল।

এণ্টিনর্‌-পুত্র ইফিডেমস্‌ সেনামুখে অগ্রসর হইয়া সম্রাট্‌কে সমরে আহ্বান করিল। রাজেন্দ্র ভল্ল নিক্ষেপ করিলে, রণদক্ষ তরুণ বীর আনত হইয়া সেই অমোঘ শস্ত্রকে অতিক্রম-পূর্ব্বক ভূপতির বর্ম্মিত বক্ষঃস্থলে শল্যাঘাত করিল। গ্রীক্‌রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কোয়ুন্‌, অনুজের এবংবিধ বিনাশ দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া নিহন্তার দৃঢ় ভুজ বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর মৃত সহোদরের দেহ ঢালে আবরিত করিয়া সপক্ষীয়গণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আঘাতকাতর আট্রাইডিস্‌ ক্রোধে ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্রজকে অনুজের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। এইরূপে নরবর অসংখ্য বিপক্ষ বীরের প্রাণসংহার করিয়া কৃতান্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের অস্ত্র-সম্পাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত হইল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে কহিলেন,—“গ্রীক্‌গণ! প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার আরব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন কর। হায়! প্রতিকূল বিধাতা আমার সামর্থ্যের মূলচ্ছেদ করিয়াছেন।” রাজেন্দ্র ক্ষোভভরে এইমাত্র

বলিলে, সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। রথ বায়ুবেগে সম্রাটের শিবিরদ্বারে উপনীত হইল।

মহাবল এগামেম্‌ননকে সহসা প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হেক্টর্ হৃষ্টচিত্তে সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যোধগণ! পূর্ব্বপুরুষের বীরকীর্ত্তি ও নিজ নিজ পূর্ব্ব বিজয় স্মরণ করিয়া অকুতোভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, গ্রীক্‌সম্রাট্ পলায়ন করিতেছেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন" রাজকুমার এইমাত্র বলিয়া সিন্ধুবক্ষেঃ সবৃষ্টি প্রভঞ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সসৈন্যে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। শত শত রথী তাঁহার পরাক্রমানলে শলভত্ব প্রাপ্ত হইল। গ্রীক্‌গণ বিনাশ উপস্থিত দেখিয়া ভীত-চিত্তে পোতশ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। সপক্ষীয়ের এবংবিধ পরাভব দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া বিজ্ঞবর উলে-সিস্ টিডাইডিস্‌কে কহিলেন,—"হেক্টর্ পোত দগ্ধ করিতেছে, আর আমরা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এই স্থানে অবস্থিত রহি-য়াছি! শীঘ্র চল, আমরা উভয়ে মিলিয়া যুদ্ধ করিব" ডায়ো-মেড্ উত্তর করিলেন, "মিত্র! আমি সংগ্রামের ভয়ে ভীত নহি; হেক্টর্ আমার সম্মুখীন হইলে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। ট্রোজানদল আজি দেববলে বলবান্। যোভ্ যখন প্রতিকূল, তখন আর বীরত্বে ফলোদয় কি?" বীরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে এই কথা বলিয়াই রথী থিম্ব্রস্‌কে কৃপাণ প্রহারে ধরাশায়ী করিলেন। উলেসিস্‌ও অসি নিষ্কাসিত করিয়া সারথি মেলিয়নের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণক্রুদ্ধ বরাহযুগলের ন্যায় শত্রুগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল হেক্টর্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। গ্রীকবৃন্দ আবার গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর হেক্টর্ ক্রোধভরে উলেসিস্ ও ডায়োমেড্‌কে আক্রমণ করিলেন। ডায়োমেড্ মহাবেগে ভল্ল নিক্ষেপ করিলে, তাহা প্রায়াম্-নন্দনের শিরস্ত্রাণে ব্যর্থ হইল। টিডাইডিস্ আবার প্রহারোদ্যত হইয়া বর্শা গ্রহণ করিলেন। তখন হেক্টর্ রথারোহণে স্বদলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকগণ সিংহনাদ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

পারিস্, অগ্রজকে সেনামধ্যে অন্তর্হিত দেখিয়া ক্রোধে কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইল এবং সুতীক্ষ্ণ শরে ভূপতির পদতল ভূমির সহিত বিদ্ধ করিয়া মহোল্লাসে কহিল—"অহো! রক্তপাত করিয়াছি। অমর-কৃপায় ঐ অমোঘ শর কেন হৃদয়ে নিহিত না হইল? তাহা হইলে ট্রয়ের শল্য অপসারিত হইত।" ডায়োমেড্ উত্তর করিলেন,—"দুর্ম্মতে! ধিক্! তুই নারীহরণরূপ মহাপাতকে অপরাধী। তোর অস্ত্রশিক্ষা বৃথা; বীরগর্ব্বে অঙ্গুলি দিয়া দূর হইতে শর নিক্ষেপ করিতেছিস্! রক্তপাত করিয়া অহঙ্কার কেন? কাপুরুষ কখনই বীরকে প্রহার করিতে পারে না। দুরাত্মন্! অস্ত্র কাহার নাম, এক দিন পরিচয় পাইবি; তাহাকে শমন চালিত করিয়া থাকেন; তাহা একবার গর্জ্জন করিলে শিশু পিতৃহীন, বিধবার নয়নাসার প্রবাহিত এবং রক্তস্রোতে ভূমিতল কর্দ্দমিত হয়।" উলেসিস্

ব্যগ্রভাবে আগমন করিয়া বিদ্ধ শর উন্মোচিত করিলেন। বীরেন্দ্র টিডাইডিস্ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ট্রোজানগণ সিংহনাদ সহকারে গ্রীক্‌দলকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বীরাভিমানী উলেসিস্ একাকী শত্রুমধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যাধবেষ্টিত বরাহের ন্যায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিজ্ঞ বীর চিয়োপিস্, এনেমিস্, থুন ও চার্সিডেমস্‌কে সংহার করিয়া চারপ্সকে আক্রমণ করিলেন। অনুজের বিপদ দর্শনে রণপণ্ডিত সোকস্ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"উলেসিস্! তোমার ন্যায় বীর গ্রীক্‌মধ্যে বিরল। আমরা দুই সহোদর অদ্য চিরকালের জন্য বংশ বিলুপ্ত করিয়া তোমার অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিব; অথবা তোমারই কাল পূর্ণ হইয়াছে।" ক্রুদ্ধ বীর এইমাত্র বলিয়া শাণিত ভল্লে উলেসিসের পঞ্জর বিদ্ধ করিলেন। উলেসিস্ও বর্শাঘাতে পলায়মান সোকস্‌কে কৃতান্তপুরে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বীরেন্দ্র বিষণ্ণচিত্তে বিদ্ধ ভল্ল উৎপাটিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বান মেনিলসের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; স্পার্টাপতি নিজ রথে আহত উলেসিস্‌কে লইয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এজাক্স্ একাকী শত্রুমধ্যে অবস্থিত হইয়া ডেরিক্লস্, পেণ্ডোকস্ ও লিসেণ্ডার্‌কে সংহার করিলেন। বর্ষাবৃষ্টি-প্রবর্দ্ধিত জল-স্রোত যেমন গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া মহাবৃক্ষচয়কে উন্মূলনপূর্ব্বক সাগরবক্ষেঃ নিক্ষেপ করে, মহাবাহু বীরকেশরী এজাক্স্ সেইরূপ সম্মুখীন বিপক্ষগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন।

এদিকে ট্রয়গৌরব হেক্টর্ বাম ভাগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরেন্দ্র কখনও রথারোহণ, কখনও বা পদব্রজে অসি সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন। পারিস্ আকর্ণসন্ধানে বৈদ্যবর মেকেয়নকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলে, তাহা তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধ ভেদ করিল। নেস্টর্ ভীতচিত্তে প্রাণদাতা দেববৈদ্য-কুমারকে নিজ রথে স্থাপন করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন হেক্টর্-সারথি সিব্রিয়োনিস্ চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত কহিলেন,—"বীরেন্দ্র! পরাস্থনিকরকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? ঐ দেখ, শুবকেশরা এজাক্স্ প্রলয়কালের কৃতান্তের ন্যায় রথিবৃন্দের প্রাণসংহার করিতেছেন। চল, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বিপন্নগণকে রক্ষা কর।" সূত এইমাত্র বলিয়া কশাঘাত করিলে, রথ ঘর্ঘরনিস্বনে এজাক্সের সম্মুখীন হইল। বজ্রপাণি গ্রীক্‌বীরের বল হরণ করিলেন। এজাক্স্ কৃত্রিম আতঙ্কে কম্পিত হইয়া ধীরে ধীরে পিছাইতে লাগিলেন। ট্রোজানগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। শস্যক্ষেত্রস্থিত বালকদল-তাড়িত মহাবৃষভ যেমন বিস্তর প্রহারে আহারে বিরত না হইয়া ধীরে ধীরে গমন করে, মহাকায় এজাক্স্‌ও সেইরূপ বিপক্ষগণকে সংহার করিতে করিতে ধীরপদে অপসরণ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গ্রীক্‌যোধ এজাক্স্‌কে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্র আবার নবোৎসাহে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষের অস্ত্র-সম্পাতে তাঁহার বিশাল ঢাল কণ্টকিত হওয়ায় শল্লকী-পৃষ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

এদিকে নেষ্টর্ আহত বৈদ্যরাজ মেকেয়ন্‌কে লইয়া দূরে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন, বীরেন্দ্র একিলিসের তাহা নয়নগোচর হইল। তিনি মেনিটিয়স্-নন্দনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"প্রিয় সখে! যবে গ্রীক্‌গণ আমার মূল্য বুঝিতে পারিবে, সে দিন আগমন করিয়াছে। সেই বলগর্ব্বিত ভূপতি সজলনয়নে আবার আমার উপাসনা করিবেন। তুমি অবিলম্বে নেষ্টর্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোন্ আহত বীরকে শিবিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার বোধ হইল, যেন বন্ধুবর মেকেয়ন্; আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাই নাই, কারণ সেই দ্রুতগামী রথ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।" এই বাক্যে পেট্রোক্লস্ দ্রুতপদে নেষ্টরের শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিজাসন অর্পণ করিলে, তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া কহিলেন,—"অপেক্ষার অবসর নাই। আপনি কোন্ আহত বীরকে শিবিরে আনিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য একিলিস্ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বৈদ্যরাজ মেকেয়ন ভাবিয়া অধীরচিত্তে অবস্থিত; আমাকে সংবাদ লইয়া এখনই যাইতে হইবে; আপনি তাঁহার কোপন স্বভাব অবগত আছেন।" নেষ্টর্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"হায়! তবে কি আবার গ্রীক্‌গণ তাঁহার কৃপাপাত্র হইবে? বীরেন্দ্র আমাদের দুঃখবার্ত্তা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক বর্ণনেও আমার সামর্থ্য নাই। বীর! তাঁহাকে বলিও, একা মেকেয়ন্ কেন, মহারথগণও শিবিরশায়ী। উলেসিস্, ডায়োমেড, এগামেম্‌নন্ ও উরি-

পিলস্ আহত হইয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, একিলিস্ আমাদের বিনাশ দর্শনে বিচলিত না হইয়া পোতদাহের অপেক্ষা করিতেছেন। বার্দ্ধক্য আমার পূর্ব্ব-সামর্থ্য হরণ করিয়াছে। আমি স্বদেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছি। যদি গ্রীকগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, একিলিসেরও কি লজ্জার বিষয় নহে? বৎস। সদুপদেশ দ্বারা তোমার সেই কঠিনহৃদয় বন্ধুর অন্তর আর্দ্র করিয়া মৃতপ্রায় স্বদেশীয়গণের প্রাণরক্ষা কর। যদি একিলিস্ অস্ত্রধারণ করিতে না চাহেন, তুমি তাঁহার বর্ম্ম ও অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মার্মিডায় সেনা সমভিব্যাহারে সমরে আগমন করিলেই যথেষ্ট হইবে। ট্রোজানগণ তোমার বীরমূর্ত্তি দর্শনে কম্পান্বিত কলেবরে নগরে পলায়ন করিবে।"

বৃদ্ধের খেদোক্তিশ্রবণে পেট্রোক্লস্ ব্যথিত হইয়া শিবির-শ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি রক্তাক্তকলেবর উরিপিলস্‌কে অবলোকন করিলেন; তাঁহার শরীরে এক শরফলক প্রোথিত রহিয়াছে। তরুণবীর তদ্দর্শনে কাতর হইয়া কহিলেন,—"হায়! হতভাগ্য গ্রীক্‌সেনাপতিগণ! আপনারা কি এই ভাবে বিদেশে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন! তবে কি হেক্টরের হস্তে নিস্তার নাই?" উরিপিলস্ উত্তর করিলেন,—"আর রক্ষা নাই। গ্রীস্‌গৌরবরবি অস্তপ্রায় হইয়াছেন। মহাবীরগণ সকলেই আহত। এক্ষণে দয়া করিয়া আমাকে শিবিরে লইয়া চল। বৈদ্যপিতা কাইরন্ একিলিস্‌কে যে দিব্যৌষধি অর্পণ করিয়া-

ছিলেন, তাহা তুমি অবগত আছ। এক্ষণে সেই ঔষধ প্রয়োগে আমার যন্ত্রণার উপশম কর। আমাদের দুইজনমাত্র চিকিৎসকের মধ্যে পোডালিরিয়স্ শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও মেকেয়ন্ আহত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অপরের চিকিৎসা আবশ্যক।" পেট্রোক্লস্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"সমুদায়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা; মনুষ্য কি করিবে! আমি পিলিয়ারাজের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া একিলিস্কে কহিতে যাইতেছি।" তরুণ বীর এইমাত্র বলিয়া বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন। কিঙ্করগণ আহত প্রভুকে কোমল শয্যায় শায়িত করিল। করুণার্দ্রযুবা শল্য উন্মোচন পূর্ব্বক ওষধিমূল করতলে নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলেন। মুহূর্ত্তেকে জ্বালা-যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইল

দ্বাদশ কাণ্ড

গ্রীক্‌প্রাকার-সমীপে যুদ্ধ।

বীরবর পেট্রোক্লস্ এইরূপে আহত বন্ধুর শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন, এদিকে উভয় সেনা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রাকার ও পরিখা আর ট্রোজানগণের গতিরোধে সমর্থ হইল না; কারণ গ্রীক্‌দুর্গ দেবতার অভিপ্রেত নহে; গর্ব্বমত্ত গ্রীক্‌গণ নির্ম্মাণকালে দেবার্চ্চনা করে নাই। দেবগণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবরচিত ধ্বংসশীল ভিত্তি কতকাল থাকিতে পারে? ট্রয়যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত সুদৃঢ় গ্রীক্‌দুর্গ সিন্ধুতীরে অবস্থিত ছিল। অনন্তর ইডাগিরি লক্ষ স্রোত প্রবাহিত করিয়া নগর প্লাবিত করিল; দিবাকরের আজ্ঞাক্রমে নদীগণ মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক নয় দিন গ্রীক্‌দুর্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিল। বজ্রপাণির আদেশক্রমে জীমূতনিচয় অবিরলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। জলধিনাথ নেপচুন্ অক্ষয় ত্রিশূল দ্বারা ভিত্তিশিলা উৎপাটন পূর্ব্বক অতল সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অল্প কালে গ্রীক্‌কীর্ত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যুদ্ধের অবসানে এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া ছিল; কিন্তু এখনও গ্রীক্‌দুর্গ অনশ্বরভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহাতে বীরের হুঙ্কার প্রতিধ্বনিত ও নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাজি বজ্র শব্দে আঘাতিত হইতে লাগিল। জয়োদ্ধত ট্রোজান্‌গণ দুর্গ-তোরণ অবরোধ করিলে, ভয়বিহ্বল গ্রীক্‌বৃন্দ যোধ্‌কর্ত্তৃক রুদ্ধ-শক্তি হইয়া পোতপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরেন্দ্র হেক্টর্ বিপক্ষের অস্ত্রসম্পাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সসৈন্যে পরিখা-প্রান্তে উপনীত হইলেন। অশ্বগণ সূচমুখ কাষ্ঠকীলক-পূরিত দুর্লঙ্ঘ্য গভীর খাত অবলোকন করিয়া ভয়ে আর অগ্রসর হইল না, কেবল হ্রেসারব করিতে করিতে ক্ষুরতাড়নে ভূতল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তখন বিজ্ঞ পোলি-ডেমস্ রথিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"বীরগণ! কিরূপে বৃহৎ রথ পার হইবে? অগ্রে গভীর পরিখা, তৎপরে অভেদ্য প্রাচীর। লক্ষ যোধ খাতমধ্যে অরির অস্ত্রে প্রাণ হারাইবে। দেখ, যুদ্ধ করিবার তিলমাত্র স্থান নাই অতএব আমার উপদেশে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হেক্টর্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পদ-ব্রজে দুর্গ আক্রমণ কর যদি ট্রয়্‌শত্রুক্ষয়ে ভগবানের ইচ্ছা হয়, এক দিনেই গ্রীক্‌নাম বিলুপ্ত হইতে পারে।" বীরেন্দ্র হেক্টর্ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন; রথিগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেন। যোধগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল। শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণকে লইয়া পোত দগ্ধ করিবার জন্য প্রথম দলে হেক্টর্, সিব্রিয়নিস্ ও পোলি-ডেমস অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দলের

অধিনায়ক পারিস্, এজিনর্ ও এল্কাথাউস্। তৃতীয় সেনা ডিইফোবস্ হেলিনস্ ও এসিয়স্ পরিচালন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র ইনিয়স্ ও এণ্টিনর-সন্তানগণ চতুর্থ দলের অগ্রণী হইলেন। পঞ্চমদল সার্পিডন্, গ্লকস্ ও এষ্টারোফুস্ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া বীরদর্পে পরিখা অতিক্রম করিতে লাগিল।

সমবেত বীরবৃন্দ এইরূপে পোলিডেমসের ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছেন, কৃতান্ত-প্রেরিত এসিয়স্ একাকী রথে আরোহণ করিয়া অর্দ্ধমুক্ত দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। এরিথাউস্-নন্দন বীরগণাগ্রগণ্য লিয়ণ্টস্ ও পোলিপিটিস্ সমুন্নত শাল-তরুযুগলের ন্যায় অবস্থিত হইয়া তোরণরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। দুর্দ্দান্ত বরাহ যেমন ব্যাধকোলাহলে ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে মহীরুহগণকে বিদীর্ণ করে, তাঁহারাও সেইরূপ দুর্গপ্রবেশোন্মুখ যোধবৃন্দকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তোরণ-সমীপে উভয় সেনার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। গ্রীকগণের পোত-রক্ষার এই শেষচেষ্টা। শীতাগমে তুষার-সম্পাতের ন্যায় অবিরল অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। এসিয়স্ বিতাড়িত হইয়া ক্ষোভে বিধাতাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন,—"অমরগণকে আর কে বিশ্বাস করিবে? পাতকিনিয়ন্তা যোভ্ স্বয়ং প্রতারণা করিতেছেন! আজি যে নিশ্চয়ই ট্রোজানগণের পরাক্রমানলে গ্রীককুল ভস্মীভূত হইত, ইহাতে কাহার সন্দেহ ছিল? কিন্তু, হায়! যেমন দুর্ব্বল ক্ষুদ্রাদল বলবান্ আততায়িগণকে শিলীতাড়নে বিতাড়িত করে, সেইরূপ নির্জ্জিত গ্রীকগণও জয়োদ্ধত ট্রয়বারবৃন্দকে বিত্রাসিত করিয়া দুর্গরক্ষা

করিতেছে। তবে কি কেবল মাত্র দুই মানব অদৃষ্টকে ব্যর্থ-শক্তি করিবে ?" এসিয়সের অনুযোগ বজ্রপাণি অগ্রাহ্য করিলেন; অদ্যতন বীরযশঃ হেক্টরের উপর নির্ভর করিতেছে। গ্রীকগণ দুর্গরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া দলে দলে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনুকূল দেবগণ তাহাদের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত অকুতোভয় ভ্রাতৃযুগল অরিবৃন্দের বিকট তর্জ্জনেও স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য যোধ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইতে লাগিল; নির্ভীক পোলিপিটিস্ ডেমেসস্, অর্মিনস্ ও পিলনকে সংহার করিলেন। মহাবল লেয়ণ্টিয়স্ প্রথমে হিপমেকস্‌কে নিহত করিয়া অকস্মাৎ কাল অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক পলায়মান এণ্টি-ফেটিস্‌কে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এমিনস্, অরিষ্টিস্ ও পরম রূপবান্ মেনন্ রক্তাক্ত দেহে সমরাঙ্গণে নিপতিত হই-লেন। চারিদিকে শবগিরি সমুত্থিত হইল।

এদিকে হেক্টর্ ও পোলিডেমস্ ঘন ঘন সিংহনাদ করিয়া শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ ঘোর দুর্নিমিত্ত অবলোকনে তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সৈন্যগণ স্তিমিত নয়নে জড়বৎ দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধের বিহঙ্গ পক্ষশব্দে নভঃস্থল মুখরিত করিয়া, নখবিদ্ধ ভীমাকৃতি অজগর সহ মধ্যাকাশে আবির্ভূত হইল; ভুজঙ্গ ক্রোধে সুদীর্ঘ বিশাল অঙ্গ কুণ্ডলিত করিয়া খগরাজের গ্রীবায় দংশন করিল। পক্ষীন্দ্র যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে সর্পকে সেনামধ্যে

নিক্ষেপ করিলে, অমঙ্গল-শঙ্কায় ট্রোজান্‌গণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সুবিজ্ঞ পোলিডেমস্ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া হেক্টর্‌কে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! যথার্থ বাক্য বলিয়া আর কতবার আমাকে তোমার কটূক্তি শুনিতে হইবে? আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানুযায়িনী সুমন্ত্রণাই অর্পণ করিয়া থাকি। সন্ধি বিগ্রহকালে এবং মন্ত্রণা-গৃহে সত্য বাক্য বলিবার সকলেরই অধিকার আছে। তুমি আমাদিগের নেতা; তোমারই বলবৃদ্ধির জন্য আমরা সকল সময়ে তোমার আদেশ পালন করি না। অদ্য আমার বাক্যে পোতদাহনাভিলাষ পরিত্যাগ কর। বজ্র-পাণি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্যই এই ভীষণ শকুন প্রেরণ করিয়াছেন। বিহঙ্গরাজ যেমন অধিকৃত সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল, আমরাও সেইরূপ নির্জ্জিত শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইব। অতএব এই নিমিত্তজ্ঞের বাক্যে কর্ণপাত কর। অগ্রে জয়লাভ হইলেও অবশেষে ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত হইবে।" অগ্রজের বাক্যে হেক্টরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; তিনি রক্তনেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন,—"আপনার বাক্যে ঘোরতর পক্ষপাত পরিলক্ষিত হইতেছে; অথবা যদি সরল মনে বলিয়া থাকেন, দেবতা নিশ্চয়ই আপনার জ্ঞান হরণ করিয়াছেন। আপনি কেন জগৎপতির অভিলাষ ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন? আমি পূর্ব্বে ঈশ্বর-প্রেরিত বহু শুভলক্ষণ দর্শন করিয়াছি; এক্ষণে তুচ্ছ পক্ষীর উড্ডয়ন দেখিয়া আপনার প্রলাপে কি সে সকল অগ্রাহ্য করিব? ওহে বিমানবিহারী বিহঙ্গমগণ! তোমরা

সমগ্র গগন-মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ বামে উড্ডীন হইতে থাক ; বীরেন্দ্র হেক্টর্ ভয়লেশ পরিহার পূর্ব্বক বিধাতার ইচ্ছা সম্পাদন করিবে। বীরব্যক্তি শকুনের অপেক্ষা রাখে না। সকল ট্রোজান্ই দেশশত্রু-দমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। যদি রথিগণ শত্রুপোত দগ্ধ করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন, আপনি পলায়ন দ্বারা ও পাপ জীবন রক্ষা করিবেন ; কিন্তু যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধে এক দিনেই ট্রয়দেশ বিধ্বংসিত হয়, আপনি পরিত্রাণ পাইবেন না। যদি আপনার কাপুরুষোচিত বাক্যে যোধবৃন্দের অন্তরে তিলমাত্র ভয় প্রবেশ করে, তবে আমার এই করাল ভল্ল আপনার জীবনলীলার অবসান করিয়া, দেশশলা উন্মোচিত করিবে।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া দুর্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ অসংখ্য শমনের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ইডাশৃঙ্গ হইতে যোভ্দেব প্রভঞ্জন প্রেরণ পূর্ব্বক, পোতসমূহকে রজোজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া গ্রীকগণের হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ করিলেন। ট্রয়সেনা বিপুল বিক্রমে প্রাকার বেষ্টন করিয়া শিলাচয় উৎপাটনপূর্ব্বক সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভয়বিহ্বল গ্রীকদল প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া বর্ষার বারিধারার ন্যায় শর-বৃষ্টি করিতে লাগিল ; তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রনিচয়ে দুর্গ আলোকিত হইয়া উঠিল। নির্ভীক এজাক্স্, সহোদর টিউসারের সহিত নিরুৎসাহ যোধবৃন্দকে উৎসাহিত করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দেবপ্রতিম হেক্টর্ সসৈন্যে বহুল প্রয়াসে তোরণ ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে যোভ্নন্দন নরোত্তম সার্পিডন্

দীপ্ত বর্ম্মে আপন পরিচয় ঘোষণা করিয়া ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন; অনন্তর তিনি সমুন্নত বিশাল প্রাচীর মুহুর্মুহুঃ অবলোকন করিয়া সখাকে কহিলেন,—"গ্লকস্! আমাদের জ্যান্থস্স্রোতবিধৌত বহুসৌধসুশোভিত পশুপালসমাকীর্ণ প্রফুল্লজনগণাধিষ্ঠিত সুরম্য রাজ্য কি গর্ব্বযোগ্য? সখে! যদি বীরোচিত কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলাম, তবে এ সম্ভ্রম কেন, কেনই বা সর্ব্বত্র দেবতুল্য পূজিত হইতেছি? যখন সকলেই একবাক্যে আমাদিগকে মহাবীর বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন শৌর্য্য-প্রদর্শন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বন্ধো! ভীরু বা সাহসিক কেহই মৃত্যুর করাল কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে না; সেই জন্য সুনির্ম্মল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় সমরাভিলাষী হইয়াছি এবং তোমাকেও উত্তেজিত করিতেছি। বার্দ্ধক্য, ঘোর ব্যাধি ও বিশ্বব্যাপী বিকট মরণ দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে; অতএব এস, এই নশ্বর দেহ পরিহারে পূর্ব্বে স্বদেশের ঋণ পরিশোধ করি, অথবা বিজয়লাভ করিয়া যশস্বী হই।" ভূপতির প্ররোচনায় গ্লকসের নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে পশ্চাতে প্রবল সৈন্য-স্রোত লইয়া শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরেন্দ্র মেনিস্থস্ প্রাকার-চূড় হইতে মহারথদ্বয়কে অবলোকন করিয়া থোউসকে কহিলেন, "তুমি অবিলম্বে নরশার্দ্দূল এজাক্সকে আহ্বান করিয়া আন। অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লিসীয় ভূপতিদ্বয় কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতেছেন। যদি তিনি আসিতে না পারেন, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ

টিউসার্ যেন আগমন করিয়া শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন।” দূত এজাক্স্‌কে মেনিস্থ্যুসের বাক্য নিবেদন করিলে, বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ লিকোমিডি ও অইলুসের উপর দুর্গরক্ষাভার সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহোদর টিউসার্‌ও তুল্যবেগে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন; বলবান পেণ্ডিয়ন তাঁহার দুর্ব্বহ কার্ম্মুক বহন করিয়া চলিল।

লিসীয়গণ প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে প্রাকারোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। ভয়বিহ্বল গ্রীসীয়গণ প্রাণপণে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল জেতার জয়-ধ্বনি ও আহতের আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন বীরেন্দ্র এজাক্স্ এক প্রকাণ্ড পাষাণ-খণ্ড উত্তোলন করিয়া এপিক্লিসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যেমন সুদক্ষ সন্তরক উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া অধোমুখে বারিধিতে নিপতিত হয়, তিনিও সেইরূপ প্রাকার হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন নির্ভীক গ্লকস্ যেমন দুর্গমধ্যে অবতরণ করিবেন, টিউসার্ সুতীক্ষ্ণ শরে তাঁহার হস্ত বিদ্ধ করিলেন। পাছে নেতার আঘাত শ্রবণে সৈন্যগণ বিচলিত হয়, এই ভয়ে তিনি ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া এক লম্ফে প্রাকার হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

আহত গ্লকস সমর পরিহার পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, নরোত্তম সার্পিডনের নয়ন-গোচর হইল। দিবেশ্বর-নন্দন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ ও ভল্লাঘাতে মহাবল অল্কপিয়নকে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর লিসিয়াপতি সমুদয় সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া প্রাকার ভগ্ন করিলে,

সৈন্যগণ প্রবাহের ন্যায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধর টিউসার্ সুতীক্ষ্ণ শর ও মহাবল এজাক্স্ প্রজ্বলিত কৃষাণুকল্প শূল নিক্ষেপ করিলেন। উভয় অস্ত্রই নৃপতির তনুত্রাণে নিপতিত হইল. কিন্তু যোভ্‌দেব নন্দনের প্রাণরক্ষার জন্য অলক্ষিতে তথায় উপস্থিত ছিলেন। আহত নরপতি সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে করিতে অগত্যা পশ্চাৎপদ হইলেন।

আবার নবীন বিক্রমে গ্রীসীয় ও লিসীয়গণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই তুল্যবলে বলীয়ান। গ্রীক্‌গণ অচলের ন্যায় অবস্থিত হইয়া দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত। লিসীয়সেনা দুর্গে প্রবেশ, বা গ্রীক্‌গণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল না। যেমন সমবলী বিবদমান কৃষকদ্বয় সংলগ্ন ক্ষেত্রসীমায় অবস্থিত হইয়া বাহুযুদ্ধ করে, কেহই পরাঙ্মুখ হয় না, সেইরূপ উভয় বাহিনীর সংগ্রাম হইতে লাগিল। এইবার বীরেন্দ্র হেক্টর্ সিংহনাদে শত্রুদুর্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া সসৈন্যে ঝঞ্ঝার ন্যায় মহাবেগে আগমন ও উচ্চৈঃস্বরে যোধবৃন্দকে পোত দাহনে আদেশ করিলেন। অতিবল তুরবীর আধুনিক দুই ব্যক্তির দুর্বহ প্রকাণ্ড পাষাণ অবহেলে উত্তোলিত করিয়া তোরণে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মহাশব্দে দ্বারকাষ্ঠ বিচূর্ণিত হইল। ট্রোজানগণ প্রবল প্লাবনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে অবাধে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে গ্রীক্‌সেনা পলায়ন দ্বারা জীবনরক্ষায় তৎপর হইল। লক্ষ লক্ষ যোধ প্রাণ-বিসর্জ্জন দিল; এবং সিংহনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল

ত্রয়োদশ কাণ্ড

চতুর্থ যুদ্ধ ও ইডোমিনুসের শৌর্য্য।

বজ্রপাণি মহারথ হেক্টরকে অমিত পরাক্রম প্রদান করিয়া, ও দেবগণকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, রণস্থল হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিলেন। জলধিনাথ নেপচুন্ সিন্ধু-কূলস্থিত উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রীক্‌গণের বিনাশ অবলোকন করিলেন, ও যোভের অবিচার স্মরণে বাথিত হইয়া, তিন পদক্ষেপে বিবিধ জনপদ অতিক্রম করত, চতুর্থ পদে ইজিতে উপনীত হইলেন। ইজীয় উপসাগরে তাঁহার অক্ষয় প্রাসাদ বিরাজিত। ক্রোধান্ধ দেব তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বর্ণকেশর-শোভিত দিব্যাশ্বগণকে ভাস্বর রথে সংযুক্ত করিয়া, হীরকখচিত হেমময় তনুত্রাণ পরিধান করিলেন। রথ সলিলোপরি মহাবেগে ধাবিত হইল। মহাকায় নক্রগণ মহোল্লাসে ভাসমান হইয়া অধিপের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বারিনিধি সসম্ভ্রমে সমতল হইয়া প্রভুকে বক্ষে ধারণ করত স্তোত্রগান আরম্ভ করিল; তরঙ্গকুল তুরঙ্গের পথ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে অপসরণ করিতে লাগিল; এবং ভীত সলিল চক্রচয়কে সিক্ত করিতে সাহসী হইল না। সিন্ধুনাথ সমুদ্রকূলে অবতরণ ও অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া, যথায় ট্রয়-সেনা সিংহনাদে গগন বিদীর্ণ ও পদক্ষেপে পৃথ্বী প্রকম্পিত করিয়া প্রবল প্রভঞ্জন বা ধরামগ্নকারী প্লাবনের ন্যায় হেক্টরের সহিত ধাবিত হইতেছে, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পুরোহিত স্থবির ক্যালকসের ন্যায় মূর্ত্তি পরিগত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, —"হে বীরপুত্রগণ! তোমরা পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভয় পরিত্যাগ কর। যুদ্ধ করিলে আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব এই শত্রুভূমিতে পলায়নে পরিত্রাণ নাই। এখনও আশা আছে; কিন্তু শত্রুগণ যদি এই স্থানও অধিকার করে, তাহা হইলে আর কাহারও নিস্তার নাই। কোন করুণার্দ্র অমর গ্রীকের দুঃখে কাতর হইয়া সহায়তা করিতে পারেন। বিজয়-লক্ষ্মী পুনর্ব্বার গ্রীক-মধ্যে বিরাজ করিবেন। অতএব আশ্বস্ত হও।" করুণার্দ্র সিন্ধুনাথ এই মাত্র বলিয়া করধৃত হেমময় দণ্ডদ্বারা যোধবৃন্দকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন; অমিতবিক্রম সুরস্পর্শনে সহসা সকলের বলাধান হইল। অনন্তর বারিধিনাথ শ্যেনবেগে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইলেন।

নররূপধারী অমরকে প্রথমে চিনিতে পারিয়া, অইলুস্‌নন্দন টেলামনপুত্রকে কহিলেন—"মিত্র! কোন অনুকূল অমর গ্রীকগণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছেন। ইনি মনীষী ক্যালকস্ নহেন; বৃদ্ধবর গমন করিলে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাঁর মনুষ্য-দুর্লভ দীপ্ত অবয়বদর্শনে

আমি অমর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি ; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে অদ্ভুত স্বর্গীয় তেজে আমার শরীর পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমি যেন অম্বরমাঝে ভাসিতেছি।” টেলামন্-নন্দন এজাক্স্ উত্তর করিলেন,—“বীর ! তুল্য পরাক্রমে আমিও মত্ত হইয়াছি ; যেন, এ সময়ে নব আত্মা লাভ করিলাম। দেখ, এই তেজস্বী বাহু অকারণ বর্শা প্রকম্পিত করিতেছে এবং রক্তস্রোত ধমনীতে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণে আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, একাকী শত্রু-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্জ্জয় হেক্টরকে সংহার করি।” যোধবৃন্দ বারিধিনাথের তেজে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে ছদ্মবেশী নেপচুনদেব পোতমধ্যে লুক্কায়িত ভয়কাম্পিত গ্রীকগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—“গ্রীকনামে ধিক্ ! হায় ! আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদিগকে অমর-কৃপায় বিজয়ী নিরীক্ষণ করিব। এক্ষণে সে আশা বৃথা, তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে ; সেই যশোরবি কলঙ্কের ঘনে আবৃত হইল ! বিধাতঃ ! অদ্য আমার নয়নদ্বয় কি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অশ্রুত ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিল ! সিংহকুলে জন্মলাভ করিয়া, তুচ্ছ ট্রোজান্-জম্বুকের ভয়ে আমাদিগকে লক্ষ পোত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইবে ? হায় ! যেন এরূপ কাপুরুষগণ রণস্থলে আর অস্ত্রধারণ না করে। ইহারা পলায়ন-দক্ষ চকিত কুরঙ্গকুলের ন্যায় শ্বাপদের উদরপূরণের জন্যই প্রসূত হইয়াছে। তবে কি, যাহারা গ্রীকনাম শ্রবণে প্রকম্পিত

হইত, তাহারই শিবির লুণ্ঠন ও পোত দগ্ধ করিবে? এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ইহা কি সেনানীর অপরাধে, না সৈন্য-গণের ভীরুতায়? নির্ব্বোধগণ! নেতার পাতকে কি তোমরা কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পলকে প্রাণবিসর্জ্জন দিবে? বীরবর একিলিস্ অপর কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও লজ্জা তোমাদের উপর। সেনাপতি যদি ক্রোধ বা লোভের বশে কোন অপ-কার্য্য করে, তোমরা কি তাহাতে সম্মতি অর্পণ করিবে? মনুষ্যোচিত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেশগৌরব রক্ষা কর; বীরের হৃদয়ে ভয়লেশ থাকিতে পারে না। যাহার লজ্জাভয় নাই, আমি সেই নীচাশয়কে তিরস্কার করিতেছি না। তোমরা দেশের গর্ব্ব ও খ্যাতির বরপুত্র; তোমাদের অপযশে আমার অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। কেবলমাত্র পরাজিত হইয়াছ, এমন ভাবিও না, এখনও যে কত দুর্গতি অবশিষ্ট আছে, কে বলিতে পারে? যোদ্ধৃচয়! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যশোময় বা অপযশোময় মরণের কোনটী তোমাদের প্রার্থনীয়। কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে; ঐ শুন, শত্রুগণ বর্ম্মঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রত্যাঘাত করিয়া বজ্রশব্দে দ্বার ভঙ্গ করিতেছে। ঐ দেখ, কৃতান্তপ্রতিম হেক্টর গর্জ্জন করিতে করিতে দাবানলের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে; অতএব যুদ্ধ বা প্রাণত্যাগ কর।"

অনরের এবংবিধ উত্তেজনা বাক্যে ভগ্নহৃদয় গ্রীকগণ আশ্বস্ত হইল। বীরেন্দ্র এজাক্স্ সহোদরের সহিত অদ্ভুত চক্র-ব্যূহ-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে হেক্টরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময় লৌহবর্ম্মে ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন

এবং বর্ম্মে বর্ম্মে ও ঢালে ঢালে সংযোজিত হইল। কঠোর শব্দে শিরস্ত্রাণে শিরস্ত্রাণের প্রতিঘাত হইতে লাগিল। যোধ-বৃন্দের বিঘূর্ণিত ভল্লরাজি আকাশে অসংখ্য ছটা বিস্তার করিল। শোণিততৃষিতা কৃতান্ত-ভগ্নীর ন্যায় সেই ভীমা অনীকিনী অবস্থিতা হইলে, হেক্টর্ সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু শৈলশৃঙ্গ হইতে স্খলিত প্রস্তরস্তূপ যেমন মহাবেগে ও মহাশব্দে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধগতিতে মহীরুহগণকে বিমথন পূর্ব্বক ভূমিতল প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়, তিনিও সেইরূপ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ট্রয়বীর শত্রুপক্ষের পরাক্রম অবগত হইয়া আক্রান্ত ভয়চকিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ডিইফোবস্ সর্ব্বাগ্রে অরিব্যূহপানে ধাবমান হইলেন; কিন্তু বীরেন্দ্র মেরিয়নের বর্শাসন্ধানে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। টিউসার অব্যর্থ শরাঘাতে বহু তুরঙ্গাধিকারী ইম্ব্রিয়স্‌কে সংহার করিলেন। হেক্টর্ ধনুর্দ্ধর টিউসারের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিলে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নেপ্‌চুন-নন্দন ক্টিটসের পুত্র এম্ফিমেকসের হৃদয়ে নিহিত হইল। ভূপতিত ইম্ব্রিয়স্‌কে আক্রমণ করিয়া জ্যেষ্ঠ এজাক্স্ তাহার হস্ত ও কনিষ্ঠ এজাক্স্ মস্তক ছেদন করিলেন; রক্তাক্ত মুণ্ড জড়পিণ্ডের ন্যায় আবর্ত্তন করিতে করিতে হেক্টরের পদ স্পর্শ করিল।

পরাক্রমী সিন্ধুনাথ পৌত্রের নিধনে শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় ও ক্রোধে লোহিতনয়ন হইয়া গ্রীকৃগণকে ট্রোজান্ সংহারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অসীম পরাক্রম প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি থোয়াসের আকৃতিতে বাত্যাবেগে পোতপানে ধাবিত হইয়া

আহত সৈন্যের শুশ্রূষায় নিযুক্ত মহারথ ইডোমেনকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন,—"গ্রীক্দর্পে ট্রয়রাজ্য বিধ্বংসিত হইবে, সেই শূন্যগর্ভ অহঙ্কার কোথায় রহিল?" ক্রিটপতি উত্তর করিলেন,—"গ্রীকগণ কলঙ্ক-ভাজন নহে; যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের বিপণি ও প্রহরণ তাহাদের পণ্য। অসমসাহসিক শ্রমদক্ষ গ্রীকগণ ভয় বা আলস্য নিবন্ধন পরাঙ্মুখ হয় নাই; ইহা বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সেই জন্যই ভীষণ অদৃষ্ট দূরদেশে আমাদের ধ্বংসাভিলাষ করিয়াছে। বীরেন্দ্র! তুমি শত্রুর সম্মুখীন ছিলে; এক্ষণে সুমন্ত্রণাদান দ্বারা সকলকে উৎসাহিত কর, কিংবা পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত হও।" ভূকম্পনকারী ছদ্মবেশী অমর উত্তর করিলেন, "এ দুর্দ্দিনে যে কাপুরুষ লাজলজ্জা পরিহার পূর্ব্বক পোতমধ্যে অবস্থান করিবে, তাহার পাপ নয়ন আর জন্মভূমি নিরীক্ষণ করিতে পাইবে না; তাহাকে এই স্থানে গৃধ্রকুলের ভক্ষ্য হইতে হইবে। আমরা উভয়েই সমকক্ষ যোদ্ধা, অতএব এস, পরস্পরের সাহায্যে ট্রোজানগণকে বিতাড়িত করিব। শত্রুপক্ষ আমাদের উভয়েরই শৌর্য্য উত্তম রূপে বিদিত আছে।" জলধিনাথ এই মাত্র বলিয়া দ্রুতপদে সমরস্থলে গমন করিলেন; মহারথ ইডোমেনও শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শূলদ্বয় গ্রহণ করিয়া ও দীপ্তবর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার অনুগমন করিলেন। যাত্রাকালে তিনি মেরিয়নকে শিবির-সন্নিকটে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"গুণাকর! তুমি মহাবল ও সমরসুনিপুণ হইয়া, কি কারণে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে? তুমি কি কোন সমাচার আনিয়াছ, অথবা আহত

হইয়াছ ?" মেরিয়ন্ উত্তর করিলেন,—"রাজন্! দুঃখের কথা কি বলিব! আমার হস্তে ভগ্নমুখ ভল্ল অবলোকন করুন; অবশিষ্ট অরাতির ঢালে নিহিত রহিয়াছে।" ক্রিটরাজ কহিলেন, "সখে! আমার শিবিরে প্রবেশ করিয়া মনোমত আবশ্যক অস্ত্র গ্রহণ কর। শত্রুগণের অসংখ্য বর্ম্ম আমার শিবির প্রাকার আলোকিত করিয়াছে, দেখিলে তোমার মানস বিমোহিত হইবে। আমি দূর হইতে শরাঘাত বা অতর্কিত ভাবে কাহাকেও আক্রমণ করি না। আমি সমকক্ষ যোদ্ধাকে বিনাশ করিয়া তাহারই দ্রব্য হরণ করি; সেই জন্য ঐ সকল অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বীর! শিবিরে প্রবেশ করিলেই পর্ব্বতপ্রমাণ ভল্ল, শূল, হেমময় ঢাল প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ দেখিতে পাইবে।" মেরিয়ন্ সদর্পে উত্তর করিলেন, "আমিও অনেক শত্রু-দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; সেই সকল আমার পোতমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। আমি সেনার অগ্রে নির্ভয়ে অবস্থান করিয়া থাকি; অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ব্যক্তি মেরিয়নসের পরাক্রম অবগত নহে?" ইডোমিনুস্ কহিলেন,—"রণস্থল নিয়ত তোমার বাহুবল ঘোষণা করিতেছে। তুমি মহারথ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তোমার অঙ্গে যে সকল অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন বিদ্যমান, তাহা কলঙ্কের নহে, বীরকীর্ত্তিই ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু বালকের ন্যায় কথোপকথনের সময় নাই। আমার শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্ররাজি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাধিকারিগণকে প্রত্যর্পণ কর।" মেরিয়নিয়স্ অবিলম্বে অস্ত্র আনয়ন পূর্ব্বক, সমরোদ্যত রণেশ্বরের অনুগামী মূর্ত্তিমান্ ভয়ের

ন্যায় ভূপতির পশ্চাতে চলিলেন। ক্রিট্‌সেনানীদ্বয়ের বর্ম্ম-জ্যোতিঃ দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া শত্রুগণ বিচলিত হইল।

নরেন্দ্র ইডোমিনুস্ বিপুল বিক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চাভিলাষী কিশোর বীর ওথ্রিয়োনুস্ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল; তিনি ভল্লাঘাতে নিমেষ-মধ্যে তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে এসিয়স্ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; ভূপতি নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। নিহত শত্রুর অশ্বরথ নেষ্টর-নন্দন এণ্টিলোকসের হস্তগত হইল। তদ্দর্শনে রাজ-কুমার ডিইফোবস্ বিষণ্ণ হইয়া ক্রিট্‌পতির প্রতি ভীষণ প্রাস নিক্ষেপ করিলেন; রণপণ্ডিত নরপতি আনত হইয়া তাহা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু সেই অমোঘ শায়ক সেনাপতি হিপ্‌সেনরের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল।

মহারথ ইডোমেন শোণিতলোলুপ হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রতি-যোদ্ধার অন্বেষণ করিতে করিতে এঙ্কিসিস্-জামাতা এল্কাথাউস্‌কে দেখিতে পাইলেন। সিন্ধুনাথ কর্ত্তৃক হৃতবল সেই মহাবীর নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত হইলে, ক্রিট্‌রাজ শূলতাড়নে তাঁহার বক্ষঃ বিদ্ধ করিলেন। রাজকুমার ডিইফোবস্ এই দারুণ দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া ইনিয়সের সকাশে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, —"অরিত্রাস! অবিলম্বে আগমন করিয়া নিহত ভগ্নীপতির কায়া রক্ষা কর। দুরাত্মা ইডোমিনুস্‌ই সমুদায় অনর্থের মূল; অতএব তাহাকে উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।" এই নিদারুণ সমাচার শ্রবণে বীরেন্দ্র ইনিয়স্ শোকে অধীর

হইয়া ক্রিট্‌নাথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনিও কৃষক-দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত বরাহের ন্যায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমীপবর্ত্তী বীরগণকে সহায়তা করিতে কহিলেন। ইনিয়সের সাহায্যেও অনেক বীর উপনীত হইলেন। পতিত এল্কাথাউসের শরীর বেষ্টন করিয়া উভয়পক্ষীয় শূরগণের লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর বীরেন্দ্র ইডোমিনিয়ুস্ শত্রুপক্ষকে বলবান্ দেখিয়া ধীরে ধীরে অপসরণ করিলেন।

ডিইফোবস্ ক্রিট্‌রাজকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মার্স্-নন্দন এস্কালাফসের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তরুণ বীর রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হইলেন। এক্ষণে হতবীরের মৃত দেহ লইয়া ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। প্রায়াম্-নন্দন ডিইফোবস্ হত শত্রুর শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া লইলেন। বীরেন্দ্র মেরিয়নিস্ তাঁহার হস্তে বর্শাঘাত করিলে, শিরস্ত্রাণ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পলিটিস্ আহত ভ্রাতাকে রথোপরি স্থাপিত করিয়া ট্রয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আবার সংগ্রাম নবীভূত হইয়া উঠিল; সিংহনাদে অম্বর বিদীর্ণ ও অস্ত্রসম্পাতে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। ইনিয়স্ এফেরুস্‌কে ও এণ্টিলোকস্ পলায়নপর থুন্‌কে বিনাশ করিলেন। এসিয়স্-নন্দন এডামস্ এনটিলোকসের প্রতি নারাচ নিক্ষেপ করিলে সিন্ধুনাথ অলক্ষিতে তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মেরিয়ন্ ভল্লাঘাতে এডামসের প্রাণ সংহার করিলেন। থ্রেস্‌রাজ হেলিনস্ করাল কৃপাণ বিঘূর্ণিত করিয়া ডিইপিরস্‌কে নিহত করিলেন। স্পার্টা-

নাথ মেনিলস্ নিহন্তার প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিলে, তাহা তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি বিদ্ধ করিল। তখন সদাশয় এজিনর্ আহত বীরকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিসাণ্ডার কালপ্রেরিত হইয়া মেনিলস্কে আক্রমণ করিলেন। স্পার্টারাজ কৃপাণাঘাতে তাঁহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, শবদেহে পদাঘাতপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"পাপাধম ট্রোজানগণ! তোরা এই ভাবে বিনষ্ট হইবি। ইতিপূর্ব্বে তোরা রমণী-হরণরূপ মহাযশস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছিস্! এইরূপ বীরকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাক্; যোভ্ কি করিতে পারেন? তাঁহাকে আবার ভয় কি? বিশ্বাস-ঘাতন, পররমণী-হরণ ও নরহিংসা প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধে সমৃদ্ধ ট্রয়রাজ্য অচিরাৎ বিধ্বংসিত হইবে হে অচিন্ত্য করুণাময় ঈশ্বর! আপনি নিরন্তর ধর্ম্মবিচার করিতেছেন, তবে কেন অধার্ম্মিকের প্রতি আপনার করুণা? দুষ্ট ট্রয়বাসিগণ মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া নরহিংসা-পাপে আনন্দ উপভোগ করিতেছে।" স্পার্টারাজ এই মাত্র বলিয়া শত্রু-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিলিমিনিস্-নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন; এবং বীরেন্দ্র মেরিয়ন হার্মিলিয়নকে পলায়নপর দেখিয়া শরাঘাতে সংহার করিলেন। এই নিদারুণ দৃশ্যদর্শনে পারিস্ দয়া ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আকর্ণসন্ধানে শর নিক্ষেপ করিলে, তাহা উচিনরকে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিল।

এদিকে বাম পার্শ্বে হেক্টর্ বিপক্ষচমূর সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। একযুগ-যুক্ত মহাকায় বৃষভযুগলের

ন্যায় পরস্পর পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া এজাক্স্দ্বয় প্রাণপণে তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ট্রোজানগণ গ্রীক্‌সেনার বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বিজ্ঞবর পোলিডেমস্ হেক্টরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বীরেন্দ্র! এ স্থলে তোমার সম্যক্ প্রভুত্ব থাকিলেও, বন্ধুর বাক্যে রুষ্ট হইও না। তুমি নিরন্তর সমরবিজয়ী; মানব ও অমরগণের মধ্যে তোমার বীর্য্যগরিমা ঘোষিত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজ্ঞাবলে বলবান্ ও মহারথে কত অন্তর। বিজ্ঞতালাভ অল্প জনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; তাঁহারাই প্রজ্ঞাবলে রাজ্য ও জনপদ রক্ষা করেন। বীর! যদি বিধাতা আমাকে সেই গুণ অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে যাহা বলি তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া শ্রবণ কর। আমার মতে অদ্য যুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক সেনাপতিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিংকর্ত্তব্যতা নিদ্ধারণ করাই উচিত। এক্ষণে কি করা যুক্তিসঙ্গত, শত্রুপোতদাহন, না অদ্যতন জয়লাভে পরিতুষ্ট হইয়া পুরপ্রবেশ? গ্রীক্‌গণ এখনও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই; তাহারা নিশার সুযোগে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে পারে। এখনও সে অমরী-নন্দন কৃতান্তসঙ্কাশ একিলিস্ অক্লান্তভাবে অদূরে স্বশিবিরে অবস্থান করিতেছে।"

বিজ্ঞের বাক্য শ্রবণে হেক্টর্ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং বিপক্ষগণের পলায়ন নিবারণার্থে তাঁহাকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে কহিয়া, স্বয়ং সেনামধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক ডিইফোবস্, হেলিনস্ ও সপুত্র

এসিয়স্ প্রভৃতি স্বপক্ষীয় যোধগণের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বীরেন্দ্র বামভাগে সেনামধ্যে পারিস্‌কে অবলোকন করিয়া, কর্কশ বাক্যে কহিলেন,—"হতভাগ্য পারিস্! হায়! ডিইফোবস্, দেবসম পিতা ও তাঁহার অমিতবিক্রম পুত্র কোথায়? দৈবজ্ঞ হেলিনস্ ও শমনসমান ওথিওনস্ বা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? দেবতার ক্রোধানলে তোমার আসন্নকাল উপস্থিত; সমৃদ্ধ বিশাল ট্রয় অচিরাৎ বিধ্বংসিত হইবে। এক্ষণে পাপের উপযুক্ত ফল লাভ কর। বিপক্ষের ক্রোধানল সকলকেই গ্রাস করিবে।" পারিস্ কহিল,—"আর্য্য! আমার অপরাধ কি? আপনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অলস নহি, তথাপি আপনি আমাকে নিরন্তর ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। আপনি দুর্গমধ্যে যুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া, আমি এইস্থানে শরবর্ষণে শত্রুবিনাশ করিতেছি। আপনি যাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই নিহত। কেবল ডিইফোবস্ ও হেলিনস্ অরিশস্ত্রে অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবিত রহিয়াছেন। আপনি নিশ্চিন্তভাবে প্রস্থান করুন; আমার এই ভুজদ্বয় শত্রুশবে রণস্থল পরিপূর্ণ করিয়া, আপনার অভিলাষ সম্পাদন করিবে। কিন্তু দেবতার কৃপা ব্যতিরেকে আমার সাধ্য কি যে বিজয়লাভ করি।" অনন্তর উভয়ে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। ট্রোজান্ ও গ্রীক্‌গণ পুনর্ব্বার সিংহনাদ সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইল। রথীন্দ্র হেক্টর, মানবসংহারে প্রবৃত্ত রণেশের ন্যায় বিপক্ষ বীরগণকে বিত্রাসিত ও বিদলিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল

এজাক্স্ অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"রাজকুমার! গর্ব্ব করিও না। আমরা তোমার ভয়ে ভীত নহি; বিধাতার প্রতিকূলতা-নিবন্ধন আমরা কাতর হইয়াছি। দেবকোপে গ্রীক্‌গণ অদ্য পরাজিত হইয়াছে। তুমি পোত দগ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছ; কিন্তু অগ্রে দেবনির্ম্মিত ট্রয়্ প্রাকার আমাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত অবলোকন কর। এমন দিন আসিবে, তোমাকে ভয়বিদ্রুত বন্ধুগণের পদোত্থিত রজোজালে লজ্জা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতে হইবে।" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিলে, পক্ষনিস্বনে অম্বর মুখরিত করিয়া গৃধ্ররাজ আবির্ভূত হইল। গ্রীক্‌গণ এই শুভ-লক্ষণে যোভ্‌কে প্রসন্ন জানিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। শত্রু-পক্ষের গগনভেদী আনন্দধ্বনি নিবৃত্ত হইলে, হেক্টর্ কহিলেন,—"মূর্খ! ভয়প্রদর্শন বিফল; অচিরাৎ তোমার অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইবে। হেক্টর্ দেবতার অনুগ্রহে অনশ্বরের আয়ুঃ লাভ করিবে। মুহূর্ত্তমধ্যেই গ্রীক্‌নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। গৃধ্রগণ তোমার ও প্রকাণ্ড দেহ প্রাপ্ত হইয়া মেদমাংসে পরিতৃপ্ত হইবে।"

বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সৈন্যগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল। গ্রীক্‌গণও উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল; সেই ভীষণ শব্দে গগন বিদীর্ণ ও ত্রিদিবালয়ে দেবেন্দ্রের সিংহাসন প্রকম্পিত হইল।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড

জুনোর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ।

আহারবিহারে নেষ্টরের চিন্তার উপশম হইল না; তিনি কর্ণভেদী সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া চকিতচিত্তে আহত বন্ধুকে কহিলেন,—"মেকেয়ন্! সিংহনাদ শুনিতেছি কেন? আবার কি কোন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল? ঐ শুন, সেই ভীষণ শব্দ ক্রমশঃ পোতশ্রেণীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তুমি হেথায় বিশ্রাম কর; আমি ঘটনা জানিয়া আসিতেছি।" বৃদ্ধ এইমাত্র বলিয়া নিজ পুত্র থ্রাসিমিডিসের ঢাল ও বর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে শিবির পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে নিদারুণ সমরদৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। শত্রুগণের পরাক্রমে ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। প্রবীণবর বিষণ্ণচিত্তে বর্ম্মের ঝঙ্কার ও উড্ডীন অস্ত্ররাজির গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সম্রাটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ দ্রুতপদে গমন করিতেছেন, আহত সেনানীত্রয় তাঁহাকে অবলোকন করিলেন; মহাত্মা এগামেমনন, ধর্ম্মমতি উলেসিস্ ও

মহাযশা ডায়োমেড্ সংবাদ জানিবার জন্য শূলদণ্ডে নির্ভর করিয়া সমরাভিমুখে আসিতেছিলেন। বৃদ্ধকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া সম্রাট্ সবিস্ময়ে কহিলেন,--"হে গ্রীস্‌গৌরব! আপনি কি কারণে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন? তবে কি হেক্টরের সেই সগর্ব্ব বাক্য পূর্ণ হইবে; পোতকুল অনলে ভস্মীভূত ও যোধবৃন্দ সমূলে বিনষ্ট হইবে? আর্য্য! জিজ্ঞাসা করি, সমুদায় বীরই কি আপনার ন্যায় সম্রাটের উপর রুষ্ট হইয়া সমর পরিত্যাগ করিতেছেন? হায়! এই হতভাগ্য কি সমুদায় বন্ধুবর্গকে একিলিসের ন্যায় পরম শত্রু অবলোকন করিবার জন্য জীবিত রহিয়াছে!" নেষ্টর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উত্তর করিলেন,--"রাজন্! ইহা ভাগ্যদেবীর ইচ্ছা, প্রতিকূল কাল তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। অতীতের উপর বিশ্বপতি যোভ্‌দেবেরও ক্ষমতা নাই। অদ্য আমাদের পরিত্রাণোপায় প্রাকার ভূতলে বিলুণ্ঠিত! ট্রয়সেনা পোত দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে; মুমূর্ষু গ্রীকের খেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিতেছে। বীরত্ব প্রদর্শনে আর কোন ফলোদয় নাই, এখন কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমরা আঘাতনিবন্ধন এরূপ ব্যথা হইয়াছি, যে রণদেব মার্স্ উৎসাহিত করিলেও আমরা আর অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না।" মহীপতি কহিলেন,—"সমুদায়ই বিধাতার ইচ্ছা। যোভ্‌দেব গ্রীকগণের প্রতি বিমুখ হইয়া আমাদের বিনাশের জন্য ট্রয়-পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছেন। এক্ষণে পোতসমূহ জলে ভাসমান থাকুক; যদি শত্রুগণ রণে ক্ষমা দিয়া গমন করে, নিশার সুযোগে পলায়ন করা যাইবে। যে বিপদ্ আমরা সহজেই অতিক্রম করিতে পারি,

তাহাতে বিনষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" নরবর এই পর্য্যন্ত বলিয়া অধোমুখে অবস্থিত হইলেন।

অনন্তর উলেসিস্ ক্রোধ প্রজ্বলিত নয়নে উত্তর করিলেন,—"হায়! কি লজ্জার কথা! এই কি রাজেন্দ্রের উপযুক্ত বাক্য হইল! আপনার প্রভুত্ব বীরবৃন্দের নিকট অবজ্ঞাত। আমরা রণস্থলে যৌবন অতীত করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও বীরকার্য্য পরিত্যাগ করি নাই। আপনি এইরূপে ট্রয় হইতে পলাইতে অভিলাষ করিতেছেন, তবে কি আমাদের শোণিতপাত বৃথা হইল? আপনি যদি ভয়নিবন্ধন পুনর্ব্বার এ প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন, তবে মৃদুস্বরে বলিবেন, যেন গ্রীকগণ শুনিতে না পায়; কারণ, এই ভূমণ্ডলে এমন নীচাশয় কে আছে, যে এইরূপ চিন্তা বা তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে? এরূপ বাক্য কাহার আস্য হইতে নিঃসৃত হইল? গ্রীসের সমগ্র বীর যাঁহার আজ্ঞাধীন? অনিশ্চিত ভাবে যখন সমর চলিতেছে, তখন কি সেনানীর এইরূপ বলা উচিত? ট্রোজানগণ আমাদের কি করিতে পারে? আপনিই শত্রুগণকে বিজয়দান করিতেছেন; গ্রীস্ অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। সৈন্যগণ সমুদ্রে পোত ভাসমান দেখিয়া আর যুদ্ধ করিবে না। হায়! সকলেই আপনাকে বিনাশের মূল বলিয়া নিন্দা করিবে।" সম্রাট্ মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"আপনার এই সাবজ্ঞতিরস্কার তীক্ষ্ণ শল্যের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল আমি কাপুরুষোচিত বাক্যে বীরবৃন্দকে ভগ্নোৎসাহ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত; অতএব বৃদ্ধ বা যুবা, যে কেহই হউন, আমাকে সুমন্ত্রণা অর্পণ করুন।"

ভূপতির বাক্যাবসান না হইতেই, টিডাইডিস্ কহিলেন,— 'রাজেন্দ্র! যদি অনুমতি করেন, আমিই সৎপরামর্শ অর্পণ করিতেছি। যে ব্যক্তি অপরিণতবয়স্ক হইয়াও অবজ্ঞার পাত্র নহে, তাহার বাক্য গ্রাহ্য করুন। যে যুবক টিড়ুসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে ভূপতি-সমাজে অবশ্যই কথা কহিতে পারে। আমার পিতৃদেবের ন্যায় রথী ভূমণ্ডলে বিরল। মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে, শ্রবণ করুন; যদিও আমরা আহত হইয়াছি, চলুন, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিত হইয়া যোধবৃন্দের উৎসাহ বৰ্দ্ধন ও অদ্ভুত রণরঙ্গ নিরীক্ষণ করিব। আমরা উপস্থিত থাকিলে, সকলেই বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিবে।' বীরেন্দ্র এইরূপ বলিলে, আহত ভূপতিগণ সম্রাট্‌কে অগ্রগামী করিয়া ধীরে ধীরে সমরস্থলে উপনীত হইলেন। অনন্তর সিন্ধুনাথ অতিবৃদ্ধ যোদ্ধার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন,— "আট্রায়ইডিস্! একিলিস্ কিরূপে স্বদেশীয়বর্গের পরাভব অবলোকন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শিবিরে অবস্থান করিতেছে! অন্ধ অধার্ম্মিক মনুষ্য অহঙ্কার-প্রকাশে গৌরব বিবেচনা করে! যোভ্ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার দর্প বিচূর্ণ করিতে পারেন! রাজন্! বিধাতা তোমার শত্রু নহেন; তুমি অচিরাৎ ট্রোজান্‌গণকে পলায়নপর অবলোকন করিবে।" দেব এইমাত্র বলিয়া বিংশ সহস্র যোদ্ধার কণ্ঠস্বরানুকারী হুঙ্কার করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। তাহাতে গ্রীক্‌যোধবৃন্দ নবোৎসাহে মত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে সেটারন্ নন্দিনী ত্রিদিবেশ্বরী অলিম্পাস্‌শিখরে স্বর্ণাসনে সমারূঢ়া হইয়া সমর নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; দেবী সহোদরকে

গ্রীক্‌গণের সাহায্যে নিরত দেখিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন; কিন্তু ইডাশৈলের উপর যোভ্‌দেবকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। তখন তিনি প্রতিকূল পতিকে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রলোভিত করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর সুরেশ্বরী দেবশিল্পিবিনির্ম্মিত সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিয়া বেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন। মনোমত প্রসাধনকার্য্য সমাপ্ত হইলে, দেবী ভিনসের সকাশে গমন করিয়া কহিলেন,—"প্রণয়েশ্বরি! যাহার প্রভাবে মুহূর্ত্তেকে চরাচর বিমোহিত হয়, আমাকে সেই শক্তি ও সুরমানসমোহন লাবণ্য প্রদান কর। আমি অতি দূরদেশে গমন করিব। শুনিলাম, আমার পরম-হিতৈষী স্থবির সাগর পত্নীর সহিত বিবাদ করিয়াছেন। তাঁহা-দের সেই মনোমালিন্য বিদূরিত করা এক্ষণে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" দিবেশ্বরীর বাক্য শ্রবণে কামপ্রসবিনী তৎক্ষণাৎ সম্মোহন কটিবন্ধ উন্মোচিত করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর সুরেশ্বরী অন্তরীক্ষে আরোহণ করত অপার সমুদ্র অতি-ক্রম পূর্ব্বক, মৃত্যুর বৈমাত্রেয় স্বপ্নের আগারে উপনীতা হইয়া কহিলেন,—"নিদ্রাপতে! সমগ্র নর ও অমর তোমার বশীভূত। এক্ষণে আমার আজ্ঞাক্রমে যোভ্‌দেবের সংজ্ঞা হরণ কর। আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার অর্পণ করিব!" স্বপ্নদেব চকিতচিত্তে উত্তর করিলেন,—"সুরেশ্বরি! আমি সমুদায় দেবগণকে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিমোহিত করিতে পারি; কিন্তু কোন্‌ সাহসে, আদেশ না লইয়া, বজ্রপাণিকে নিদ্রাগ্রস্ত করিব?" ত্রিদিবেশ্বরী কহিলেন,—"শঙ্কা পরিত্যাগ কর। আমি যোভ্‌-মহিষী, অতএব আমার

আজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কার্য্য সম্পন্ন করিলে আমি ত্রৈলোক্যসুন্দরী পেসিথেয়ীকে তোমার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিব।" অনন্তর উভয়ে সমীরণবেগে ইডাশৃঙ্গে উপনীত হইলেন। যোভ্‌দেব কান্তার অসামান্য রূপরাশি অবলোকন করিয়া স্তিমিতনয়নে অবস্থিত হইলে, স্বপ্নদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন! ত্রিদশনাথ প্রেয়সীর বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া নিদ্রালস দেহ তাঁহার উৎসঙ্গে স্থাপন করিলেন। বসুমতী বিবিধ কুসুমে ও সমীরণ সুমন্দ সঞ্চরণে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। স্বপ্নদেবও স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে ত্রিশূলী নেপচুন্ উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় সেনামধ্যে অবস্থিত হইয়া রোষকর্কশস্বরে কহিলেন,—"গ্রীক্‌গণ! পূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষা কর। অর্দ্ধজিত ট্রোজান্‌গণ কি বিজয়-সম্মান লাভ করিবে? প্রায়াম্-নন্দন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পোত দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তোমরা মহারথ একিলিস্‌কে হারাইয়াছ; কিন্তু অন্যের সহায়তায় প্রয়োজন কি? তোমরা চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যদি তোমরা অক্ষয় গৌরবলাভের বাসনা কর, তবে কৃপাণ ভল্ল ও ঢাল গ্রহণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হও; দুর্ব্বলগণ লঘু অস্ত্র ও বলবান্‌গণ গুরু অস্ত্র ধারণ করুক। তাহা হইলে বিজয়গর্ব্বিত হেক্টর্ পলায়ন করিবে। এস, আমি পথ-প্রদর্শন করিতেছি।" জলধিনাথের বাক্যে গ্রীক্‌গণ সামর্থ্যানুরূপ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। সেনানীগণ আহত হইয়াও, নিজ নিজ বাহিনী পরিচালন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সিন্ধুনাথ সর্ব্বাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক চপলাপ্রভ কৃপাণ বিঘূর্ণিত

করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিপক্ষের হৃদয় আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠিল।

জলধিনাথের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে প্রবীরবৃন্দ পলায়ন করিলে, কেবলমাত্র নির্ভীক হেক্টর্ অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে সুরশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমী সিন্ধুনাথ, ওদিকে অমিতবিক্রম হেক্টর্! অধিপের আজ্ঞাক্রমে রত্নাকর উদ্বেলিত হইয়া, বহিত্রচয়কে পরিবেষ্টন করিল। আবার উভয়দল প্রভঞ্জন-পীড়িত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সমরে প্রবৃত্ত হইল। হেক্টর্ এজাক্সের বিশাল বক্ষঃস্থলে সুশাণিত ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; তাহা তাঁহার অভেদ্য কবচে ব্যর্থ হইয়া গেল। অনন্তর মহাবল এজাক্স্ ক্রোধে অধীর হইয়া এক প্রকাণ্ড পাষাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক হেক্টরকে ভূতলশায়ী করিলেন। প্রবল শত্রুর নিপাত দর্শনে গ্রীকগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন পোলিডেমস্, এজিনর্, ইনিয়স্ প্রভৃতি রথিগণ বিনম্রচিত্তে আহত বীরকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর ট্রোজানগণ হাহাকার করিতে করিতে রাজকুমারকে রথে স্থাপিত করিয়া পুরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মহাপরাক্রমশালী হেক্টরের পলায়ন দর্শনে গ্রীকগণ উৎসাহিত হইয়া দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করিল। অইলুসনন্দন এজাক্স্ ইনপস্ তনয়কে এবং পোলিডেমস্ প্রোথনরকে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর এজাক্স্ ক্রোধে অধীর হইয়া পোলিডেমসের প্রতি অমোঘ শূল নিক্ষেপ করিলে, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মহামান্য আর্কিলোকসকে সংহার করিল। নির্ভীক

প্রোমাকস্ আর্কিলোকস্-সহোদর একামসের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন! পেনিলুস্ নিহন্তার প্রতি নারাচ নিক্ষেপ করিলে, তাহা বক্রগতি হইয়া ইলিওনুসের প্রাণবধ করিল; তখন ক্রোধান্ধ পেনিলুস্ অসি দ্বারা নিপাতিত তরুণ বীরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ট্রোজানগণ! পুত্রের নিধনবার্ত্তা পিতাকে শীঘ্র জ্ঞাপন কর; তাঁহার সুরম্য সৌধ আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক।" জয়োদ্ধত বীর এই বলিতে বলিতে সেই ছিন্ন মুণ্ড ঊর্দ্ধে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

ভারতি! তুমি সর্ব্বজ্ঞা; সপ্তস্বরা বীণা ধারণপূর্ব্বক ত্রিদশ-ধামে বিরাজ করিতেছ। দেবি! বল, বারিধিনাথের কোপানলে কোন্ ট্রোজান সর্ব্বাগ্রে ভস্মীভূত হইল? কোন্ ভাগ্যধর গ্রীক্‌বীরকে ভবিষ্য সমরে অমরত্ব প্রদান করিবে? প্রথমে মহাবল এজাক্স্ বিপুলবিক্রম হিটিয়স্‌কে সংহার করিলেন। অনন্তর নেস্টর নন্দন, ফাল্‌সিস্ ও মার্ম্মারকে, মেরিয়ন্, মারিস্ ও হিপটিয়ন্‌কে কালনিকেতনে প্রেরণ করিলেন। তৎপর ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ টিউসারের অমোঘ শরে প্রোথুন্ ও পিরিফেটিসের জীবন লীলার অবসান হইল। মেনিলস্ পারোধা হিপারিনরকে সংহার করিলেন। অইলুস্ নন্দন কনিষ্ঠ এজাক্স্ পলায়মান বিপক্ষগণের অনুধাবন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

পঞ্চম যুদ্ধ ও এজাক্সের শৌর্য্য।

ট্রোজানদল বিপক্ষের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিখা লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণভয়ে রথশ্রেণীর সন্নিকটে উপনীত হইল। এদিকে কুলিশপাণি যোভদেব জাগ্রত হইয়া সমুন্নত ইডাশৃঙ্গে সমাসীন হইলেন। দেবেন্দ্র রণক্ষেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, ট্রোজানগণ গ্রীকদল কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া পলায়ন করিতেছে; সিন্ধুনাথ গ্রীক্‌-পক্ষাবলম্বন করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন; দূরে মহারথ হেক্টর বিষণ্ন স্বজনবর্গ-মধ্যে ধরাসনে শয়ন করিয়া রুধির বমন করিতেছেন। এই শোকদৃশ্য দর্শনে বজ্রীর হৃদয় ব্যথিত হইল; তখন তিনি ক্রোধভরে জুনোকে কহিলেন,--"দুর্ব্বিনীতে! তুমি পাতকের সমর্থন করিতেছ। অদ্য তোমারই কৌশলে হেক্টর আহত ও ট্রোজানগণ পরাভূত হইয়াছে। দুষ্টে! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে তোমার সাধ্য কি? নির্লজ্জে! পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তোমার চৈতন্যোদয় হইতেছে না! এক্ষণে আমার পরাক্রম স্মরণ কর; নিজ চরণে কুঠারাঘাত করিও না। মূঢ়ে! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট

তোমার সমুদায় কৌশলই বিফল হইবে।” জুনো ভয়চকিতচিত্তে স্বামীর চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন—“নাথ! আমি প্রেতনদী ও আপনকার দিব্য করিয়া বলিতেছি, সিন্ধুনাথ আমার বাক্যে সমরে অবতীর্ণ হয়েন নাই। কান্ত! আমি তাঁহাকে অনেক বার এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।” দয়িতার এবংবিধ কাতর বচনে বজ্রপাণি মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন,—“ত্রিদশেশ্বরি! তুমি আমার বিরুদ্ধাচারিণী নও শুনিয়া প্রীত হইলাম। এক্ষণে দূতী আইরিস্ ও রৌপ্যধনুর্ধর ফিবস্‌কে আমার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ কর। আইরিস্ যেন অবিলম্বে জলধিনাথকে সাগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি করে; ফিবস্‌ও সুরপ্রতিম হেক্টরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্ববীর্য্য অর্পণ করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করুক। লক্ষ লক্ষ গ্রীক্ হেক্টরের হস্তে নিহত হইবে। অনন্তর একিলিস্ স্বদেশীয়বর্গের বিনাশদর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রিয়বন্ধু পেট্রোক্লস্‌কে সমরে প্রেরণ করিবে। পেট্রোক্লস্ হেক্টরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, একিলিস্ স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হইয়া নিহন্তার প্রাণসংহার করিবে; জয়লক্ষ্মী আবার গ্রীক্‌গণকে বরণ করিবেন। কিন্তু সেই ভীষণ দিন যাবৎ উপস্থিত না হয়, দেবগণ গ্রীক্‌দলের সাহায্য করিতে পাইবে না। দেবি! আমি অবমানিত একিলিসের সম্মান-রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছি।” যোভের আদেশ শ্রবণে ত্রিদিবেশ্বরী চমকিতা হইয়া ইডাশৃঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক মনোরথবেগে অমর-সভায় উপনীতা হইলেন। দেবগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সুরসুন্দরী থিমিস্ পীযূষ-পূরিত হেমপাত্র

তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সুলোচনা ঘোভ্রাম উত্তর করিলেন,—“দেবি! ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচার তুমি অবগত আছ। যোভের ক্রোধে অচিরাৎ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।” ঈশ্বরী এইমাত্র বলিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে, দেবগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। সুরেশ্বরী আবার কহিলেন,—“দেবগণ! সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সহিত বিবাদ করা ক্ষিপ্ততার কার্য্য; তিনি প্রভুশক্তির অহঙ্কারে দেবতাবর্গের উপর নিরন্তর আধিপত্য প্রদর্শন ও অবাধ্যকে দণ্ডিত করিতেছেন। সুরকুল! তাঁহার কঠোর আদেশ তোমাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। মার্স্! যাও, তোমার সমরবিজয়ী অতিরথ প্রিয়পুত্রকে ধরাশায়ী অবলোকন কর; কিন্তু আক্ষেপ করিতে পাইবে না; কারণ, ঈশ্বর তাহাতে রুষ্ট হইবেন। রণেশ্বর! তুমি প্রাণাধিক তনয়ের হত্যার প্রতিশোধ দিতে পারিলে না, তোমাকে ধিক্!” নন্দনের নিধনশ্রবণে সমরেশ্বর ক্রোধান্ধ হইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন,—“অমরগণ! এক্ষণে আমার প্রতিহিংসার কাল উপস্থিত। আমি দেবেন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও সমরে অবতীর্ণ হইব; যোভ্ বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমাকে শব-রাশির উপর শায়িত করুন।” ক্রোধকম্পিত মার্স্ মূর্ত্তিমান ভয় ও পলায়নকে সমীরগমনে অনুসরণ করিতে কহিয়া, বর্ম্ম-প্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করত রণস্থলে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে যোভ্দেব ক্রোধানলে অর্দ্ধাকাশ প্রজ্বলিত করিলেন। তখন জ্ঞানদায়িনী পালাস্দেবী রণেশ্বরকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। দেবী বলপূর্ব্বক রণেশ্বরের

হস্ত হইতে শূল ও ঢাল আচ্ছিন্ন করিয়া শিরোস্ত্রাণ উন্মোচন করিতে করিতে কহিলেন,—"মূঢ়! কোন্ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কোপানলে শলভত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছ? তুমি কি নিজাপরাধে দেবগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে? যোভ্ রুষ্ট হইলে বিশ্বসংসারে কাহারও নিস্তার নাই। পুত্রের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিও না, কারণ বীরই সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।" এবম্প্রকার অভয়প্রদানে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবযোধ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ত্রিদিবেশ্বরী জুনো দেবদূতী ও দিবাকরকে আহ্বান করিয়া যোভ্সকাশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ইডাশিখরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বপাতা কাঞ্চনপ্রভ ঘনমধ্যে বিরাজমান, কুসুমবাসিত মৃদুমন্দ সমীরণ তাঁহার সেবা করিতেছে। ঈশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া সুরবালাকে কহিলেন,—"আইরিস্! তুমি অদূরদর্শী নিপ্তু জলেশ্বরকে অবিলম্বে সমর পরিত্যাগ এবং সিন্ধুগর্ভে প্রবেশ করিতে বল। যদি সে অস্বীকার করে, তাহাকে কহিও, আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ও ত্রিলোকপূজ্য। সেই দুর্ব্বল কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কোপানলে নিস্তার পাইবে?" আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দেবদূতী মেঘনিঃসৃত করকার ন্যায় পবনভরে [illegible] জলাধিনাথকে যোভের আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। তখন সিন্ধুপতি ক্রোধভরে বিশ্ববিনাশী ত্রিশূল প্রকম্পিত করিয়া কহিলেন,—"সেই অহঙ্কারী স্বর্গপতির অভিলাষ কি? আমি তাঁহার অধীন নহি, তিনি নিজাধিকার যদৃচ্ছাক্রমে শাসন করুন! যোভ্, আমি ও প্লুটো এক পিতার সন্তান। জ্যেষ্ঠ স্বর্গরাজ্যের, মধ্যম রত্নাকরের ও

কনিষ্ঠ অধোলোকের অধীশ্বর। পৃথিবী ও দেবগিরি সাধারণের অধিকারে আছে। দেবি! এস্থলে স্বর্গপতির সম্যক্ প্রভুত্ব কোথায়? তিনি ভয়চকিত নিজ সন্ততিবর্গকে শাসন করুন।” আইরিস্ কহিলেন,—“জলেশ্বর! তবে কি আমাকে এই ভীষণ উত্তর ঈশ্বরকে নিবেদন করিতে হইবে! আপনি ক্রোধ সংবরণ-পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হউন; বিবেকী ব্যক্তিকে অনুতাপ করিতে হয় না। যাহারা জ্যেষ্ঠ বা ঈশ্বরের অবমাননা করে, নিরয়নিবাসী নিষ্ঠুর দেবগণ তাহাদিগকে দণ্ডদান করিয়া থাকেন।” সিন্ধু-নাথ কহিলেন,—“দেবি! তুমি যথার্থ বাক্যই বলিয়াছ, বিবেকীর দুর্গতি নাই। আমি পূজ্য যোভের আজ্ঞায় সমরস্থল পরিত্যাগ করিলাম; কিন্তু তাঁহাকে বলিও, যদি তিনি ট্রয়ধ্বংসরূপ অঙ্গীকার প্রতিপালন না করেন, অমরকুল সহস্র নিন্দা করিলেও জলেশ্বর কিছুতেই শান্ত হইবে না।” বারিধিনাথ এই বলিয়া দ্রুতপদে সাগরালয়ে প্রবেশ করিলেন। বজ্রপাণি তুঙ্গ ইডাশৃঙ্গ হইতে তাঁহার অন্তর্ধান অবলোকন করিয়া, অংশুমালী দিবাকরকে কহিলেন,—“রবে! ঐ দেখ, যে মহাপরাক্রমী অমরের ক্রোধাগমে ধরিত্রী প্রকম্পিতা ও মহার্ণব উচ্ছলিত হয়, তাদৃ আমার ভয়ে ভীত হইয়া সিন্ধুগর্ভে প্রবেশ করিল। নতুবা আমার এই ভীষণ কুলিশ অগ্নি উদ্গীরণ করত তাহার বারিরাজ্য শুষ্ক করিয়া ফেলিত। পুত্র! এক্ষণে তুমি আমার ইজিস্ঢাল প্রকম্পিত করিয়া গ্রীক্গণকে বিত্রাসিত কর। হেক্টরের রক্ষাভার অদ্য তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল।” পিত্রাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভাস্কর কপোতানুসারি-শ্যেনবেগে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন।

দিবাকর দেখিলেন, আহত হেক্টর্ বিধাতার কৃপায় সংজ্ঞালাভ করিয়া সুশীতল নদীতটে আসীন রহিয়াছেন। দেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হেক্টর্! কি জন্য বীরত্ব বিস্মৃত হইয়া দূরে অবস্থান করিতেছ?" বীরেন্দ্র জ্যোতিঃ দর্শনে চকিত হইয়া নেত্রদ্বয় অর্দ্ধোন্মিলনপূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে কহিলেন,— "দেবতে! আপনি কে, আমাকে কালনিদ্রা হইতে জাগরিত করিতেছেন? আপনি কি বিদিত নহেন, মহাবল এজাক্স্ পাষাণ প্রহারে আমাকে মৃতপ্রায় করিয়াছিল? আমি এখনও প্রেতপুরী অবলোকন করিতেছি।" এপলো উত্তর করিলেন,— "বীর! শঙ্কা পরিহার করিয়া পূর্ব্ববল লাভ কর। আমি দিবাকর, তোমার সাহায্যার্থে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে সসৈন্যে শত্রুগণকে আক্রমণ কর। আমি পথ পরিষ্কার করিয়া তোমার রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছি।" দয়ার্দ্র দেব এই বলিয়া কুমারের অঙ্গে দেবতেজঃ অর্পণ করিলেন। হেক্টর্ বন্ধনমুক্ত তেজস্বী তুরঙ্গমের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে রণস্থলে ধাবিত হইলেন। ট্রোজানগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কেশরীর আকস্মিক আক্রমণে ব্যাধদল যেরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করে, ট্রয়্বীরকে সহসা অবলোকন করিয়া, গ্রীক্‌গণও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

ইটোলীয়-সেনাপতি নির্ভীক থোয়াস্ হেক্টর্‌কে পুনরাগত দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"হায়! একি অলক্ষণ নয়নগোচর হইল! এজাক্স্ যাহাকে নিহত করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি আবার কি প্রকারে কালপুরী হইতে প্রত্যাগত হইল! ইহা

নিশ্চয়ই কোন প্রতিকূল দেবতার কার্য্য। গ্রীক্‌গণ! এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে প্রাণপণে পোতরক্ষায় যত্নবান্ হও। অল্পসংখ্যক সুদক্ষ সমরী এই স্থানে অবস্থান করিয়া অরিগণকে অবরোধ করুন। এই ভাবে যুদ্ধ করিলে হেক্টর্ নিশ্চয়ই ব্যর্থ-মনোরথ হইবে।" প্রবীর এই কথা বলিলে, গ্রীক্‌গণ ত্বরান্বিত হইয়া অদ্ভুত ব্যূহ রচনা করিল। এজাক্স্‌দ্বয়, টিউসার্, মেরিয়ন্ ও মেজিস্ প্রভৃতি মহারথগণ সসৈন্যে পোত-সকাশে উপনীত হইলেন। দিবাকর-রক্ষিত হেক্টর্‌ও সিংহনাদে দিগন্তর প্রপূরিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিবাকর দেবশিল্পি-নির্ম্মিত ভয়াল ঢাল উত্তোলন পূর্ব্বক বিকট হুঙ্কার করিলেন; তাহাতে গ্রীক্‌গণ অন্ধকারমগ্ন সিংহযুগলাক্রান্ত বৃষদলের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ধাবিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় অসংখ্য যোদ্ধার নিধনে রণস্থল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ভয়বিহ্বল গ্রীক্‌গণ প্রাণরক্ষার্থে গভীর খাতমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কৃতান্তপ্রতিম হেক্টর্ যোধবৃন্দকে আশ্বাসিত করিতে করিতে মহাবেগে অগ্রসর হইলেন। এপলোদেব হস্ত-সঞ্চালনে পরিখা-তট মুহূর্ত্তেকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন; খাত মৃত্তিকাপূর্ণ হওয়ায় সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইল; সেই সুগম মার্গে ট্রয়-রথিগণ অনায়াসে শত্রুদুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্রীড়াপর বালক যেমন বালুকায় হর্ম্ম্যাবলী অঙ্কিত করিয়া নিমেষে মার্জ্জিত করিয়া ফেলে, ক্রোধান্ধ তপনদেবও সেইরূপ লক্ষজন-নির্ম্মিত গ্রীক্‌প্রাকারের একদেশ কর-সঞ্চালনে মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত করিলেন। ভয়চকিত গ্রীক্‌গণ প্রাণসংশয় উপ-

স্থিত দেখিয়া ইষ্টদেবতার স্মরণ ও পরস্পরকে আশ্বাসিত করিতে লাগিল। নেষ্টর্ রোদন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি-পুটে ঈশ্বরকে কহিলেন,—"ভগবন্! যদ্যপি কোন গ্রীক্-সন্তান তোমার উদ্দেশে বলিদান করিয়া থাকে; যদি তুমি ট্রয়ধ্বংসের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া থাক, তবে হে করুণানিদান! এই প্রাণসংশয়-কালে বিপন্নগণকে রক্ষা কর।" বৃদ্ধ এইমাত্র বলিলে আকাশে যোভের প্রসন্নতাসূচক ভীষণ অশনিধ্বনি হইল; ট্রোজানগণ তাহা বুঝিতে না পরিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে প্রভঞ্জন-চালিত তরঙ্গচয়ের ন্যায় প্রাকারোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে আবার অবিরল অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

এখনও পেট্রোক্লস্ আহত উরিপিলসের শুশ্রূষা করিতে-ছিলেন। তিনি শত্রুদলকে শিবিরের সন্নিহিত হইতে দেখিয়া, চকিতচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না। একিলিসের আদেশে আগমন করিয়া নিদারুণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলাম। আমি সেই নিষ্ঠুরকে অস্ত্রধারণ করাইব; বীর কখনই বন্ধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।" দুঃখার্ত্ত পেট্রোক্লস্ এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে শিবির পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে সমগ্র গ্রীক্-সেনা একত্র হইয়া অরিপ্রবাহ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; ট্রোজানদল আর পোতশ্রেণীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। নির্ভীক সমরকুশল সেনাপতিগণ সুকৌশলে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ সকলেই তুল্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। এক সুদীর্ঘ সমুন্নত বহিত্রের

নিকট হেক্টর্ এজাক্সের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের লোমহর্ষণ সমর আরম্ভ হইল। এই সুযোগে ক্লিটিয়ন্-পুত্র অগ্নিকুক্কুট লইয়া পোতের সন্নিহিত হইলে, এজাক্স্ বর্ষাঘাতে তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন হেক্টর্ ক্রোধে অধীর হইয়া এজাক্সের প্রতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন; সেই অব্যর্থ শস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এজাক্স্-সহচর লিকেফনের হৃদয় বিদ্ধ করিল। এই দারুণ দৃশ্য দর্শনে এজাক্স্ ব্যাথিত হইয়া সহোদরকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"টিউসার্! দেখ, আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়সখা ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। দুর্ম্মতি হেক্টর্ এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। তুমি অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তোমার শমনসোসর শর ও দিবাকর-প্রদত্ত ধনুর্ব্বেদ কোথায়?" ভ্রাতৃবাক্যে টিউসার্ অধৈর্য্য হইয়া বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন; তাহা ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে রথী ক্লিটসের প্রাণসংহার করিল। টিউসার্ আবার হেক্টরের বিনাশার্থে শরযোজনা করিলেন; কিন্তু অলক্ষিত করাঘাতে তাঁহার ধনুর্গুণ ছিন্ন হইল। তখন ধনুর্দ্ধর বিস্মিত চিত্তে অগ্রজকে কহিলেন,—"আর্য্য! দেখুন, কোন প্রতিকূল অমর হেক্টরের প্রাণরক্ষার জন্য আমার দৃঢ় শিঞ্জিনী ছেদন করিলেন।" তখন এজাক্স্ অনুজকে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ষা লইয়া যুদ্ধ করিতে কহিলেন। অনন্তর বীরদ্বয় পোতরক্ষার্থ বিপুল বিক্রমে বিপক্ষ-প্রবাহের অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেক্টর্ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে অনীকবৃন্দকে উত্তেজনা-বাক্যে পোত দগ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র

এজাক্‌স্‌ও নিরুৎসাহ গ্রীক্‌গণকে আশ্বাসিত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত করিলেন। আবার উভয় পক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হেক্টর্‌ কর্ত্তৃক স্কিডিয়স্‌, ও এজাক্সের ভল্লে পদাতিক-নেতা লেয়োডেমাস্‌ ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় অনেক বীর বীরশয্যা লাভ করিলেন। নিপতিত শব-দেহে সমরস্থল দুর্গম হইয়া উঠিল। বিধাতার বিধানে ট্রোজান্‌-গণ প্রবল প্লাবনের ন্যায় পোতাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। বজ্রপাণি বারিধি-নন্দিনী থিটিসের প্রতি অঙ্গীকার-পালনার্থ গ্রীক্‌-সেনার বল হরণ করিয়া, ট্রোজান্‌গণকে অদ্ভুত পরাক্রম অর্পণ করিলেন। দেবেন্দ্র সমুন্নত ইডাশৃঙ্গে সমাসীন হইয়া স্থিরনেত্রে অনলোদ্গমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কারণ, ট্রোজানের বহ্নি অম্বরে উত্থিত হইলেই সমরভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে। হেক্টর্‌ দেবেন্দ্রের তেজে উদ্ভাসিত হইয়া রণেশ্বর মার্সের ন্যায় দাবানলানুকারী ভীষণ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া, শত্রু-পাদপ ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌সেনা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। স্থবির নেষ্টর্‌ কাতর বাক্যে সকলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্‌ কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন করিলে, জ্ঞানেশ্বরী মিনার্ভা দিব্য জ্যোতিঃতে তাহা অপসারিত করিলেন। তখন সমরস্থল পুনর্ব্বার প্রকাশমান হইল। এজাক্স্‌ দ্রুতপদে বিচরণ পূর্ব্বক ভয়চকিত যোধবৃন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হেক্টর্‌ দৃঢ় করে সন্নিহিত পোত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর। এতদিনে

দশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের অবসান হইল। বার্দ্ধক্য-বিলুপ্ত-বুদ্ধি বৃদ্ধগণই কেবল এতদিন বিজয়ের ব্যাঘাত দিয়াছেন। দেবেন্দ্র বহুকাল ছলনা করিয়া, এইবার অনুকূল হইলেন।” কুমারের বাক্যে ট্রোজান্‌গণ প্লাবনের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বিপক্ষবৃন্দকে নিমগ্ন করিল। বীরেন্দ্র এজাক্‌স্‌ও জীবন-সংশয় ভাবিয়া ক্ষণ-কাল স্তম্ভিত রহিলেন; অনন্তর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে করিতে পোত-দাহনার্থ ধাবমান দ্বাদশ জন মহাবল শত্রুকে প্রেতপুরের পথিক করিলেন।

ষোড়শ কাণ্ড

ষষ্ঠ যুদ্ধে পেট্রোক্লসের আগমন ও পতন।

এইরূপে উভয় সেনা নররক্তে বহিত্রনিচয় সুরঞ্জিত করিয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। ইত্যবসরে পেট্রোক্লস্ একিলিস্-সকাশে উপনীত হইলেন; সমুন্নত রম্য গিরি হইতে নির্ঝরিণী যেমন সমতলে অবতীর্ণা হয়, সেইরূপ তাঁহার গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা প্রবাহিতা হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে একিলিস্ ব্যাথিত হইয়া প্রিয়তমকে মৃদুবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"পেট্রোক্লস্! কি দুঃখে তুমি অবলার ন্যায় অশ্রুপাত করিতেছ? তোমার ন্যায় স্নেহপাত্র জগতে আমার কেহই নাই; প্রকাশ করিয়া বল, কেন অশ্রুবর্ষণে আমার অন্তরকে ভগ্ন করিতেছ? তুমি কি কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছ? আমাদের উভয়ের পিতা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; ধার্ম্মিক মেনিটিয়স্ ও মহাত্মা পিলুস্ এখনও কালাধীন হয়েন নাই। পুত্রের গৌরব শ্রবণে উভয়েই পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন; অথবা অতি তুচ্ছ কারণে রোদন করিতেছ? আজি বুঝি দুরাচার সম্রাটের পাতকে

গ্রীক্গণ শত্রুর অনলে সমূলে বিনষ্ট হইল! যাহাই হউক; শোককারণ ব্যক্ত করিয়া বন্ধুর অন্তরকে সুস্থির কর।” বীরেন্দ্র পেট্রোক্লস্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গদগদস্বরে উত্তর করিলেন,—“বন্ধুবর! একবার গ্রীক্গণকে স্নিগ্ধনেত্রে অবলোকন কর; তুমি নিজে গ্রীক্ ও গ্রীক্-বীরবৃন্দের অগ্রগণ্য। হায়! এগামেম্নন, ডিরিপিলস্, উলেসিস্ ও ডায়োমেড্প্রমুখ গ্রীস্-রক্ষক মহারথগণ আহত হইয়া আর্ত্তনাদে শিবির প্রকম্পিত করিতেছেন! তুমি ক্রোধের কিঙ্কর হইয়া মৃত্যুকালেও আত্মীয়-বর্গকে অবলোকন করিলে না, অতএব বিপদে কে তোমার আশ্রয় লইবে? নিষ্ঠুর! ভাবিবংশিগণ নিরন্তর তোমার অপযশঃ ঘোষণা করিবে। তুমি নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সত্য, কিন্তু প্রণয়ে তোমার উদ্ভব হয় নাই; নিশ্চয়ই অমরী তোমার গর্ব্ভ-ধারিণী নহেন। তোমার কলেবর পাষাণবিনির্ম্মিত এবং বাত্যা-কালে সাগরই তোমাকে প্রসব করিয়াছে; নতুবা প্রভঞ্জন-সদৃশ আত্মা ও এরূপ কঠিন স্বভাব লাভ করিবে কেন? যাহা হউক এক্ষণে তোমার বর্ম্ম আমাকে অর্পণ কর; আমি মার্মিডন্-সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া সমরে গমন করিতেছি; তাহা হইলেই শত্রুদল পরাজিত ও গ্রীক্গণ বিজয়ী হইবেন।” এইরূপে আসন্নমৃত্যু পেট্রোক্লস্ নিয়তির নিদারুণ নির্ব্বন্ধ অবগত না হইয়া, বান্ধবের বর্ম্ম পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে, দেবীনন্দন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—“পেট্রোক্লস্! একিলিস্ ভয় কাহাকে বলে জানে না, ভীষণ দুর্নিমিত্ত দর্শনে বিচলিত নহে এবং জননীর সতর্কতাও গ্রাহ্য করে না; দুরাত্মা ভূপতির

সেই শেলসম বাক্যপরম্পরা আমার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; আমি তাহার সেই অত্যাচার অনুক্ষণ অবলোকন করিতেছি ও ক্রোধাগমে ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিতেছি। আমি স্বয়ং তাহাকে দর্প অর্পণ করিয়াছি, অতএব আমাকে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু, সখে! এক্ষণে সেই ক্রোধের কাল অপনীত হইয়াছে। ঐ শুন! বলগর্ব্বিত হেক্টর্ আমার পোতের সন্নিহিত হইয়া, সৈন্যগণকে অগ্নি প্রয়োগের আদেশ করিতেছে। পেট্রোক্লস! অবিলম্বে গমন করিয়া পোত রক্ষা কর। কিন্তু আমার উপদেশ অবহেলা করিও না; বিপন্ন গ্রীক্গণকে অদ্যকার মত উদ্ধার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইও। কারণ, দেব দিবাকর ট্রয়্ রক্ষা করিতেছেন। এমন দিন আসিতে পারে, সমগ্র গ্রীক্বৃন্দ সমরানলে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে; কেবল তুমি ও আমি জীবিত থাকিয়া ট্রয়্ ধ্বংস করিব।"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এদিকে যোভ্‌দেব ট্রোজানগণকে বিজয়দান করিলেন। মহাবল এজাক্স্ আর অরিপ্রবাহ অবরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার ক্লান্ত বাহু ঢাল উত্তোলনে অপারক হইল; এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি ও শোণিতধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি শায়ক-ঝটিকামধ্যে অটলভাবে অবস্থিত হইয়া, আততায়িগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অরিন্দম হেক্টর্ কৃপাণ নিষ্কাসিত করত তদভিমুখে ধাবিত হইয়া, তাঁহার বর্মামুখ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরেন্দ্র এজাক্স্ এই অপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে বিধাতার প্রতিকূলতা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন।

ট্রোজানগণ সিংহনাদ করিতে করিতে পোতসমূহে অগ্নি প্রয়োগ করিল; মুহূর্ত্তেকে সমগ্র অম্বর ধূমজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

বীরেন্দ্র একিলিস্ সহসা অনলোদ্গম অবলোকন করিয়া জানুদ্বয়ে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"পেট্রোক্লস্! শীঘ্র—শীঘ্র সজ্জিত হও; ঐ দেখ, অনলপ্রভায় সিন্ধুজল উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিলম্বে আমাদেরও শিবিরশ্রেণী ভস্মসাৎ হইবে। আমি সেনা সাজাইতে চলিলাম।" পেট্রোক্লস্ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধুবাক্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। একিলিসের বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ তাঁহার অঙ্গে শোভিত হইল; তিনি দেবীনন্দনের দুর্ব্বহ শূল ব্যতিরেকে আর সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এদিকে নির্ভীক অটোমিডন্ ক্ষিপ্রতার সহিত দিব্যাশ্ব-ত্রয় সমুন্নত ভাস্বর রথে সংযোজিত করিতে লাগিলেন। একিলিস্ দ্রুতপদে শিবিরে শিবিরে ভ্রমণ করিয়া, শোণিত-লোলুপা মার্মিডন্-সেনাকে রণসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। মেনিস্থুস্, য়ুডোরস্, পিসেণ্ডার্ ও ফিনিক্স্-প্রমুখ রথিগণ সসৈন্যে নেতাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন একিলিস্ সেনাপতিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে কহিলেন,—"ওহে বিশ্ববিখ্যাত মার্মিডনগণ! তোমরা পূর্ব্ব পরাক্রম স্মরণ কর! আমার নিশ্চেষ্টতায় তোমরা বিক্রম-প্রকাশের অবসর না পাইয়া বিরক্ত হইয়াছিলে, এক্ষণে সন্নিহিত অরিদলকে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ব ক্ষোভ নিবারণ কর।" প্রভুবাক্যে যোধবৃন্দ অভেদ্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। অভিমাত্মা

পেট্রোক্লস্ ও অটোমিডন্ কৃতান্তের ন্যায় বাহিনীর অগ্রপশ্চাতে অবস্থান করিলেন।

বীরবৃন্দ সমরাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, বীরেন্দ্র একিলিস্ শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাশীকৃত ঊর্ণাসন প্রভৃতি উপহার-দ্রব্য বেদির উপরি স্থাপন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধনেত্রে কহিলেন,—"সর্ব্বশক্তিমন্ যোভ্! তুমি আমার জননীর প্রার্থনা-ক্রমে গ্রীক্গণকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া, এ দাসের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ। প্রভো! অদ্য আমি প্রাণাধিক পেট্রোক্লস্কে ভীম সমরে প্রেরণ করিতেছি, উহাকে অসীম সাহস ও অমানুষ বল অর্পণ কর। করুণাময়! বন্ধুবর যেন পোতোদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শিবিরে প্রত্যাগত হয়।" যোভ্দেব অর্দ্ধ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন; অপরার্দ্ধ নিয়তি সমীরণে বিতাড়িত করিল। একিলিস্ প্রিয় বয়স্যকে বিদায় দিয়া, নিভৃতে নিজ কক্ষায় অব-স্থান পূর্ব্বক উৎসুকচিত্তে সমরফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মার্মিডন্-বাহিনী পেট্রোক্লসের নেতৃত্বে বীরদর্পে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। পেট্রোক্লস্ সর্ব্বাগ্রে ভল্ল-প্রহারে পোতপার্শ্বে অবস্থিত পিরিক্মিস্কে শমন-সদনে প্রেরণ করিলে, তাঁহার ভয়বিহ্বল সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর বীরেন্দ্র অস্ত্রাসার বর্ষণে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন; ট্রোজান্গণ অর্দ্ধদগ্ধ পোতনিচয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন আরম্ভ করিল। দুর্দ্দিনের জীমূতনিচয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, নিসর্গ যেমন পরিস্ফুট হয়, তিমিরাচ্ছন্ন নভঃস্থলও সেইরূপ ধূমবিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইল।

ট্রোজান্‌গণ তরিদাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া ক্রোধে আস্ফালন করিতে করিতে গ্রীক্‌যোধবৃন্দকে আক্রমণ করিলে, আবার চতুর্দ্দিকে লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষায় অসংখ্যপ্রবীর প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র এজাক্স্ অমোঘ শূল নিক্ষেপ করিলে, রণপণ্ডিত হেক্টর্ ঢাল দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। ট্রোজান্‌গণ হেক্টর্‌কে পলায়মান দেখিয়া পরিখা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হইল। মহারথ পেট্রোক্লস্ কালান্তকর কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পেট্রোক্লস্ হেক্টর্‌কে লক্ষ্য করিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিলে, ভাগ্য তাহার গতি রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর ট্রয়রাজকুমার সমীপস্থ শত্রুগণকে নিহত করিয়া, পুনর্ব্বার পোতাভিমুখে ধাবিত হইলেন; ট্রোজান্‌গণও সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। মহারথ পেট্রোক্লস্, সিমইস্ নদ ও পোতশ্রেণীর মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক অবিরাম শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। করাল কৃতান্ত অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করিয়া শবসমুচ্চয়ে সমরস্থল পরিপূর্ণ করিলেন।

মহাযশা সার্পিডন্ বন্ধুগণকে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া, ভয়দ্রুত স্বীয় সৈন্যগণকে তিরস্কার-বাক্যে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর ভূপতি রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইলে, তরুণ প্রবর পেট্রোক্লস্‌ও তাঁহাকে রণার্থী দেখিয়া সমুন্নত স্যন্দন পরিত্যাগ করিলেন। ক্রোধান্ধ গৃধ্রযুগল যেমন শিখরি-শিখর পরিহার পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ নখরাস্ফালন ও বিকট চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীরদ্বয়ও সেই-

রূপ সমদর্পে ও তুল্য সিংহনাদে দিগন্তর প্রকম্পিত করিয়া পরস্পরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বীরদ্বয়ের এই আকস্মিক সংগ্রাম বজ্রপাণির নয়নগোচর হইল। তিনি ইহার ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া, প্রিয়তমাকে কহিলেন,—"দেবি! আমার নন্দনের নিধনকাল উপস্থিত। তরুণ বীর পেট্রোক্লস্‌ই উহার কৃতান্ত। প্রিয়ে! বল দেখি, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? প্রাণাধিক পুত্রকে কি রণস্থল হইতে অপসারিত করিয়া লিসিয়ায় প্রেরণ করিব, অথবা স্নেহমায়া বিসর্জ্জন দিয়া উহাকে করাল কালকবলে সমর্পণ করিব? মদিরাক্ষী দিবেশ্বরী উত্তর করিলেন,—"বজ্রধর! এ কেমন বাক্য আপনার আস্য হইতে নিঃসৃত হইল! জন্মগ্রহণের অগ্রেই মর্ত্ত্যগণের পরমায়ুঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আপনি কি এক ব্যক্তির জন্য তাহার বিপর্য্যয় করিবেন? কত শত অমর-পুত্র ঐ ভীষণ ইলিয়ম্-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে; অতএব আপনার পক্ষপাতে ত্রিদশগণ রুষ্ট হইয়া নিন্দা করিবেন। নাথ! আমার বাক্যে ও প্রিয় বীরকে সমর-মরণযশঃ অর্পণ ও জীবনলীলার অবসান হইলে, শবদেহ স্বরাজ্যে লইয়া যাইতে স্বপ্ন ও মৃত্যুকে আদেশ করুন। তথায় বান্ধবগণ বিধিমতে উহার অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণ করিবে; অতএব মরণে আক্ষেপ কি?" প্রেয়সীর বাক্যে ত্রিদিবেশ্বর সম্মতি অর্পণ করিয়া অধোমুখে অবস্থিত হইলেন। আকাশ অশ্রুপাতচ্ছলে রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। বজ্রপাণি রণস্থল হইতে নেত্র অপসারিত করিয়া পুত্রশোকে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে বীরেন্দ্রযুগল অগ্রসর হইয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। পেট্রোক্লস্-নিক্ষিপ্ত ভয়াল নারাচ থ্রাসিমেডের জানুগ্রন্থিতে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। অনন্তর লিসিয়ারাজ সার্পিডন্ যুগপৎ দুই ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। একটী ব্যর্থশক্তি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; দ্বিতীয় শায়ক একিলিসের তেজস্বী অশ্ব পিডেসসের গ্রীবা ভেদ করিল। তুরঙ্গম রুধিরাপ্লুত হইয়া পতিত হইলে, দিব্যাশ্বদ্বয় ক্রোধে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। তখন সারথি অটোমিডন্ ক্ষিপ্রহস্তে মৃতাশ্বের বন্ধন ছেদন করিলেন। বিজিগীষু রথিদ্বয় পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন। সার্পিডন্ অগ্রে বর্শা নিক্ষেপ করিলে, তাহা প্রতি-দ্বন্দ্বীর মস্তক অতিক্রম করিয়া গর্জ্জন সহকারে আকাশে উড্ডীন হইল। এইবারে পেট্রোক্লস্ শল্য নিক্ষেপ করিলেন; সেই অমোঘাস্ত্র বিষধরের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে সার্পিডনের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। মহীপতি কুঠারচ্ছিন্ন শালতরু বা বজ্রসার দীর্ঘ দেবদারুর ন্যায় মহাশব্দে ধরা প্রকম্পিতা করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং লিসীয়-সেনার নির্ভীক অধিনায়ককে সম্বোধন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"গ্লকস্! নিঃশঙ্কচিত্তে আমার সেনাদল লইয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হও। সৈনিক-গণকে আমার শেষাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া কহিও,—যেন তাহারা বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক উপযুক্ত প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। যদি কোন বিপক্ষ আমার রণসজ্জা আচ্ছিন্ন করিয়া লয়, গ্লকস্! তোমার লজ্জার ইয়ত্তা থাকিবে না! এক্ষণে আত্মীয়োচিত কার্য্য দ্বারা আমার দেহ রক্ষা কর। যেন তোমার সুদৃষ্টান্তে বোধ-

বৃন্দ তোমার ন্যায় জয়লাভ অথবা আমার ন্যায় প্রাণবিসর্জ্জন করে।” ভূপতি এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। সর্ব্বগ্রাসী কাল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হরণ করিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিল।

মুমূর্ষু ভূপতির এই কাতর বাক্যে গ্লকস্ অতিমাত্র ব্যাথিত হইলেন; তিনি টিউসার্-শরবিদ্ধ যন্ত্রণা-পূরিত অকর্ম্মণ্য বাহু সুস্থ হস্তে স্থাপন করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে দিবাকরকে কহিলেন,—“হে সর্ব্বদর্শিন্! তুমি ব্রহ্মাণ্ড বিলোকন করিতেছ। তুমি দিব্যৌষধি প্রয়োগে আহতের যন্ত্রণা বিদূরিত করিয়া থাক। করুণানিদান! দাসের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর! হায়! দেবেন্দ্র-নন্দন সার্পিডন্ নিহত হইয়াছেন। আমি শরাঘাত-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শূল উত্তোলন করিতে পারিতেছি না, সেই জন্য একান্তে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত রহিয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার বান্ধবের শব রক্ষা কর। প্রভো! আমি যেন তোমার অনুকম্পায় সুস্থ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারি”। দিবাকর অলক্ষিত-করস্পর্শদ্বারা তাঁহাকে নিরাময় করিয়া, হৃদয়ে দেবতেজঃ অর্পণ করিলেন। তখন বীরেন্দ্র দ্রুতপদে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত হেক্টর্-ইনিয়স্-প্রমুখ রথিবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন,—“আপনারা কি সহকারীদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন? দূরদেশবাসী মহাবল বীরবৃন্দ পরোপকারার্থে এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। পেট্রোক্লসের অস্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞ প্রজাহিতসাধননিরত বীরাগ্রগণ্য সার্পিডনের জীবন-লীলার অবসান হইয়াছে। ইহাঁর মৃত্যুতে ট্রয়ের যেরূপ ক্ষতি হইল, লিসিয়ার সে প্রকার হয় নাই। আপনারা অবিলম্বে

আসিয়া শব রক্ষা করুন।” এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে রথি-বৃন্দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন, যেন ট্রয়ের আশ্রয়স্তম্ভ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। আজি সেই মার্ত্তণ্ড-সদৃশ-প্রতাপশালী বহু-বাহিনীপতি অতিরথ সার্পিডন্ নিহত! উন্মত্ত ট্রয়্-বীরবৃন্দ হেক্টর্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ক্রোধপ্রদীপ্ত হৃদয়ে প্রতিশোধ প্রদানার্থে ধাবমান হইলেন।

এদিকে বিজয়ী পেট্রোক্লস্ হত শত্রুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইয়া স্বপক্ষীয় বীরবৃন্দকে ক্রুদ্ধ অরাতিগণের প্রতিরোধার্থে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ধরাশায়ী সার্পিডনের চতুর্দ্দিকে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যোভ্‌দেব রণভীতি বর্দ্ধিত এবং প্রেতপুরগামী পুত্রের সহচর করিবার জন্য যোদ্ধৃগণকে গাঢ়ান্ধ-কারে নিমজ্জিত ও স্তম্ভিত করিলেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে, শোণিত-স্রোতে অঙ্গন প্লাবিত হইতে লাগিল। অরিকুলত্রাস মেরিয়ন্ লেয়োগোনস্‌কে শমনভবনে প্রেরণ করিলে, বীরেন্দ্র ইনিয়স্ প্রতিশোধ প্রদানার্থে ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; মেরিয়ন্ আনত হইয়া তাহা অতিক্রম করিলে, সেই ভীষণাস্ত্র ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ট্রয়-বীর সগর্ব্ববাক্যে প্রতিযোধকে কহিলেন,—“তুমি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, নৃত্যে পুরস্কার-লাভের যোগ্যপাত্র! আমার ভল্ল তোমাকে প্রাপ্ত হইলে অচিরাৎ তোমার ঐ চপলতা হরণ করিত।” মেরিয়ন্ হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন,—“ওরে নির্ভীক ডার্ডান্-সেনানায়ক! তুমি বলবান্, কিন্তু অনন্ত

নহ; এই ক্ষণেই তোমাকে করাল মৃত্যু গ্রাস করিতে পারে। দেবগণ জয়দান করিয়া থাকেন. অতএব তোমার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। আমি তোমাকে অবিলম্বে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া যশস্বী হইব।” মেনিটিয়স্-নন্দন কহিলেন,—“সখে! প্রবীরের বাগ্‌যুদ্ধ উচিত নহে। শত্রুদল অহঙ্কার শ্রবণে পলায়ন করিবে না, তীক্ষ্ণাস্ত্রে উহাদের প্রাণ সংহার কর। সভা বাগ্মিতার স্থান, কিন্তু রণস্থলে যশোলাভ বাহুবলের উপর নির্ভর করিতেছে।” পেট্রোক্লস্ এইমাত্র বলিয়া শত্রুর অভিমুখে ধাবিত ও মেরিয়ন্ সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

দেবেন্দ্র যোদ্ধ্ মানবগণের অদ্ভুত রণরঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইক্ষণেই কি হেক্টরের হস্তে পুত্রনিহন্তা পেট্রোক্লসের জীবনলীলার অবসান করিবেন, অথবা তরুণ বীর অসংখ্য শত্রুরথীর প্রাণসংহার করিয়া শুভ্র যশোলাভে অধিকারী হইবে? ঈশ্বর মনে মনে এইরূপ আলোচনা করত একিলিস্-সখাকে বিজয়-সম্মান-দানে অভিলাষী হইয়া হেক্টরের বল হরণ করিলেন। ট্রয়-রাজকুমার আকস্মিক্ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইবার লিসীয়-সেনা বিধাতার নির্ব্বন্ধ-নিবন্ধন নিপতিত ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অসংখ্য যোধ নিহত হইলে সমরাঙ্গণ যেন সহসা শবপ্রাকারে পরিবেষ্টিত হইল। বিজয়ী গ্রীক্‌গণ নিহত ভূপতির অস্ত্রশস্ত্র-বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি রণসজ্জা অবাধে অচ্ছিন্ন করিয়া পেট্রোক্লসের তরিতে স্থাপন করিল।

অনন্তর দেবগিরির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে সমাসীন দেবরাট্ হত

সার্পিডনের শবদেহ স্ফটিক-নির্ম্মল সলিল দ্বারা ধৌত ও স্বর্গীয় সুগন্ধিতে চর্চ্চিত করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য স্বপ্ন ও মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিতে ফিবস্‌কে আদেশ করিলেন। আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্র তপনদেব স্বপ্ন ও মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া বিগতপ্রাণ সার্পিডনকে লিসিয়ায় প্রেরণ করিলেন। তথায় তাঁহার আত্মীয়-গণ অশ্রুপাত করিতে করিতে বিধিমতে ও মহাসমারোহে প্রেত-কৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভস্মোপরি কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন।

এদিকে পেট্রোক্লস্ নিয়তির নির্ব্বন্ধ-নিবন্ধন বন্ধুবাক্য অবহেলা করিয়া ট্রোজান্ ও লিসীয়গণকে আক্রমণ করিলেন; দর্পহারী ভগবান্ মনুষ্যের অহঙ্কার বিচূর্ণ করেন, ইহা তিনি এক বারও ভাবিলেন না। তাঁহার অলৌকিক পরাক্রমে ট্রয়সেনার ভয়ঙ্কর বিনাশ উপস্থিত হইল। দয়ার্দ্র ফিবস্ নগরপ্রাকার রক্ষা করিতে লাগিলেন। পেট্রোক্লস্ তিনবার দ্বারে আঘাত করি-লেন; দিবাকর তিনবার প্রদীপ্ত ইজিস্ সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। চতুর্থ আঘাতকালে গগন প্রকম্পিত করিয়া মেঘমধ্য হইতে দৈববাণী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "পেট্রোক্লস্ ক্ষান্ত হও। দেবরক্ষিত প্রাকার-ভঙ্গে বৃথা প্রয়াস পাইও না। তোমার কথা দূরে থাকুক, সেই অমিতবিক্রম অতিমানুষ একিসিস্‌ও এ কার্য্যে অক্ষম।" জীমূতমধ্য হইতে দেবেন্দ্র এই বাক্য বলিলে, পেট্রোক্লস্ চকিতচিত্তে পশ্চাৎপদ হইলেন।

বীরেন্দ্র হেক্টর্ স্বপক্ষীয়গণের এবংপ্রকার বিনাশ দর্শনে ব্যথিত হইয়া স্কিয়া-তোরণে অবস্থান পূর্ব্বক মনে মনে আন্দো-লন করিতে লাগিলেন,—আবার কি পেট্রোক্লসের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইব, না সসৈন্যে পুরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করিব ? সংশয়াপন্ন বীরকেশরী এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবদিবাকর তাঁহার মাতুল ভূপতি এসিয়সের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং কহিলেন,—"মহারথ হেক্টর্ সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত, এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়! যদ্যপি এই ভুজে তোমার ন্যায় বল থাকিত, তাহা হইলে এই ভল্লে মুহূর্ত্তেকে অরিদর্প বিচূর্ণিত করিতাম। বীর! অবিলম্বে আগমন করিয়া শত্রু শোণিতে লজ্জাপঙ্ক প্রক্ষালিত কর। এপলোদেব তোমার সাহায্য করিবেন। কারণ পেট্রোক্লসের মৃত্যু বিধির বিধানে তোমারই হস্তে নির্ভর করিতেছে।" দিবাকর এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে সেনামধ্যে অন্তর্হিত হইলেন; এবং উৎসাহিত হেক্টর্‌ও সারথি সিব্রিয়নকে রথ সঞ্চালনের আদেশ করিলেন। সূত কশাঘাত করিবামাত্র ক্রুদ্ধ অশ্বযুগল পদতাড়নে ধরাতল প্রকম্পিত করিয়া প্রভঞ্জনবেগে বিপক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দিবাকর গ্রীকৃহৃদয়ে আশঙ্কা ও ট্রোজানগণকে সাহস অর্পণ করিলেন। সমরাভিলাষী পেট্রোক্লস্ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সূচাগ্র প্রকাণ্ড প্রস্তর বিঘূর্ণিত করত নিক্ষেপ করিলেন. তাহাতে সূতবর সিব্রিয়নের মস্তক বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়ী পেট্রোক্লস্ মৃগলোলুপ কেশরীর ন্যায় নিপতিত সারথির অস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে পরন্তপ হেক্টর সমুন্নত স্যন্দন হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অস্ত্র সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মৃগাক্রমণকারী ক্ষুধার্ত্ত হরিযুগলের ন্যায় উভয়ের লোমহর্ষণ সংগ্রাম

আরব্ধ হইল। হেক্টর্‌ নিহত সূতের শিরস্ত্রাণ ও পেট্রোক্লস্‌ চরণ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে যোধগণ প্রলয়-প্রভঞ্জনের ন্যায় ধ্বংস বিস্তার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে ভাস্করভাস্বর রথে অর্দ্ধাকাশ অতিক্রম করিলেন। তখনও সমভাবে অস্ত্রবৃষ্টি হইতেছিল ; কিন্তু তপন পশ্চিমাকাশে বিরাজমান হইলে, গ্রীক্‌গণ বিজয়লাভ করিল এবং জয়ধ্বনি করিতে করিতে হত শত্রু-কলেবর আকর্ষণ করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। জয়োদ্ধত পেট্রোক্লস্‌ আস্ফালন করিতে করিতে তিন বার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া, প্রতিবারে নয় বীরের প্রাণ হরণ করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার কীর্ত্তিশেষ হইল। এপলোদেব তাঁহার গতি রোধ করিলেন এবং মৃত্যু বিকটাস্য বিস্তার করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

দিবাকর অলক্ষিতে পশ্চাৎ হইতে পেট্রোক্লস্‌কে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে একিলিসের অজেয় শিরস্ত্রাণ বহুদূরে নিক্ষিপ্ত, ভল্ল করচ্যুত, ঢাল ভূপতিত ও বর্ম্ম বিচূর্ণ হইল। পেট্রোক্লস্‌ বিস্ময়ে মূঢ়জনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে যুফর্বস্‌ নামক অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ডার্ডান্‌ যুবক তাঁহার অরক্ষিত অঙ্গে শূলাঘাত করিয়া নিমেষে স্বপক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। হতভাগ্য পেট্রোক্লস্‌ এইরূপে দেবতা ও মনুষ্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন হেক্টর্‌ প্রবল শত্রুকে পলায়নপর দেখিয়া শূল-তাড়নে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। গ্রীক্‌গণের হাহাকারে অম্বর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হেক্টর্‌, স্থির নেত্রে পদতল-পতিত শত্রুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,

—"পেট্রোক্লস্! এই স্থানেই অবস্থান কর। ট্রয়ধ্বংসের উল্লাস-লাভ আর তোমাকে করিতে হইবে না। তুমি আশা করিয়াছিলে, ট্রয়ধ্বংস করিয়া বনিতাগণকে কিঙ্করী করিবে। মূঢ়! তাহা কি কখনও হইতে পারে? হেক্টর্ দেশরক্ষা করিতেছে। তোমার কলেবর এক্ষণে গৃধ্রের আহার হইবে। দেখি, একিলিস্ কি করিতে পারে?" পেট্রোক্লস্ নিস্পন্দ নয়নে জন্মশোধ অম্বর অবলোকন করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—"বৃথা অহঙ্কার করিও না; এ কার্য্য অমরের, তোমার নহে। দেবতা স্বয়ং আমাকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। তোমার ন্যায় বিংশ ব্যক্তিও আমার সমকক্ষ নহে। প্রথমে ফিবস্ আমাকে প্রহার করেন; পরে যুফর্ব্বসের ও সর্ব্বশেষে তোমার বিক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্ম্মতে! এক্ষণে নিজ নিয়তি শ্রবণ কর। কোপান্বিত একিলিস্ অচিরাৎ তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিবেন।" পেট্রোক্লস্ এইমাত্র বলিয়া নেত্রদ্বয় মহানিদ্রায় নিমীলিত করিলেন।

হেক্টর্ ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে শব নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন,—"তোমার ভবিষদ্বাণী কেন আমার অনিশ্চিত পরিণাম ঘোষণা করিল? সেই একিলিস্ হেক্টরের অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে না কেন? বিধাতার ইচ্ছা কোন্ মানব অবগত আছে?" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া হতশত্রুর বক্ষঃস্থলে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বিদ্ধ শূল আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং ক্রোধে সারথিকে আক্রমণ করিলেন। সুদক্ষ অটোমিডন্ দিব্যাশ্বদ্বয়কে সঞ্চালিত করিয়া নিমেষে বহুদূর অতিক্রম করত পলায়ন করিতে লাগিলেন।
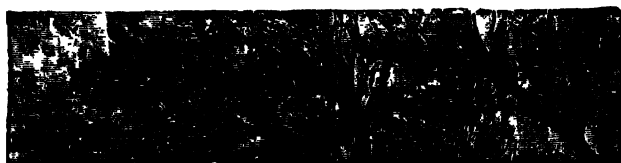
সপ্তদশ কাণ্ড

সপ্তম যুদ্ধ ও মেনিলসের শৌর্য্য।

অস্ত্রবিক্ষত-কলেবর পেট্রোক্লস্‌কে সমরাঙ্গণে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া, মেনিলস্‌ ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া দেহ রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। নবপ্রসূতা গাভী যেমন সদ্যোজাত ভূপতিত বৎসের চতুর্দ্দিকে ব্যগ্রভাবে ভ্রমণ করে, অমিতবিক্রম স্পার্টারাজও সেইরূপ হত যুবাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বর্ম্মপ্রভায় বিদ্যুল্লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক অরিপ্রবাহ অবরোধ করিতে লাগিলেন। পেন্থস্‌-নন্দন য়ুফর্ব্বস্‌ দূর হইতে ভূপতিকে অবলোকন করিয়া উপহাস পূর্ব্বক কহিল,—"মেনিলস্‌! এই হস্ত পেট্রোক্লস্‌কে বিনষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমার বীর্য্যলব্ধ শবদেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর; এস্থলে বীরত্ব প্রদর্শনে কোন ফলোদয় নাই।" ট্রয়বীর এইমাত্র বলিলে, স্পার্টাপতি ক্রোধারুণ নেত্রে অবজ্ঞাসহকারে উত্তর করিলেন,—"যোদ্ধ!

অপরের কার্য্যে মনুষ্য অহঙ্কার করিতেছে, ইহা শুনিয়া তুমি কি হাস্য করিতেছ না? পশুরাজ কেশরী, মহাবলশালী শার্দ্দূল অথবা বন্য বরাহ কখনই এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করে না; মনুষ্যই কেবল বৃথা সামর্থ্যের অহঙ্কার করিয়া থাকে। পেন্থস্-পুত্রগণ সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বিত; তথাপি উহার সহোদর হিপেরিনরকে সম্প্রতি শমনাগারে প্রেরণ করিয়াছি। নির্ব্বোধ! তোরও সেই দশা উপস্থিত। তুই অচিরাৎ ভ্রাতৃসন্নিধানে গমন কর্; অথবা পলায়নে প্রবৃত্ত হ; বলীর বল না বুঝিয়া মূর্খ ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।” য়ুফর্ব্বস্ ক্রোধভরে উত্তর করিল,—“বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতৃবধের পুরস্কার লাভ কর। আমার পিতা ও অভাগী ভ্রাতৃবধূ তোমার মস্তকের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তোমার অস্ত্র, বর্ম্ম ও ভাস্বর শিরস্ত্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের সন্তাপা-নল নির্ব্বাণ করিব; অতএব শীঘ্র অস্ত্র ধারণ কর; বজ্রপাণি বলবীর্য্য বিচার করিবেন।”

তরুণ বীর এইমাত্র বলিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিলে, সেই বেগ-গামী অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃঢ় ঢালে কুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই বার আট্রাইডিস্ নারাচ সন্ধান করিলেন। তাহা নিমেষে যুবকের পীবর স্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে ভূমি-শায়ী করিল। সুচারু কেশদামশোভিত পরম সুন্দর কিশোর য়ুফর্ব্বস্ প্রভঞ্জনভগ্ন পুষ্পভূষিত শিশু শিশু-তরুর ন্যায় মাধুরীশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। স্পার্টাপতি তাহার রণসজ্জা অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বৃষবিনাশী কেশরি-

দর্শনে রাখালগণের ন্যায় ট্রয়-যোধবৃন্দ ভয়বিহ্বল চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

দয়ার্দ্র এপলোদেব ট্রোজানগণের পলায়ন নিবারণার্থে অজ সিকোনীয় দলের অস্ত্রশিক্ষক মেণ্টিসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হেক্টরকে কহিলেন,—"ক্ষান্ত হও; একিলিসের দিব্যাশ্বদ্বয়ের অনুসরণে প্রয়োজন নাই; উহারা মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ, মনুষ্যের অদম্য, মানবপ্রবর একিলিস্ মাত্র উহাদের নিয়ন্তা। তুমি বহুক্ষণ উহাদের পশ্চাদ্গমন করিতেছ; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্পার্টারাজের হস্তে যুফর্ব্বসের বিনাশ দর্শন কর। যে মহাবহ্নি বহুবীরকে ভস্মসাৎ করিতেছিল, তাহা এক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়াছে।" ছদ্মবেশী দিবাকর এইমাত্র বলিয়া বায়ুবেগে সমরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে হেক্টর অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, যুবকের রম্য কলেবর শোণিতসাগরে ভাসমান হইতেছে। তাঁহার সুচারু রণসজ্জা নিহন্তার হস্তগত হইয়াছে। বীরেন্দ্র বজ্রনিনাদানুকারী সিংহনাদ করিতে করিতে সেনামধ্য দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আট্রাইডিস্ তাঁহার সেই বিকট আস্ফালন শুনিতে পাইয়া ত্রস্তচিত্তে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; অনন্তর দুর্জ্জয় হেক্টরকে সসৈন্যে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগত্যা সমরে ক্ষান্ত হইলেন। স্পার্টারাজ বহুজনাক্রান্ত কেশরীর ন্যায় অনিচ্ছা সহকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন, রুধিরাপ্লুতদেহ মহারণ এজাক্স্ বামভাগে যুদ্ধ

করিতেছেন। ভূপতি তাঁহাকে কহিলেন,—"বীর! শীঘ্র আগমন করিয়া পেট্রোক্লসের শরীর রক্ষা কর। সেই উলঙ্গ কায়া দেবী-পুত্র একিলিস্‌কে আমাদের সমর্পণ করা উচিত। হেক্টর নিহতের যুদ্ধসজ্জা অপহরণ করিয়াছে।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে এজাক্স্‌ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে তর্জ্জন করিতে করিতে শত্রুব্যূহে প্রবিষ্ট হইলেন: হেক্টর্‌ সহসা এজাক্স্‌কে সম্মুখীন দেখিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। এজাক্স্‌ সুবিশাল ঢাল বিস্তার পূর্ব্বক, নিবিড়ারণ্যে সিংহী যেমন আততায়িগণের আক্রমণ হইতে শাবককে রক্ষা করে, সেইরূপ নিহত বান্ধবের শবরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মেনিলস্‌ তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

লিসীয়-সেনাপতি নির্ভীক গ্লকস্‌ হেক্টরকে পলায়নপর দেখিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কহিলেন,—"এখন সে হেক্টর্‌ আর হেক্টর্‌ কোথায়? দেহ বীরোচিত হইলেও উহাতে পৌরুষ-লেশ নাই! বীরবর! এই কি বীরত্ব? নির্গুণ বীরনামের প্রয়োজন কি? যুদ্ধ ত পরিত্যাগ করিলে, এক্ষণে কিরূপে ধ্বংসপ্রায় ট্রয় রক্ষা করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। আর বিদেশীর উপর ভরসা নাই; তোমার নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তুমি আমার সৈন্যগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব, অকৃতজ্ঞ! আর কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে? তুমি মহাত্মা সার্পিডনের মৃত দেহ শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছ। ভূপতি ট্রয়ের জন্য জীবন

বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু হায়! তুমি তাঁহাকে শকুনির ভক্ষ্য করিলে! আমার অধীন যোধবৃন্দ এক্ষণে নিরস্ত হইয়া ট্রয়রাজ্য রসাতলগামী অবলোকন করুক। ট্রোজান্‌গণ যদি প্রাণপণে সহায়তা না করে, আমরা আর যুদ্ধ করিব না। হায়! যদি পেট্রোক্লসের শব আমাদের হস্তগত হইত, তাহা হইলে উহা পণস্বরূপ অর্পণ করিয়া সার্পিডনকে উদ্ধার করিতে পারিতাম। বৃথা বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন কি? যদি এজাক্স্‌ আগমন করে, মহাবীর হেক্টর্‌ ভয়ে বিচেতন হইবেন। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবারও সামর্থ্য তোমার নাই, নচেৎ পলায়ন করিবে কেন?” হেক্টর্‌ অরুণ নেত্রে লিসীয়নেতাকে নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন,—“এবার হেক্টর্‌কে কি এরূপ বীরের মুখে এরূপ তিরস্কার শুনিতে হইল? তোমাকে বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাকেও এ প্রকার অবমানিত করেন না। আমি কি এজাক্সের ভয়ে পলায়ন করিতেছি? আমার বাহুবলে তোমার এই মিথ্যা বাক্য প্রমাণিত হইবে। আমি রণ-কোলাহল ও রথনির্ঘোষ শ্রবণে নিরন্তর উল্লাস-সাগরে ভাসমান হইয়া থাকি। কিন্তু যোভের ইচ্ছা কে লঙ্ঘন করিবে! তিনি মুহূর্ত্তে সাহসীকে বিত্রাসিত ও ভীরুকে অসমসাহসিক করিয়া থাকেন। আর কালক্ষেপে প্রয়োজন নাই, আমার সহিত আগমন করিয়া হেক্টরের বাহুবল, যদি না দেখিয়া থাক, অবলোকন কর।” বীরেন্দ্র এই মাত্র বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যোধবৃন্দকে কহিলেন,—“ওহে ট্রোজান্‌, ডার্ডান্‌ ও লিসিয়ান্‌-গণ! স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বতন যশোরক্ষায়

প্রবৃত্ত হও। আমি অন্ত সখার অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া একিলিসের বর্ম্ম পরিধান করিব।" অরিন্দম এইমাত্র বলিয়া শিরস্ত্র-শিখাগুচ্ছ প্রকম্পিত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন এবং কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন, কতিপয় ট্রয়যোধ নিহত পেট্রোক্লসের সমরবেশ লইয়া পুরাভিমুখে গমন করিতেছে। কৃতান্ত-প্রেরিত হেক্টর্ দ্রুতপদে তাহাদের সন্নিহিত হইয়া, সেই দেবনির্ম্মিত কঞ্চুক পরিধান করিলেন।

প্রদীপ্ত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হেক্টর্ সদর্পে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছেন; বজ্রপাণির নয়নগোচর হইল। দেবেন্দ্র করুণার্দ্রচিত্তে অদৃষ্টফল চিন্তা করত মস্তক সঞ্চালনে দেবগিরি প্রকম্পিত করিয়া ক্ষোভভরে কহিলেন, -"হায়! হতভাগ্য! তুমি অদৃষ্টের দারুণ নির্ব্বন্ধ অবগত না হইয়া একিলিসের দেবদত্ত বর্ম্ম পরিধান করিলে। ক্রুদ্ধ দেবীনন্দন অচিরাৎ তোমাকে সখা-বিনাশের প্রতিশোধ অর্পণ করিবে। তথাপি আর এক দিন তোমার আয়ুঃকাল বৃদ্ধি করিলাম। তুমি অল্পক্ষণ মাত্র খ্যাতি লাভ করিয়া যমসদনে গমন কর।" ত্রিদশনাথ এই মাত্র বলিয়া শিরঃসঞ্চালন দ্বারা মুখনিঃসৃত বাক্য দৃঢ় করিলেন। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞায় সেই দেবশিল্পি-বিনির্ম্মিত বর্ম্ম হেক্টরের অঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। রাজকুমার যোভের প্রসাদে নব বল লাভ করিয়া বীরবৃন্দকে উৎসাহিত করিতে করিতে একিলিসের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যোধবৃন্দ তাঁহার প্ররোচনায় উন্মত্ত হইয়া এজাক্স্‌কে নিহত করিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইল।

এজাক্স্-সহচর মেনিলস্ ধাবমান অরি-প্রভঞ্জন দূরে নিরীক্ষণ করিয়া চকিত চিত্তে সপক্ষীয় রথিগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে সর্ব্বাগ্রে ক্রোধমত্ত অইলীয় এজাক্স্ দ্রুতপদে আগমন করিলেন; তাঁহার পশ্চাতে ধীরগতি স্থবির ইডোমিনুস্, তৎপরে রোষারুণ-নয়ন মহাবীর মেরিয়ন্; এইরূপে অসংখ্য যোধ গৌরবার্থী হইয়া দর্পভরে হেক্টর্‌কে আক্রমণ করিল। ট্রয়সেনাও সিংহনাদ করিতে করিতে তাহাদের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইল। যোভ্‌দেব ভক্ত পেট্রোক্লসের দেহ-রক্ষার জন্য রণস্থল অকস্মাৎ গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গ্রীক্‌গণ নির্জ্জিত হইয়া পলায়নপর হইলে, ট্রোজানদল জয়ধ্বনি করিতে করিতে হত পেট্রোক্লস্‌কে অধিকার করিল। তখন টেলামন্-নন্দন এজাক্স্ সপক্ষের লজ্জাজনক পরাভব দেখিয়া, ভীমমূর্ত্তি বরাহ যেমন অকস্মাৎ অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্যাধ-গণকে বিত্রাসিত করে, তদ্রূপ অগ্রবর্ত্তী শত্রুগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। এই সময়ে নির্ভীক হিপথাউস্ শবচরণে রজ্জু বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন; এজাক্স্ সেই অসমসাহসী তরুণ বীরের সশিরস্ত্র মস্তক খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

এইবার হেক্টর্ এজাক্সের প্রতি শূল সন্ধান করিলেন; এজাক্স্ ক্ষিপ্রগতিতে অপসরণ পূর্ব্বক সেই উড্ডীয়মান অস্ত্র অতিক্রম করিলে, তাহা মহাবল স্কিডিয়সের গ্রীবা বিদ্ধ করিয়া রক্তপান করিতে লাগিল। ক্রোধমত্ত এজাক্স্ বর্শাপ্রহারে ফোর্সিস্‌কে শমনাগারে প্রেরণ করিলেন। এই ভীষণ দৃশ্য-দর্শনে ট্রোজান্-গণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন এপলোদেব বৃদ্ধ দূত

মহামান্য পেরিফসের আকৃতি ধারণ করিয়া ইনিয়স্কে কহিলেন, —"রাজনন্দন! কহ, কি উপায়ে ত্রিদিবপতির কোপে ট্রয় রক্ষা করিবে? পূর্ব্বতন বীরগণ ধর্ম্মবলে সমর-জয় করিতেন; কিন্তু হায়! এক্ষণে তোমরা পরস্পর বৈরিভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক ট্রয় ধ্বংস করিতে অনুকূল ঈশ্বরকে বাধ্য করিতেছ"! ইনিয়স্ বৃদ্ধকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া, ছদ্মবেশী অমর বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং হেক্টরকে কহিলেন,—"এ কি লজ্জার কথা! আমরা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া নগরাভিমুখে পলায়ন করিতে করিতে বিনষ্ট হইব! বীর! আশ্বস্ত হও; সামান্য ব্যক্তি নহে, দেবতা আমাকে যোভের কৃপায় জয় লাভ হইবে বলিয়া গিয়াছেন।" বীর এইমাত্র বলিয়া বিপক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার দৃষ্টান্তে যোধবৃন্দ উৎসাহিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুগণকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল।

অনন্তর ইনিয়স্ ক্রোধভরে ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া লিয়োক্রিটস্কে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে রথী লিকোমিডি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে নারাচ সন্ধান করিলে, তাহা এপিসেয়নের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন গ্রীক্-যোধবৃন্দ অসংখ্য ঢাল বিস্তার পূর্ব্বক অভেদ্য ধাতু প্রাকারের ন্যায় শব বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এজাক্স্ ত্বরান্বিত হইয়া চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বয়ং সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে গ্রীক্ ও ট্রোজানের মৃত দেহরাশি শোণিত-নির্ঝর-স্রাবী ভূধরের ন্যায় পরিলক্ষিত হইল। গ্রীক্গণ প্রলয়ান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণপণে পেট্রোক্লসের শরীর রক্ষা

করিতে লাগিল। এই স্থানই কেবল অন্ধতিমিরে সমাচ্ছন্ন; অন্যান্য স্থলে বীরগণ তপনালোকে দেদীপ্যমান হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। পশ্চাদ্ভাগে নেষ্টরের পুত্রগণ পিলীয়বাহিনী সমভিব্যাহারে পেট্রোক্লসের মৃত্যুর বিষয় অবগত না হইয়া, বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এদিকে একিলিস্ নিজ শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক, দিনের ভীষণ দুর্দ্দৈব অবগত না হইয়া, প্রত্যাগতপ্রায় সমরবিজয়ী সখার সংবর্দ্ধনার্থ নানা প্রকার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার দিব্যাশ্বদ্বয় রথীকে হারাইয়া, অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সারথি অটোমিডন্ কোনক্রমেই তাহাদিগকে শিবিরে বা সমরে পরিচালন করিতে পারিলেন না। তুরঙ্গ-যুগল শুভ্রশিলা-বিনির্ম্মিত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় অটলভাবে অবস্থান করত অশ্রুপ্রবাহে ভূমিতল প্লাবিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোভ্‌দেব সবিষাদে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "ওরে হতভাগা হয়যুগল! তোরা জরামৃত্যুবশ না হইলেও নশ্বর মনুষ্যের সংবাসে বিষাদের অধীন হইয়াছিস্। যাহা হউক, হেক্টরকে বহন করিতে হইবে না; সারথি অটোমিডন্ নির্ব্বিঘ্নে তোমাদিগকে শত্রুমধ্য হইতে অপসারিত করিবে। যতক্ষণ দিবাকর অস্তমিত না হয়, ট্রোজানগণ আমার ইচ্ছায় সর্ব্বতো-ভাবে জয়লাভ করিবে।" করুণার্দ্র বজ্রপাণি এইমাত্র বলিয়া অশ্বদ্বয়কে স্বর্গীয় তেজঃ অর্পণ করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ রথশব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সারথি অটোমিডন্ রশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে শূন্য

রথোপরি আসীন রহিলেন। আল্‌সিমিডন্‌ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন,—"বীর! কোন্‌ দেবতার বলে বলবান্‌ হইয়া একাকী বিপক্ষমধ্যে অবস্থান করিতেছ?" অটোমিডন্‌ উত্তর করিলেন,—"আহা! আজি শুভক্ষণে বীরেন্দ্র আল্‌সিমিডন্‌কে নয়নগোচর করিলাম! গ্রীকের মধ্যে তোমার ন্যায় অশ্বচালনপটু ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। পেট্রোক্লসের জীবন লীলার অবসান হইয়াছে; অতএব তুমি ব্যতীত দিব্যাশ্বের যন্তা আর কে হইতে পারে? মিত্র! শীঘ্র আমার স্থানে আরোহণ কর।" আল্‌সিমিডন্‌ ত্বরান্বিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সূতকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

হেক্টর দূর হইতে শূন্য রথ অবলোকন করিয়া ইনিয়স্‌, ক্রোমিয়স্‌ ও এরিটসের সহিত তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নিরুপায় অটোমিডন্‌ প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করত সপক্ষীয় রথিগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; অনন্তর ক্রোধে নারাচ নিক্ষেপণ পূর্ব্বক এরিটস্‌কে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। হেক্টর অটোমিডনের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলে, তাহা তাঁহার মস্তক অতিক্রম করিয়া ভূগর্ভে নিহিত হইল। এইবার এজাক্স্‌দ্বয় দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে হেক্টর চকিতচিত্তে সহচরগণের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন। অটোমিডন্‌ বিপদ্‌মুক্ত হইয়া নিহত শত্রুর সমরসজ্জা গ্রহণ করত বরাহবিনাশী বিকটমূর্ত্তি মৃগরাজের ন্যায় এক লম্ফে রথারোহণ করিলেন।

বজ্রপাণি যোভ্‌ গ্রীক্‌গণের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগের

সহায়তা করিবার জন্য কুমারী মিনার্ভাকে প্রেরণ করিলেন। দেবী ফিনিক্সের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্পার্টাপতিকে কহিলেন,—"একিলিস্-সখার শরীর কি এই স্থানে শ্বাপদ-পক্ষীর ভক্ষ্য হইবে! গ্রীকের এই অপকীর্ত্তি কিছুতেই অপনোদিত হইবে না। তোমার জন্যই এই সমর সংঘটিত হইয়াছে; অতএব তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা কলঙ্কভাজন।" এট্রস্-নন্দন ক্ষোভভরে উত্তর করিলেন,—"পিতঃ! আপনি বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বিস্তর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। সেই হিতৈষী প্রিয়জনের উদ্ধার ব্যতিরেকে আমার অন্তরে আর কি বাসনা থাকিতে পারে? হেক্টর্ প্রলয়ানলের ন্যায় বীরবৃন্দকে দগ্ধ করিতেছে। আমার এই দুর্ব্বল ভুজে বল অর্পণ করুন, মিনার্ভা দেবীর নিকট আমার এই মাত্র প্রার্থনা।" সমরেশ্বরী প্রসন্না হইয়া মেনিলস্‌কে নববলে বলবান্ করিলেন। তখন নৃপতি সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হেক্টরের প্রিয় সহচর পোডিস্‌কে ভল্লাঘাতে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে এপলোদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এসিয়স্-পুত্র ভূপতি ফিনিক্সের বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক হেক্টর্‌কে কহিলেন;—"কুমার! আর কোন্ গ্রীক্ তোমার নাম শ্রবণে ভীত হইবে? যে মেনিলস্ সশস্ত্র থাকিলেও দুর্ব্বল ব্যক্তির ভয়াবহ নহে, তাহার নিকট পরাস্ত হইলে! সে ব্যক্তি একাকী সদর্পে শত্রুসজ্জা অপহরণ করিতেছে; আর আমাদের বীরবৃন্দ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান! তোমার প্রিয়সখা পোডিস্ সেই হীনবলের হস্তে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিহিংসা কোথায়?"

এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে হেক্টর্ ক্ষোভে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যোভ্‌দেব অশনি-নিস্বন

দ্বারা গ্রীক্‌গণকে ভগ্নোৎসাহ করিতে লাগিলেন। তাহারা কৃতান্ত-প্রতিম হেক্টরকে পরিহার করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মানব-কেশরী ইডোমেন্ হেক্টরের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া শেল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহা তাঁহার উরস্ত্রাণে আহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। এইবার হেক্টর্, উচ্চ স্যন্দনাসীন ক্রিটেশ্বরের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; সেই অব্যর্থাস্ত্র গর্জ্জন করিতে করিতে মেরিয়নের সারথিকে সংহার করিল। মেরিয়ন্ অগত্যা ইডোমিনুসের সম্মতিক্রমে সমর পরিহার পূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হইলেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে ট্রোজানেরা জয়লাভ করিতেছে, এজাক্স্ ইহা বুঝিতে পারিয়া পার্শ্বস্থিত এট্রস্-নন্দনকে কহিলেন,—"রাজন্! হায়! যোভ্ ট্রোজান্‌গণের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন, ইহা স্বনেত্রে কে না দেখিতেছে? দুর্ব্বল বা বলবান্, যে ব্যক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, বজ্রপাণি তাহা গ্রীকের হৃদয়ে নিহিত করিতেছেন! আমরা বৃষ্টিধারার ন্যায় অনর্গল শস্ত্র বর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছি না। হেক্টরের সিংহনাদ শ্রবণে অস্মদ্‌পক্ষীয় বীরবৃন্দ বিত্রাসিত। হায়! পেট্রোক্লসের দেহ সুনিশ্চয়ই শত্রুহস্তগত হইল! এক্ষণে পেলিডিসের নিকট দূত প্রেরণ করুন। দেবীনন্দন এই নিদারুণ সমাচার অবগত নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ এরূপ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দৌত্যকার্য্যকুশল কোন বীরকেই নয়নগোচর করিতেছি না। হে জগৎপতে! দাসের প্রতি কৃপা করিয়া তিমির অপসারিত কর। আমাকে নিরীক্ষণ করিতে দাও, অপর কিছু প্রার্থনা করি না। যদি হতভাগ্য গ্রীক্‌গণের ধ্বংসকালই উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে

তাহাদিগকে দিবালোকে মরিতে দাও।” এজাক্স্ এইমাত্র বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এজাক্সের এবংবিধ কাতর প্রার্থনায় দেবেন্দ্র করুণার্দ্রচিত্তে তমোজাল বিদূরিত করিয়া প্রখর তপনালোকে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তখন মেনিলস্ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, একিলিসের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিবার জন্য নির্ভীক এণ্টিলোকস্‌কে বিবিধ বাহিনী-মধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; ভূপতি কপোতান্বেষী শ্যেনের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, তরুণ বীর নেষ্টর্-নন্দন বামভাগে যুদ্ধ করিতেছেন। স্পার্টারাজ তাঁহাকে কহিলেন,—“ধর্ম্মাত্মন্! অগ্রসর হইয়া মর্ম্মান্তিক সমাচার শ্রবণ কর। তুমি সমরপরিবর্ত্তন নয়নগোচর করিয়াছ; পূর্ব্বনির্জ্জিত শত্রুগণ এক্ষণে জয়ী গ্রীক্‌দলকে বিদলিত করিতেছে! ইহাও প্রচুর নহে! বন্ধুবর পেট্রোক্লস্ আর নাই! হেক্টর্ সেই দিব্য পরিচ্ছদ অপহরণ করিয়াছে। তুমি এই মর্ম্মভেদী সমাচার একিলিসের গোচর করিয়া, তাঁহাকে বন্ধুদেহ রক্ষা করিতে বল।” অকস্মাৎ এই শোকবার্ত্তা শ্রবণে এণ্টিলোকস্ স্তম্ভিত হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; অনন্তর সারথি লেওডোকস্‌কে নিজ গুরুভার অস্ত্রাবলী সমর্পণ করিয়া, দ্রুতপদে ব্যূহমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। মেনিলস্‌ও পেট্রোক্লসের শব-রক্ষার্থে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এজাক্স্ স্পার্টাপতিকে কহিলেন,—“রাজন্! এস্থলে এরূপভাবে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কোন ফলোদয় নাই। আপনি, মেরিয়নের সাহায্যে শব উত্তোলন করুন; আমি আমার পরাক্রমী

সহোদরের সহিত হেক্টরের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।” তদীয় পরামর্শানুসারে বীরদ্বয় পেট্রোক্লস্‌কে উত্তোলিত করিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে ট্রোজানগণ সিংহনাদ করিতে করিতে অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করিল। মহাবল এজাক্স্‌ ও ধনুর্দ্ধর টিউসার অস্ত্র-সঞ্চালন পূর্ব্বক অনুগামী শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। বিপক্ষকর্ত্তৃক এইরূপে শত্রুশব অপহৃত দেখিয়া, দুর্জ্জয় হেক্টর ও মহাবল ইনিয়স্‌ সিংহনাদে অম্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া পশ্চাদ্গামী হইলেন। শ্যেনদর্শনে কপোত শ্রেণীর ন্যায় গ্রীক্‌ যোধবৃন্দ পরস্পর সংলগ্নভাবে পোতাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। ট্রোজানগণও অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। শবদেহে গমনপথ ও পরিখা পরিপূর্ণ হইল। যোভ্‌দেব এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত করিলেন। এখনও শত শত মনুষ্য সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সমরানলে ভস্মীভূত হইবে।

অষ্টাদশ কাণ্ড

ভল্কান্ কর্ত্তৃক নব বর্ম্ম-নির্ম্মাণ।

এইরূপে সমরানল পর্য্যায়ে প্রদীপ্ত ও নির্ব্বাণ হইতে লাগিল। এতক্ষণে নিদারুণ বার্ত্তাবহ নেষ্টর্-নন্দন হেলেস্পণ্টতীরে উপনীত হইলেন। একিলিস্ নিজ পোতের উপর বিরসমুখে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন,—"যুধ্যমান গ্রীক্-বীরগণ কি কারণে সমরস্থল পরিত্যাগ করিতেছেন? যে দিনে ভগবান্ আমাকে বিষাদসাগরে নিমজ্জিত করিতে চাহেন, সেই দিন কি অদ্য উপস্থিত হইল? থিটিস্‌দেবী বলিয়াছিলেন, মার্মীডনের মধ্যে এক মহাবীর নিহত হইবে, এক্ষণে বুঝিলাম পেট্রোক্লস্‌ই সেই ব্যক্তি! হেক্টরের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি বারবার তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম।" বীর এইরূপে ভাবী অমঙ্গল আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে এনটিলোকস্ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"পিলুস্-নন্দন! নিদারুণ সমাচার শ্রবণ কর; মহারথ পেট্রোক্লস্ নিহত। হেক্টরের কলেবরে তোমার সেই দুর্লভ তনুত্রাণ শোভা পাইতেছে।"

অকস্মাৎ এই মর্ম্মভেদী সংবাদ-শ্রবণে একিলিস্ শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ও সুদীর্ঘ কেশদাম পাংশুপরিপূরিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে বন্দিনী রমণীগণ শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। মহাবল নেষ্টরনন্দন বীরের মরণে বীরের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে হস্ত দ্বারা সেই আঘাত নিবারণ ও সান্ত্বনাদান করিতে লাগিলেন।

বহু দূরে গভীর জলধিগর্ভে স্ফটিকাসনাসীনা থিটিস্‌দেবী নন্দনের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জলচরকুলও দেবীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সমুদায় জলদেবী অশ্রুপাত ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সেই শোভন হর্ম্ম্যে উপনীতা হইলেন। অনন্তর শোকরুদ্ধকণ্ঠে থিটিস্ কহিলেন,—"ভগ্নীগণ! কি জ্বালায় থিটিসের প্রাণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ; যদি মানবী হইতাম, এ হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত; অমরীর ভাগ্যে এত দুঃখও থাকিতে পারে! এই অভাগীর জঠরে এক সুরবীর্য্যশালী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে ট্রয়যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছি; ভগ্নীগণ! নিয়তির নির্ব্বন্ধহেতু তাহার নিধনকাল উপস্থিত। ঐ শুন, সেই হতভাগ্যের আর্ত্তনাদে সিন্ধুতীর প্রকম্পিত হইতেছে। এক্ষণে আমি তাহার সান্ত্বনা করিতে যাইব।" দেবী এই বলিয়া অশ্রুমার্জ্জনপূর্ব্বক সাগরালয় পরিত্যাগ করিলেন। সিন্ধুবালাগণও রোদন করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বারিধি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পথ প্রদান করিলে,

তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে তীরে উত্তীর্ণা হইলেন। অমরী শোকাতুর নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! ঈশ্বর তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য গ্রীক্‌গণকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন, তবে আর আক্ষেপ করিতেছ কেন? তোমার যদি অপর কোন বিষাদ-বিষয় থাকে সত্বর প্রকাশ করিয়া বল।"

বীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"মাতঃ! এ যাতনা বজ্রপাণির উপশম করিবার সামর্থ্য নাই। হায়! আমার প্রাণাধিক পেট্রোক্লস্ নাই। কিন্তু আমি প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারিতেছি না। দেবগণ পিতা পিলুস্‌কে যে বর্ম্ম দান করিয়াছিলেন, তাহা বন্ধুনিহন্তা দুর্ম্মতি হেক্টর্ অপহরণ করিয়াছে। জননি! তুমি কেন মানবকে বরমালা অর্পণ করিয়াছিলে? যদি না করিতে, এই হতভাগ্য দুঃখানলে দগ্ধ হইবার জন্য তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিত না। অচিরাৎ আমি তোমার হৃদয়ে শোক-শল্য নিহিত করিয়া বীরশয্যায় শয়ন করিব। আমি আর জীবন ধারণ করিতে চাহি না। তবে বৈরনির্য্যাতনের জন্য অল্পক্ষণ মাত্র দেহভার বহন করিব। হেক্টরকে নিহত করিয়া আর মনুষ্যগণকে এ বদন দেখাইব না।" দেবী অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"পুত্র! হেক্টর্ নিহত হইলেই তোমার জীবনকাল সমাপ্ত হইবে।" বীর উত্তর করিলেন,—"হউক, যে মুহূর্ত্তে এই শোকসংবাদ আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই স্বদেশগমন বাঞ্ছা পরিহার করিয়াছি। হেক্টর-কর্ত্তৃক নিহত শত শত প্রেত আমার অগ্রে তাহার নিধন প্রার্থনা করিতেছে। আমার বীরদর্পে জগৎ সংসার প্রকম্পিত, আর আমি এক্ষণে আলস্য-ভার বহন করিতেছি!

হে কৃপাময় দেবগণ! আমার অন্তর হইতে সর্ব্বনাশ-মূল ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে বিদূরিত করিয়া আমাকে শান্তিদান কর। এগামেম্‌ননের সেই অবমাননা আমি বিস্মৃত হইয়াছি; এক্ষণে সমরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। নিয়তি অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জননি! আর নিবারণ করিও না; অচিরাৎ আমাকে অস্ত্র দান করিয়া সমরে প্রেরণ কর। আমি আমার মিত্রনিহন্তার পরাক্রম অবলোকন করিব। অদ্য রণাঙ্গন শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইবে।" থিটিস্ কহিলেন,—"কুমার! বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার বীরনামধারীর অবশ্য উচিত; কিন্তু কিরূপে উলঙ্গ অঙ্গে মহাযুদ্ধে গমন করিবে? তোমার সেই বর্ম্ম হেক্টর্ অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে ক্রোধানল সংবরণ পূর্ব্বক নিশা যাপন কর। আমি দেবশিল্পিবিনির্ম্মিত অপরূপ সজ্জা সহ কল্য প্রত্যুষেই আগমন করিতেছি।" অনন্তর দেবী ভগ্নীগণকে সাগরে প্রতিগমন করিতে কহিয়া, স্বর্গোদ্দেশে ব্যোমমার্গে আরোহণ করিলেন।

এদিকে গ্রীক্‌গণ হেক্টর-সেনাকভৃক নিপীড়িত হইয়া, হেলেস্‌পণ্টের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা এখনও পেট্রোক্লসের মৃতদেহ শত্রুর দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিতে পারিল না। পশ্চাতে হেক্টর্ সহকারী মহারথগণের সহিত পক্ষক্ষেত্রে দাবানলের ন্যায় তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমবেত রাখালগণ সর্ব্বপ্রযত্নেও শোণিতমত্ত কেশরীকে হতপশু হইতে বিতাড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ এজাক্স্-প্রমুখ গ্রীক্‌বীরবৃন্দ দুর্জ্জয় হেক্টর্‌কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। জুনো

গ্রীক্‌গণের বিপদ দেখিয়া অবিলম্বে আইরিস্ দেবীকে মর্ত্তাধামে প্রেরণ করিলেন। দেবদূতী বাত্যাবেগে একিলিসের শিবিরে অবতীর্ণা হইয়া কহিলেন,—"পিলুস্‌পুত্র! শীঘ্র উত্থিত হও। বন্ধু-দেহ উদ্ধার করিতে আর ক্ষণবিলম্ব করিও না। হেক্টর্ সেই শব মাংসাশিনিকরকে সমর্পণ করিবে; অতএব বন্ধুর দুর্গতি ও নিজ অপমান অপনোদন কর।" বীর ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—"তোমার বাক্য বৃথা; সজ্জা নাই, কিরূপে যুদ্ধ করিব? এক্ষণে অনিচ্ছায় আমাকে মাতার আগমন-কাল প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।" দেবী কহিলেন,—"সজ্জায় প্রয়োজন নাই; তুমি ভীতি-বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে প্রবেশ কর। একিলিস্! তুমি কেবল পরিখাপারে গমন কর; বিপক্ষগণ তোমার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনেই পলায়ন করিবে। তোমার ভীম নয়নের কটাক্ষ দেখিয়া গ্রীক্‌গণ উৎসাহভরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।" দেবদূতী এই মাত্র বলিয়া বায়ুতে বিলীনা এবং একিলিস্‌ও উত্থিত হইলেন। সমরেশ্বরী পালাস্ তাঁহাকে দিব্য তেজঃ প্রদান করিলে, তাঁহার মস্তকোপরি সমগ্র নভোদেশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রখর পাবক প্রজ্বলিত হইল। বীর প্রাকারশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিলেন এবং রণেশ্বরী চীৎকারদ্বারা সেই নিনাদ প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। বজ্রস্বনাতিক্রমী সেই মহারাব উত্থিত হইবামাত্র, ধরাতল প্রকম্পিত, অশ্বদল ভূপতিত ও যোধবৃন্দ স্তম্ভিত হইল। একি-লিস্ তিনবার বিকট চীৎকার করিলেন। গ্রীক্‌গণ অবাধে সেই বিবাদমূল শব অধিকার করিল এবং সুরম্য খট্টিকায় স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

অংশুমালী জুনোর আজ্ঞানুসারে গ্রীক্‌গণকে রণশঙ্কামুক্ত করিয়া অনিচ্ছায় বারিধিগর্ভে প্রবেশ করিলেন। ট্রোজান্‌রথিবৃন্দ অশ্বচয়কে বিমোচিত করিয়া শশব্যস্তে এক স্থানে মিলিত হইলেন; ভয়বশতঃ উপবেশন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মন্ত্রণার কোন কারণ ছিল না; কেবল অকস্মাৎ একিলিসের ভীমমূর্ত্তি দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। সকলেই নীরব। অনন্তর হেক্টরের বয়স্য দৈবজ্ঞ পোলিডেমাস্ মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন,—“বন্ধুগণ! তোমরা কি বিবেচনা করিতেছ? আমি কিন্তু কল্য রজনী প্রভাতা না হইতেই শিবির উত্তোলন করিব। এস্থলে অবস্থান আর যুক্তিসঙ্গত নহে। একিলিসের সহিত সম্রাটের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই কৃতান্তপ্রতিম বীর নিশ্চয়ই ট্রয় ধ্বংস করিবে। আমার পরামর্শানুসারে অরুণোদয় না হইতেই নগরে প্রবেশ কর; নতুবা নিস্তার নাই। সুযুক্তি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। আমাদের যোধবৃন্দ কল্য প্রাতঃকালে প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া অস্ত্রবৃষ্টি করিতে থাকুক। সেই দুর্জ্জয় গ্রীক্‌-বীর সহস্র বার প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিবে না; ফলতঃ আপনিই ক্লান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।” হেক্টর্ অবজ্ঞা সহকারে উত্তর করিলেন,—“সসৈন্যে প্রাকারাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? বীরগণ! নয় বর্ষকাল নগরমধ্যে অবস্থান করিয়াও কি প্রচুর বিবেচনা করিতেছ না? আমরা দীর্ঘকাল পুরমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, রত্নাকর ট্রয়ের বিপুল ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়াছি। শত্রুগণের ও দস্যুদলের পুনঃ পুনঃ

আক্রমণই আমাদের যুদ্ধপ্রবৃত্তির কারণ। যোধবৃন্দকে কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। প্রভাতমাত্রই গ্রীক্‌পোত পুনঃ রাক্রমণ করিব। অপক্ষপাতী সমরেশ্বরের অনুগ্রহে একিলিস্ নিহত হইবে। হেক্টর্ সেই দুর্ম্মতির ভয়ে ভীত নহে।” জ্ঞানেশ্বরী কর্তৃক হতজ্ঞান বীরবৃন্দ হেক্টরের এই অনর্থকর বাক্য অবিবেচিত-ভাবে গ্রহণ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

সুদীর্ঘা তামসী নিশায় একিলিসের নিদ্রা নাই। তিনি নিহত সখাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; অনন্তর হৃত-শাবক কেশরী যেমন শূন্যগুহা দর্শনে গভীর আর্ত্তনাদে বনস্থল প্রকম্পিত করে, শোকক্ষিপ্ত দেবীসুতও সেইরূপ আস্ফালনসহ-কারে মার্মিডন্‌গণকে কহিলেন,—“হায়! স্থবির মেনিটিয়সের নিকট আমার পুত্র সমর্পণরূপ অঙ্গীকার কি বৃথা হইল? বিধাতা দুর্ভাগ্য মনুষ্যের চিরপোষিত অভিলাষ ছিন্ন করিয়া থাকেন! ট্রয় আমাদের উভয়েরই রক্তপান করিবে; আমার জন্যও অভাগী জননী ও জরাতুর জনক অশ্রুপ্রবাহে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিবেন; তবু পেট্রোক্লস্! ক্ষণকাল এই পাপ ধরণীধামে অবস্থানপূর্ব্বক তোমার অন্ত্যেষ্টিসম্পাদন ও হেক্টরের মস্তক উপহার অর্পণ করিব। তোমার চিতাপার্শ্বে সদ্বংশজাত দ্বাদশ ট্রয়বীর নিহত হইবে; অনন্তর আমি মহাপ্রস্থান করিব।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া অনুচরগণকে বন্ধুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিলেন। কিঙ্করগণ যত্নসহকারে শব কোষ্ণজলে ধৌত, সুগন্ধিতৈলে চর্চ্চিত ও শুভ্রবস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ত্রিদশালয়ে স্বর্গপতি মহিষী জুনোকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, "অয়ি দয়িতে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণা হইল। গ্রীক্‌গণের সৌভাগ্যক্রমে পিলুস্‌নন্দন সমরে আগমন করিতেছে। প্রিয়ে! বল দেখি, ঐ পরম ধার্ম্মিক জাতি কি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" ঈশ্বরপ্রিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে উত্তর করিলেন,—"আপনার এ কেমন বাক্য? আমি গ্রীক্‌গণকে কি এমন সাহায্য করিয়াছি? এরূপ যুদ্ধে কি তাহারা মনুষ্যবুদ্ধিবলে বিজয়ী হইতে পারে না? আমি বজ্র-পাণির বনিতা ও স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরী; আমার কি একটীও প্রদেশ শাসন করিবার অধিকার নাই?"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে সিন্ধুবালা গজেন্দ্রগমনে জ্যোতির্ম্ময় হর্ম্ম্যরাজি-পরিশোভিত ভল্কান্-ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেবশিল্পিপত্নী চেরিস্ সহসা থিটিস্‌কে গৃহাগতা দেখিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কর ধারণ করিলেন এবং মধুর বচনে কহিলেন,—"দেবি! অসময়ে এ অনুগ্রহ কেন? এস, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের তুচ্ছ উপহার আস্বাদন কর।" দেবী এইমাত্র বলিয়া সিন্ধুবালাকে তারকামণ্ডিত সমুন্নত আসনে উপবেশন করাইলেন এবং রম্য পাদপীঠ অর্পণ করিয়া ভল্কানকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "কান্ত! সিন্ধুদুহিতার অনুমতি শ্রবণ কর।" অগ্নিদেব উত্তর করিলেন,—"বারিধি-বাসিনী থিটিস্ আমার স্নেহ ও পূজার পাত্রী। জননী আমার কদাকার দেহ দর্শনে ক্রুদ্ধা হইয়া নিক্ষেপ করিলে, এই দয়াবতী আমাকে শ্বেতবক্ষে ধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল, এই হিতৈষিণী দেবীর আগমনে আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা

প্রদর্শন করি? থিটিস্! এক্ষণে পূজা গ্রহণ ও ভক্ষ্য দ্রব্য আস্বাদন করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। আমি শিল্পকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত হইতেছি।” ভল্কান্ এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে গমনপূর্ব্বক মলদূষিত অঙ্গ ধৌত ও সুলোহিত রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অবিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন; অনন্তর থিটিসের পার্শ্বে সমুজ্জ্বলসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিলেন,—“দেবি! আমি ধন্য। বহুকাল পরে কোন্ প্রয়োজনে এ ভবনে তোমার আগমন হইয়াছে? শ্বেতাঙ্গিনি! আদেশ কর, আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিয়া সুখানুভব করি।”

সুরনারী অশ্রুপাত করিতে করিতে উত্তর করিলেন,—“ভল্কান! আমার ন্যায় অভাগ্যবতী অমরীমধ্যে আর কে আছে! হায়! আমাকে দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মানবের বনিতা হইতে হইল! আমার গর্ভে এক অমিত-বিক্রম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; আমি সেই অল্পায়ুঃ নন্দনকে ট্রয়যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছি। গ্রীক্ সম্রাটের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, সে এতকাল নিশ্চেষ্টভাবে স্বশিবিরে অবস্থান করিতেছিল; সংপ্রতি সজাতীয়গণের পরাভব দর্শনে, অভিমানবশতঃ আপনি না আসিয়া, সখাকে নিজ বর্ম্মাদি অর্পণ করত সমরে প্রেরণ করে। হেক্টর্ তাহাকে নিহত করিয়া সেই সমুদায় অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে অস্ত্রাভাবে সেই দুর্ভাগ্য প্রতিশোধ প্রদানার্থ যুদ্ধে আসিতে পারিতেছে না; অতএব তুমি সমর-সজ্জা নির্ম্মাণ করিয়া আমার কালগ্রস্ত নন্দনের বীরকীর্ত্তিলাভের অবসর দাও।” দেবশিল্পী কহিলেন,—“দেবি! বিষাদ পরিহার কর। শক্তি থাকিলে

আমি নিষ্ঠুরাঘাত নিবারণ করিয়া তোমার সুতের নিয়তির পরিবর্ত্তন করিতাম। এক্ষণে তোমার আদেশে অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব চমৎকার আয়ুধনিকর অবিলম্বে নির্ম্মাণ করিতেছি।” দেব এই মাত্র বলিয়া সত্বর কর্ম্মস্থানে প্রতিগমন করিলেন। প্রভুর আদেশ মাত্র লৌহভস্ত্রাকুল তুমুল গর্জ্জন সহকারে অগ্নিকুণ্ডে ফুৎকার করিতে লাগিল। বিংশতি অনলাধার যুগপৎ প্রজ্বলিত হইল। দেব সন্দংশদ্বারা স্তূপাকার স্বর্ণাদি ধাতু ধারণ করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন; সেই প্রবল আঘাত-শব্দে সমগ্র নভঃস্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

দেব সর্ব্বাগ্রে নানা কারুকার্য্যসমন্বিত সুবিশাল ঢাল নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন। তাহার জাজ্বল্যমান সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে পৃথিবী, রত্নাকর, আকাশ, আদিত্য চন্দ্রমা, নক্ষত্রনিচয়, ছায়াপথ ও রাশিচক্র শোভা পাইতে লাগিল। তাহার এক পার্শ্বে ভীষণ বিগ্রহদৃশ্য ও অন্য প্রান্তে শান্তির সুখময়ী মাধুরী। স্থানে স্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত পাণ্ডুর পক্কশস্য-ক্ষেত্র, হরিদ্বর্ণ দ্রাক্ষাবন এবং গোপাল-পরিশোভিত গোষ্ঠরাজি নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে লাগিল; বৃষগুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত, যেন তাহারা বিষাণ উত্তোলন পূর্ব্বক নিনাদ করিতেছে। দেবশিল্পী অপূর্ব্ব ঢাল নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিয়া, তাহা রজতময় বারিধি দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। অনন্তর ভল্কান্ সমরসাধন বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ-প্রভৃতি সমুদায় নিমেষে নির্ম্মাণ করিয়া থিটিসের চরণে সমর্পণ করিলে, দেবী পুলকিত চিত্তে অমরাবতী পরিহার পূর্ব্বক শ্যেনবেগে মর্ত্ত্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ কাণ্ড

এগামেম্‌ননের সহিত একিলিসের মিলন।

মোহিনী উষা অঙ্গচ্ছটায় সিন্দূরীর রঞ্জিত করিবামাত্র থিটিস্-দেবী অমরবিরচিত সমরসজ্জা লইয়া পুত্রসকাশে উপনীতা হইলেন। তখন একিলিস্ মৃত সখাকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। দেবতার আগমনে স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। দেবী কোমল করে নন্দনকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "বৎস! পরিতাপ করিও না; তোমার এই বিষাদ মনুষ্য হইতে নহে, দেবতা-প্রদত্ত। এই ভস্কান-বিরচিত ভুবন-দুর্ল্লভ সমর-সামগ্রী অবলোকন কর!" বারিধি-নন্দিনী এইমাত্র বলিয়া সজ্জা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার কঠোর ঝঙ্কার শ্রবণে ও প্রখর দীপ্তি দর্শনে মার্মিডনগণ চমকিত হইয়া নয়ন আবৃত করিল। একিলিস্ নির্নিমেষ নয়নে সেই অপূর্ব্ব সজ্জা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগ্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত

হইতে লাগিল। বীর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুরশিল্পী-বিনির্ম্মিত প্রহরণরাজি হস্তে লইয়া পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করত কহিলেন,—"দেবি! এই সমুজ্জ্বল সজ্জা দেবতার অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিতেছে। তবে আমি অচিরাৎ সমর-গমন করিব; কিন্তু জননি! হায়! আমার সখা-কলেবর কি দুষ্ট কীট কর্ত্তৃক বিদূষিত হইবে?" দেবী উত্তর করিলেন,—"বৎস! বৃথা আশঙ্কা করিও না; হত বীর-শরীর বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিতের ন্যায় অবিবর্ণ ও রক্তপূর্ণ থাকিবে। একিলিস্! যাও, গ্রীক্‌গণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হও। অতঃপর সমরে প্রবৃত্ত হইও, ঈশ্বর তোমাকে বলবীর্য্য দান করিবেন।" দেবী এইমাত্র বলিয়া শবের নাসিকায় অমৃত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করিলেন।

মাতৃবাক্যে একিলিস্ বিকট হুঙ্কারে সমগ্র দেশ প্রকম্পিত করিয়া ধাবমান হইলেন। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণে ইতর সাধারণ জনগণ চিরপরিত্যক্ত প্রবীরের দর্শন-লালসায় ঊর্দ্ধশ্বাসে আগমন করিতে লাগিল। এমন কি, আহত টিডাইডিস্ ও উলেসিস্ বর্শাদণ্ডে নির্ভর করিয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আঘাতকাতর এগামেম্‌নন অতি-কষ্টে অগ্রসর হইয়া একিলিস্‌কে মন্ত্রণামণ্ডপে সুরম্যাসনে উপবেশন করাইলেন। দেবীনন্দন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে পৃথিবীর অলঙ্কার মহীপাল! যদি ডায়ানাদেবী আমাদের সর্ব্বনাশকর বিরোধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে সুতীক্ষ্ণ শায়ক-নিক্ষেপ দ্বারা সেই বিবাদ-মূলীভূতা রমণীর হৃদয় বিদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে আপনার, আমার ও সমগ্র গ্রীক্‌যোধবৃন্দের মঙ্গল হইত! তাহা হইলে অসংখ্য বীর নিহত

ও রক্তস্রোতে ভূমণ্ডল প্লাবিত হইত না। এক্ষণে যথেষ্ট হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার অন্তর হইতে সেই ঘৃণাবহ মনোমালিন্য প্রক্ষালিত করিয়াছি। হায়! আমি ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য হইয়া কেন অশান্তির চিরকিঙ্কর হইব? আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলাম; চলুন, সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুশোণিতে ট্রয়-দেশ প্লাবিত করি। এক্ষণে অবধারণ করুন, অরিসেনা এই নিশাযোগে ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে কি না। আমার বোধ হয়, তাহাদের নেতা নিশ্চয়ই আমার বীর্য্য অবগত হইয়া পুরমধ্যে পলায়ন করিয়াছে।” পেলিডিসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে গ্রীক্‌গণ উল্লাসভরে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ অর্পণ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র সিংহাসন হইতে উত্থিত না হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—“যোধগণ! ক্ষণকালের জন্য কোলাহল পরিত্যাগ কর। অসময়ে প্রশংসা বা আনন্দধ্বনি দ্বারা বক্তার বড়ই অপকার হইয়া থাকে। এই বিবাদে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রতিকূল ভাগ্য আমার অন্তরে ক্রোধ অর্পণ করিয়া এই মহানর্থ সংসাধন করিয়াছেন। আমার সাধ্য কি যে বিধাতার ইচ্ছা লঙ্ঘন করি। স্বয়ং যোভ্‌-দেবও অদৃষ্টের শাসন-বহির্ভূত নহেন। বীরেন্দ্র! এই হৃত-বীর্য্য ব্যক্তির এক্ষণে কিসে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমার ধন-জন-বিভব-সম্পদ্ সকলই তোমার আয়ত্তাধীন। উলেসিস্ যে সকল উপহার-দ্রব্য অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন, তৎসমুদায় এক্ষণে তোমায় প্রদত্ত হইবে। হে অরিত্রাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অস্ত্র ধারণ কর।”

একিলিস্ উত্তর করিলেন,—“সম্রাট্! আপনার অধিকার

সুদূরব্যাপী। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত উপহারের অর্পণ বা অনর্পণ এক্ষণে আমার উভয়ই তুল্য। আমাকে সমরাভিলাষী জানিবেন। আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এবার গ্রীক্‌বীরবৃন্দ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অকুতোভয়ে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হউন।” পিলুস্‌-নন্দন নিরস্ত হইলে, জ্ঞানাকর হিতবাদী উলেসিস্‌ উত্তর করিলেন,—“কুমার! তুমি পরিশ্রমে ক্লান্ত না হইলেও, গ্রীক্‌-গণের বিশ্রামের আবশ্যকতা আছে। তুমি দেববলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, যুদ্ধ নিশ্চয়ই দীর্ঘকালব্যাপী হইবে। সাহস দৈহিক বল হইতে উৎপন্ন হয়, আবার সেই দৈহিক সামর্থ্য আহারসম্ভূত; অতএব অগ্রে যোধবৃন্দকে আহার দ্বারা বলবান্‌ হইতে আদেশ কর। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত উপায়নদ্রব্য অবিলম্বে সেই বিবাদীভূতা রমণীর সহিত সর্ব্বসমক্ষে সমর্পিত হউক। রাজেন্দ্র! আমার বিনতি শ্রবণ করুন, বিবেচনা ও বিচারের ব্যভিচার করিয়া আর আধিপত্য করিবেন না। অবমানিত যোগ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করা ভূপতির পক্ষে অবশ্যই প্রশংসার কার্য্য।” রাজেন্দ্র উত্তর করিলেন,—“আপনার ন্যায্য বাক্যে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে পোতমধ্য হইতে উপহারদ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক রাজনন্দনকে অর্পণ করা হউক। ধর্ম্মমতি টাল্‌থিবিয়স্‌ যোভ্‌-দেবের উদ্দেশে বলিদানের জন্য শীঘ্র বরাহ আনয়ন করুন।” একিলিস্‌ কহিলেন,—“নরবর! যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, সময়-ক্রমে এ সব করিবেন। আমাদের বীরবৃন্দ হেক্টরের নিদারুণ প্রহারে উদ্ধনেত্রে অঙ্গনে পতিত রহিয়াছেন। অচিরাৎ প্রতিহিংসা আবশ্যক। আমার একান্ত অভিলাষ, এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধারম্ভ করি।

মহারাজ! অগ্রে সমরবিজয় করিয়া গীতবাদ্যপানাশনে উৎসব করিবেন। যতক্ষণ আমার রক্তপিপাসা প্রশমিতা না হয়, এই রসনা কদাচ আহার আস্বাদন করিবে না। হায়! আমার প্রাণাধিক সখা নিহত হইয়াছে। আমি প্রতিশোধ দিব। এই অন্তরে অন্য কোন চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। সমরই আমার উৎসব, মুমূর্ষুর রক্তপাত ও আর্ত্তনাদ আমার পক্ষে পানাশন ও সঙ্গীত।"

উলেসিস্ একিলিস্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে অমানুষবীর্য্যশালিন্ রাজনন্দন! তুমি সতত সমরক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিলেও, প্রাজ্ঞতা ও জ্ঞান আমার আয়ত্তাধীন। আমি যে উপদেশ দিতেছি, অন্তরে বুঝিয়া দেখ। যুদ্ধে বীরের তৃপ্তি-লাভ শীঘ্রই হইয়া থাকে। রণস্থল শবপূর্ণ ও শোণিতাপ্লুত করিয়া বিশেষ লাভ কি? প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধৃবর্গকে পর্য্যায়ে বিজয়-লক্ষ্মী বরণ করিয়া থাকেন; বিধাতা প্রতিকূল হইলে, দিগ্বিজয়ীও সমরশায়ী হয়েন। প্রত্যহ অসংখ্য বীর জীবন পরিত্যাগ করিতে-ছেন; অনন্তকাল ক্রন্দন করিলেও সে দুঃখের অন্ত নাই। চির-কাল শোক-ভোগ করা কি কর্ত্তব্য? গ্রীকগণ বিষাদে উপবাস করেন না। কালপূর্ণ প্রিয়জনের নিধনে এক দিনমাত্র শোক-প্রদর্শনই যথেষ্ট। আমরা এক ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি-সম্পাদনপূর্ব্বক অবিলম্বে অন্য ব্যক্তিকে লইয়া যাইতেছি। এক্ষণে বলাধানের জন্য প্রচুর পরিমাণে আহার কর। সৈন্যগণ অশন ও বিশ্রাম দ্বারা বলবান্ হইয়া বিপক্ষ-সংহারে ধাবমান হইবে; কাহাকেও আহ্বান করিতে হইবে না। আমরা সকলে সমকালে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিব।"

অনন্তর এগামেম্‌নন্‌ বিবিধ মহার্ঘ উপহার দ্বারা একিলিসের সংবর্দ্ধনা করিয়া, অর্চ্চনা-ভূতবলি প্রভৃতি ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া প্রার্থনা করিলেন,— "হে জগতকারণ সর্ব্বদর্শিন্‌ দয়াময় যোভ্‌! তুমি সাক্ষী। হে মাতঃ বসুন্ধরে, হে দীপ্তদেহদিবাকর, হে অধোলোকনিবাসিন্‌ মিথ্যাবাদিগণের দণ্ডদাতঃ অমরগণ! আমি একান্তমনে একিলিস্‌কে পূর্ব্বাপহৃতা কুমারী সমর্পণ করিলাম। আমি তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে ক্ষণকালের জন্যও ভাবি নাই। যদি এই বাক্য মিথ্যা হয়, এই দণ্ডেই আমার মস্তকে বজ্রপাত হউক।" মহীপতি এইমাত্র বলিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা বলি-বরাহকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পূতাত্মা টাল্‌থিবিয়স্‌ মৎস্যগণের আহারের জন্য সেই দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

একিলিস্‌ সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "গ্রীক্‌গণ! বিধিলিপিই অনর্থের মূল কারণ; নতুবা আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতাম না; এবং বিজ্ঞ মহীপতিও রমণীহরণে প্রবৃত্ত হইতেন না। জগৎসংসার যোভের ইচ্ছাশৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁহারই অভিলাষে গ্রীক্‌গণের নিধন উপস্থিত হইয়াছে। বীরগণ! যাও, ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, একিলিস্‌ ততক্ষণ অপেক্ষায় রহিল।" পেলিডিসের বচনে সভাভঙ্গ হইল; সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। একিলিস্‌ দ্রব্যসম্ভার ও মূর্ত্তিমতী রতিপ্রতিমা ব্রিসিস্‌কে লইয়া নিজ শিবিরে আগমন করিলেন। যুবতী রূপপ্রভায় মণ্ডপ আলোকিত করত মন্থরগমনে গমন করিয়া প্রাণহীন পেট্রো-ক্লসকে অবলোকন করিল; এবং বক্ষে করতাড়ন করিতে করিতে

অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল সিক্ত করিয়া কহিল, "হায়! যুবক! তোমার অন্তর দয়াবিগলিত। তুমি নিরন্তর আমাকে সান্ত্বনা করিতে। আমি তোমাকে প্রফুল্ল ও জীবিত দেখিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রাণহীন ধূলিধূসরিত অবলোকন করিতে হইল! এই অভাগীর অদৃষ্টক্রমে শোকের উপর শোক উপস্থিত হইতেছে। এক দিনেই আমার তিন প্রাণাধিক সহোদর কালকবলে প্রবেশ করিয়াছে। তুমি আমাকে ধরাসন হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক অশ্রু-ধারা মুছিয়া দিয়াছ। সখে! তুমি আমাকে একিলিসের প্রেয়সী করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে; তোমার অভিলাষ ছিল, মহা-সমারোহে আমাকে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী করিয়া রাজ্যেশ্বরী করিবে। তুমি পরদুঃখে নিরন্তর কাতর; তোমারই জন্য আজি আমার অশ্রুধারা প্রবাহিতা হইতেছে; অতএব ইহা উপহার স্বরূপ গ্রহণ কর।" রূপসীর বিলাপ শ্রবণে অপর বন্দিনীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাজগণ একিলিস্‌কে বেষ্টন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বীর কিছুতেই সুস্থ হইতে পারি-লেন না। এগামেম্‌নন্‌, মেনিলস্‌, নেষ্টর, ইডোমিন্যুস্‌, উলেসিস্‌, এবং ফিনিক্সের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও একিলিস্‌ জল স্পর্শ করিলেন না। ক্রোধান্ধ ও শোকার্ত্ত দেবীনন্দন কখনও করুণস্বরে ক্রন্দন, কখনও বা বিকট হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বীর পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—"পেট্রোক্লস্‌! তুমিও এই শিবিরে উৎসব করিয়াছ। তোমার সহবাসে ও অমৃতময় বাক্যে আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত ছিলাম; কিন্তু, হায়! এক্ষণে তোমাকে কালকবলে সমর্পণ করিয়া কিরূপে উৎসবে প্রবৃত্ত হই?

আমার অদৃষ্ট দুঃখপরম্পরা-পরিপূর্ণ। অতিবৃদ্ধ পিতৃদেব জীবিত; প্রাণাধিক একমাত্র শিশুপুত্র পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া বহু দূরে অবস্থান করিতেছে; হয় ত উভয়েই ইহ জগতে নাই। আমি নিরন্তর উৎকণ্ঠাভার বহন করিয়া এই দগ্ধ জীবন অতিবাহিত করিতেছি। ভাবিয়াছিলাম, ভাগ্য একিলিস্‌কে সংহার করিয়া সখাকে রক্ষা করিবে; আমার আশা ছিল, পেট্রোক্লস্‌ আমার পুত্রহীন জনক ও পিতৃহীন তনয়কে প্রতিপালন করিবে। স্থবির পিলুস্‌ আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না; তিনি পুত্রবিরহে অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন।" একিলিসের এই বিলাপ শ্রবণে নরপতিগণ অধীরান্তরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বজ্রপাণি বীরবৃন্দের বিগলিত বাষ্পবারি অবলোকন করিয়া, মিনার্ভাদেবীকে কহিলেন, "পুত্রি! একিলিসের প্রতি কি তোমার কৃপা নাই? তুমি কি এইরূপে বীরজনকে পরিত্যাগ করিয়া থাক? ঐ দেখ, সেই হতভাগ্য সখাবিরহে রোদন করিতেছে; যাবৎ অনশন উহার সামর্থ্য হরণ না করে, যাও, অবিলম্বে সুধাধারা বর্ষণ কর।" বজ্রীর আদেশমাত্র চারুনেত্রা অমরী চপলাগমনে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন; অনন্তর অলক্ষিতে একিলিসের গাত্রে পীযূষ-বৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

বিবিধ বাহিনী শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিল। তাহাদের ভাস্বর ঢাল, প্রদীপ্ত শিরস্ত্রাণ ও সমুজ্জ্বল অস্ত্রনিচয় নভঃস্থল দেদীপ্যমান করিয়া তুলিল। রথাশ্বগণের তুমুল পদক্ষেপে মেদিনীমণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বীরেন্দ্র একিলিস্‌ দেবনির্ম্মিত অনলপ্রভ অক্ষয় কবচ পরিধান

পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় সেনামধ্যে অবস্থান ও অধীরতা সহকারে নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম অপূর্ব্ব ঢাল সহস্র কিরণে নৈশ তিমির অপনোদিত করিল। বলবান্ আল্‌সিমস্ ও দুর্জ্জয় অটোমিডন্ দিব্যাশ্বদ্বয়কে সমুন্নত রথে সংযোজিত করিলেন। একিলিস্ এক লম্ফে সেই উত্তুঙ্গ স্যন্দনোপরি আরূঢ় হইয়া রথস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র দিব্যাশ্বযুগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে জ্যান্থস্! হে বেলিয়স্! যদি তোমরা অনশ্বর বংশে প্রসূত হইয়া থাক, তবে সমীরবেগে ধাবমান হইয়া সংগ্রাম কালে রথীকে রক্ষা কর। আমাকে বিপক্ষ-মধ্যে লইয়া চল, পেট্রোক্লসের ন্যায় প্রভুকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিও না।" একিলিসের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে তেজস্বী জ্যান্থস্ কম্পিত কলেবরে গ্রীবা আনত করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। জুনো দেবীর মায়ায় তুরঙ্গরাজ বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কহিল, "একিলিস্! বিপক্ষদলকে বিদলিত করিবার জন্য আজি আমরা তোমাকে বহন করিব; কিন্তু তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত; তাহা আমাদের অপরাধে নহে, বিধাতার বিধানে। আমাদের অবহেলায় পেট্রোক্লসের মৃত্যু হয় নাই; তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল; আমরা যদি গমনবেগে সমীরণকেও পরাস্ত করি, অথবা পশ্চিম-পবনে নির্ভর করি, সমুদায়ই ব্যর্থ জানিও তোমার আর পরমায়ুঃ নাই, অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যের হস্তে তুমি বিনষ্ট হইবে।"

অশ্বের ক্ষণিক কণ্ঠস্বর চিরতরে নিরুদ্ধ হইলে, একিলিস্

ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—"যাহা হইবার হউক; আমি ভাবি-বাণীতে ভীত নহি। আমি আমার অদৃষ্ট অবগত আছি; আর আমাকে জন্মভূমি অবলোকন করিতে হইবে না! যথেষ্ট! মনুষ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। অগ্রে ট্রয় বিনষ্ট হউক।" বীর এইমাত্র বলিয়া সমরে ধাবমান হইলেন।
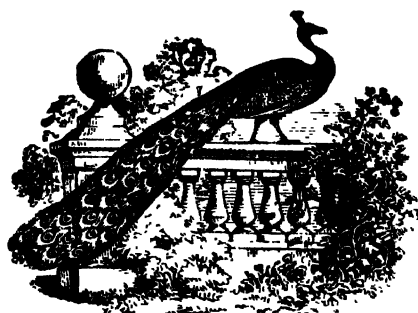
বিংশ কাণ্ড।

দেবযুদ্ধ ও একিলিসের বীরত্ব।

এইরূপে বীরপুত্রগণ মহারথ পেলিডিস্‌কে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলে, ট্রয়সেনা সন্নিহিত উচ্চ ভূমি হইতে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেবরাজ সমগ্র দেবতাবৃন্দকে আহ্বান করিবার জন্য থিমিস্‌কে অনুমতি করিলেন। দেবীর আহ্বানমাত্র ত্রিদশগণ শশব্যস্ত হইয়া শতশৃঙ্গ-অলিম্পাস্‌-শিখরস্থ সভাভবনে প্রবেশ করিলেন; কেহই অনাগত রহিলেন না; অধোলোক বা বনস্থলবাসী সমুদায় অমরবৃন্দ সুরকামিনীগণের সহিত শরীর-প্রভায় অনম্বর জাজ্বল্যমান করিয়া আগমন করিলেন। কেবল স্থবির সিন্ধু বার্দ্ধক্য নিবন্ধন আসিতে পারিলেন না। ত্রিদশ-নিকর সুরম্য শিলাসনে আসীন হইলে, ত্রিশূলী নেপচুনদেব ব্যগ্রতাসহকারে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ত্রিলোক-পূজিত স্বর্গপতে! সুরগণকে অকস্মাৎ কি কারণে আহ্বান করিলেন? ট্রয় যুদ্ধ কি ইহার হেতু? আমি উভয় পক্ষকে সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত দেখিয়াছি; অচিরাৎ ভূমণ্ডল রক্তস্রোতে প্লাবিত হইবে।" বজ্রপাণি উত্তর করিলেন,—"সত্য বটে, আমি

অন্য মনুষ্য-কারণেই দেবতাগণকে আহ্বান করিয়াছি। আহা! অসংখ্য নরের নিধন দর্শনে আমার নয়ন বড়ই ব্যথিত! আমি এ সমুন্নত দেবগিরিতে সমাসীন হইয়া অদৃষ্টফল নিরীক্ষণ করিব। হে বিবুধগণ! তোমরা অবতরণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যগণকে ইচ্ছানুরূপ সাহায্য অর্পণ কর। পিলুস্-নন্দন অবাধে যুদ্ধ করিলে, ট্রয় নিমিষে বিধ্বংসিত হইবে। যাহার নাম শ্রবণমাত্রই ট্রোজানদল বেপমান, তাহার সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে তাহারা কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? দেবগণ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; শীঘ্র ট্রয়-রক্ষায় প্রবৃত্ত হও।" বজ্রধর এইমাত্র বলিয়া দেবতাগণের অন্তরে ক্রোধ অর্পণ করিলেন। দিবেশ্বরী, মিনার্ভা, জলধিনাথ, হার্মিস্ ও অগ্নিদেব ভক্ষ্যান গ্রীক্‌গণের এবং আদিত্য, লাটোনা, দুর্জ্জয় সমরেশ্বর, নদীনাথ জ্যান্থস্, কামপ্রসবিনী ভিনস্ ও রৌপ্যকার্ম্মুকধারিণী ডায়ানা ট্রোজানগণের সাহায্যার্থে ধাবমান হইলেন। গ্রীক্‌যোধবৃন্দ কৃতান্তকল্প একিলিস্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দর্পভরে অবস্থিত হইলে, মহাভয়ে ট্রোজানগণের হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

দেবতাগণ রণস্থলে প্রবেশ করিলে, ভূমণ্ডল-প্রকম্পনকারী বিকট হুঙ্কার সমুত্থিত হইল। সমরেশ্বরী মিনার্ভা আস্ফালন করিতে করিতে গ্রীক্‌বাহিনী-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন; করুণার্দ্র তপনদেব ট্রোজান-সেনার মস্তকোপরি মহামেঘের অবতারণা করিলেন। বিবিধ অস্ত্ররাজি বিষধর-সদৃশ গর্জ্জন সহকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! ঊর্দ্ধে বজ্রপাণি অশনিনিনাদে ও নিম্নে জলধিনাথ ত্রিশূল-সঞ্চালনে ভূকম্পন করিতে লাগিলেন। ইডাগিরি থর থর প্রকম্পিত হইয়া মহাশব্দে

শত স্রোত প্রবাহিত করিল, এবং ট্রয়ের সমুন্নত সৌধনিচয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অধোলোকে প্রেতপতি প্রলয়ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। মহাবল অমরগণের মহাসমর আরম্ভ হইল। মার্ত্তণ্ড সিন্ধুনাথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; ক্রোধ-বিকটমূর্ত্তি মার্স্‌ মিনার্ভার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; দুর্জ্জয় হার্মিস্‌ লাটোনাকে আক্রমণ করিলেন; পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ডায়ানা ত্রিদিবেশ্বরীর সহিত ধনুর্যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনন্তর স্বর্ণ-রেণুমণ্ডিত-দেহ নদীনাথ—যিনি স্বর্গে জ্যান্থস্‌ ও মর্ত্তে স্কামাণ্ডার নামে অভিহিত—প্রচণ্ডপ্রতাপ অগ্নিদেব ভল্কানের সম্মুখীন হইলেন। দেবগণ এইরূপে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শোণিতলোলুপ একিলিস্‌ রক্তনেত্র সঞ্চালনে কেবল হেক্টরকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যবেশী তপনদেবের প্ররোচনায় রাজনন্দন ইনিয়স্‌ শত্রুব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সুরেশ্বরী দেবগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন,—"সুরগণ! অকুতোভয়তা অবলোকন কর। কিশোর বীর ইনিয়স্‌ ফিবসের উত্তেজনায় একিলিস্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য মহাবেগে ধাবমান হইতেছে; তোমরা অবিলম্বে উহাকে নিবৃত্ত কর; অন্ততঃ কেহ প্রিয় বীরকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হও; অমরীনন্দনের কীর্ত্তিবর্দ্ধনের জন্যই আমরা সমরে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যদোষে একিলিসের আয়ুঃকাল পরিসমাপ্তপ্রায় হইয়াছে। অস্ত্রধারী অলক্ষিত অমরগণের যুদ্ধে নশ্বর নর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে?" দেবী এইমাত্র বলিলে, বারিধিনাথ উত্তর করিলেন,—"দুর্ব্বল মর্ত্ত্যগণের সহিত প্রতাপ

শালী অমরকুল কিরূপে যুদ্ধ করিবে? অতএব ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যগণকে পরিহার পূর্ব্বক আসন্ন গিরিশিখরে আসীন হইয়া, আমাদিগের সমর-দর্শন করাই কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন অমরকে একিলিসের সহায়তা করিতে দেখি, তখন আমরা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মহাহবের উপসংহার করিব।" নেপচুনদেব এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে সমরাঙ্গণ অতিক্রম করিলেন। ট্রয়পক্ষীয় ও গ্রীক্-পক্ষীয় দেবগণও মেঘমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অদৃষ্টফল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; যোভ্‌দেব অশনি-নির্ঘোষে পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিলেও, তাঁহারা আর সমরাভিলাষী হইলেন না।

ইত্যবসরে ইনিয়স্ রণোন্মত্ত যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্য দিয়া ধীরপদে একিলিসের সন্নিহিত হইলেন। থিটিস্-নন্দন প্রবল শত্রুকে সমাগত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় মহাবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন এবং কহিলেন,—"ইনিয়স্! এতদূরে আগমন কেন? প্রায়ামের রাজ্য উপভোগের আশায় রাজোচিত গুণ দেখাইবার জন্য একিলিসের সহিত কি যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? কিন্তু তোমার সে বাসনা বৃথা! বহুপুত্রবান নৃপতি কখনই তোমাকে সিংহাসন অর্পণ করিবেন না। অথবা সমগ্র ট্রয়দেশবাসী প্রচুর শস্যশালী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে? হায়! তাহাও তোমার অদৃষ্টে নাই! তুমি না এক কালে আমার উলঙ্গ কৃপাণ দর্শনে ইডাকন্দরে লুক্কায়িত হইয়াছিলে? যাহা হউক, দেবগণ কৃপা করিয়া অদ্য সেই পলায়িত ব্যক্তিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বীর! এখনও সময় আছে, শীঘ্র আবার পলায়ন কর; মূঢ়গণ অগ্রে চিন্তা না

করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।” এক্বিসিস্‌নন্দন উত্তর করিলেন,—“এরূপ অহঙ্কার স্বভাবচকিত শিশুগণের নিকট প্রকাশ কর। বৃথা গর্ব্বপূর্ণ পরুষ বচনে উত্তমের সহিত ব্যবহার, আমরা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে শোভা পায় না। আমরা উভয়েই মহাযশা পিতার পুত্র ও দেবীজঠর-প্রসূত। আমাদের একতরের বিনাশে দেবীর নয়নে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে; এরূপ ব্যক্তিদ্বয় যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত, তখন বচনে কখনই সমরশেষ হইবে না! আমার পরিচয় তুমি সম্যগ্‌রূপে অবগত আছ। যোভের প্রসাদে আমাদের বংশ সদ্‌গুণে সর্ব্বত্র পূজিত। আমরা বহুক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধ করিতে পারি; কুবাক্যের কদাপি অন্ত নাই। সত্যামিথ্যা, ন্যায়ান্যায় যাহা ইচ্ছা অনর্গল নির্গত হইতে পারে, মানবরসনা এরূপ অক্ষয়াস্ত্র। রাজমার্গে অবলাগণ কোন্দলে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া থাকে। বীর! ক্ষান্ত হও; যোধ-পরিপূর্ণ রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ কর, বাগ্মিতায় কোন ফলোদয় নাই। তুমি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলে; আমি ভীম ভল্লে তাহার প্রত্যুত্তর দিব।” বীর এইমাত্র বলিয়া সবলে শূল নিক্ষেপ করিলেন। একিলিস্ আভেদ্য ঢাল বিস্তার দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া অমোঘ বর্শা সন্ধান করিলে, তাহা ইনিয়াসের ঢাল ভগ্ন করিল। অনন্যোপায় ইনিয়স্ দুর্বহ প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

সিন্ধুনাথ ইহা অবলোকন করিয়া চমকিত চিত্তে দেবগণকে কহিলেন,—“ফিবাসের প্ররোচনায় ইনিয়স্ মরণসীমায় অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সে অমর কোথায়? মনুষ্য তাহার অপেক্ষা

বলীয়ান্! দেবগণ! অপরের অপরাধে নিরীহের নিধন দর্শন আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ঐ তরুণবীর অতীব ধার্ম্মিক; নিরন্তর দেবার্চ্চনায় নিরত। ডার্ডান্‌বংশের উচ্ছেদনে বিধাতার ইচ্ছা নহে। যোভ্‌দেব ও বংশের প্রতি সতত সুপ্রসন্ন। পাপিষ্ঠ প্রায়াম্ ও তাহার অধার্ম্মিক সন্ততিগণ ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইয়াছে। ইনিয়স্ ট্রয়রাজ্যে দণ্ডধর হইয়া বংশপরম্পরায় রাজত্ব করিবে।” দিবেশ্বরী কহিলেন,—“জলধিনাথ! ডার্ডান্ বীরের নাশ বা রক্ষণ তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে! আমি ও পালাস্ অঙ্গীকার করিয়াছি, অচিরাৎ ট্রয়রাজ্য বিধ্বংসিত করিব; রাজবংশে এক-জনও জীবিত থাকিবে না; ঐ বিশাল জনপদ চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।”

সিন্ধুনাথ দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ্যমান শূরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, এাকিলিসের নয়নযুগল তিমিরাবৃত এবং ইনিয়সের ঢাল হইতে বিদ্ধ বর্শা উত্তোলন করত গ্রীক্‌বীরের পদতলে নিক্ষেপ করি-লেন; অনন্তর ইনিয়স্‌কে ক্রোড়ে লইয়া শূন্যে উড্ডীন হইলেন ও নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন,—“রাজনন্দন! কোন্ হীনবল দেব তোমাকে এাকিলিসের নিকট প্রেরণ করিল? সাবধান হও, কেন অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে! ঐ দুর্জ্জয় বীরকেশরী শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিবে; সেই সময়ে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিও। তখন তোমার সমকক্ষ কেহই থাকিবে না।” দেব এইমাত্র বলিয়া যুবককে ভূমিতে স্থাপন ও এাকিলিসের নয়ন পরিষ্কৃত করিলেন; রণদৃশ্য আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এাকিলিস্ দেবলীলা অবগত হইয়া সবিস্ময়ে সৈন্যগণকে উচ্চৈঃস্বরে

আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন। আবার লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরব্ধ হইল। দিবাকর হেক্টরকে একিলিসের সহিত যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলে, অমিতবিক্রম রাজনন্দন নিজ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর একিলিস্ ক্রোধে হুঙ্কার করিতে করিতে অশনির ন্যায় ট্রয়সেনার উপর পতিত হইলেন এবং কৃপাণ প্রহারে বীর-বাহিনীর অধিনায়ক ইফিটেয়নের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; অতঃপর এনটিনর-নন্দন সুকুমার ডিমোলিয়নকে সংহার করিয়া, বৃদ্ধ প্রায়ামের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পোলিডোরকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। হেক্টর স্নেহভাজন ভ্রাতার এবংবিধ বিনাশদর্শনে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া প্রদীপ্ত পাবকপ্রভ ভল্ল প্রকম্পিত করিতে করিতে নিহন্তার প্রতি ধাবমান হইলেন। একিলিস্ চিরাভিলষিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহসা সম্মুখীন দেখিয়া মহোল্লাসে কহিলেন,—"অহো! মৃত্যু যাহার অন্বেষণ করিতেছে, এই সেই জন! এই ব্যক্তিই সখাকে বিনাশ করিয়া একিলিস্কে নিহত করিয়াছে! এক্ষণে উভয়ের অস্ত্র পরস্পর মিলিত হউক!" অনন্তর ক্রোধারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক, "এস, প্রাণ সমর্পণ কর।" এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হইলেন। ভ্রূকুটিকুটিল বদনে হেক্টর উত্তর করিলেন,—"ভয়চকিত শিশু-সন্নিধানেই এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করা উচিত। মূর্খগণই বচনে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমা অপেক্ষা তোমার ভুজবল অধিক, ইহা আমি অবগত আছি; কিন্তু ঈশ্বর জয়দান করিয়া থাকেন। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, অনুকূল অমর আমার অমোঘাস্ত্র তোমার বজ্রহৃদয়ে নিহিত করি-

বেন।" বীরেন্দ্র এই মাত্র বলিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। পালাস্ দেবী ফুৎকারে তাহার গতি রোধ করিলে, সেই ভীষণাস্ত্র পশ্চাদ্-গামী হইয়া হেক্টরের পদতলে পতিত হইল। একিলিস্ ক্রোধে অধীর হইয়া হেক্টরকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু করুণার্দ্র ফিবস্-দেব প্রিয় বীরকে বাষ্পজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পেলি-ডিস্ চারি বার বৃথা আঘাত করিয়া, ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"পামর! আবার পলায়ন করিলি? দুষ্ট দিবাকরই তোকে রক্ষা করিল। কোন দেবতা আমার সাহায্যার্থে আগমন করিলে, তোকে আর ধরণীধামে থাকিতে হইবে না। রে নির্লজ্জ! পলায়ন কর! কিন্তু ট্রয়সেনার আর নিস্তার নাই।" বীরশার্দ্দূল এইমাত্র বলিয়া তৃণক্ষেত্রে অনলের ন্যায় ধ্বংস-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরমসুন্দর নবযৌবনশালী এলাস্টর নিষ্ঠুর একি-লিসের ভীষণ শায়কে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। জয়োদ্ধত দেবীনন্দন রথনির্ঘোষে বিপক্ষবৃন্দকে বিত্রাসিত করিয়া, মলিয়স্, ইফিক্লস্ ও হ্রিগমস্‌কে নিহত করিলেন। বায়ুচালিত দাবানল যেমন অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া, অগ্রে গুল্মদল, পরে মহামহীরুহ-গণকে ভস্মসাৎ করে, ক্রোধপ্রদীপ্ত একিলিস্‌ও সেইরূপ শত্রুদলকে বিদলিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রোতে সমর-স্থল প্লাবিত হইল। শোণিত-রঞ্জিত ভীষণাকার একিলিস্ মধ্য ভাগে অবস্থিত হইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

একবিংশ কাণ্ড।

স্কামাণ্ডার্ নদীতে যুদ্ধ।

ভয়বিহ্বল ট্রোজানদল দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া, জ্যান্থসের তীরে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ অনন্যোপায় হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান ও কেহ কেহ নদীজলে অবতরণ করিল। যোভনন্দন নদীনাথ ফেন উদ্গীরণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তুরঙ্গযোজিত রথের সহিত রথিগণ বিঘূর্ণিত তরঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ধূমান্ধ অর্দ্ধদগ্ধ পতঙ্গপালপাল যেমন ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নিহিত জলাশয়ে নিমগ্ন হয়, ট্রয়সেনাও সেইরূপ মহাশব্দে তটিনীবক্ষে পতিত হইতে লাগিল। কৃতান্তপ্রতিম একিলিস্ গুরুভার শূল পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণ ধারণ করিলেন ও সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক, কখনও ভাসমান, কখনও নিমগ্ন হইয়া নিরস্ত্র শত্রুকুলের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। নদীনীর শোণিত প্রবাহে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বৃহদাকার তিমির আক্রমণে নিরুপায় মীনকুল যেমন, কেহবা গহ্বরে, কেহবা গভীর সলিলমধ্যে লুক্কায়িত হইতে থাকে, প্রবলজলানুসৃত ট্রোজানগণও সেইরূপ সন্তরণ পূর্ব্বক গিরি কিংবা গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র একিলিস্ দ্বাদশ

বলবান্ শত্রুকে ধৃত করিলেন এবং কটিবন্ধ দ্বারা বন্ধন করত তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, পেট্রোক্লসের চিতাপার্শ্বে বলিদানের জন্য অনুচরগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার জলে ঝম্প প্রদান করিবামাত্র, প্রায়াম্‌নন্দন লিকেয়ন্‌কে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। তিনি সংপ্রতি এই যুবককে বন্দি করিয়া লেম্‌নস্ দ্বীপে জেস্‌ন্-পুত্রের নিকট যথামূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু দয়াবান্ ইটিয়ন্ প্রচুর নিষ্ক্রয়ে মোচিত করিলে, রাজকুমার দশ দিবস পরে পুনর্ব্বার পিতৃরাজ্যে আগমন করিয়াছে। একিলিস্ সেই নিরস্ত্র পলায়নপর যুবকের পরিচিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"দেবগণ! একি দেখিতেছি! তবে কি আমাদের বলবিক্রম সমুদায়ই বৃথা? সে দিন যাহাকে দূরদেশে বিক্রীত করিয়াছি, সে যদি পুনর্ব্বার এত শীঘ্র আগমন করিল, তবে নিশ্চয়ই নিহত শত্রুগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিবে! অলঙ্ঘ্য সমুদ্র কি ইহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না? দেখি, কত আয়ুঃ লইয়া ভবে আগমন করিয়াছে! যে ধরিত্রীর বিশাল আস্যে মৃত্যুঞ্জয় হাকুলিস্‌ও কবলিত, দেখি, তিনি ইহাকে অধিকার করেন কি না।" এই বলিয়া বীরকেশরী ভল্ল উত্তোলন করিলেন।

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে যুবক কম্পান্বিত কলেবরে অগ্রসর হইয়া পদতলে পতিত হইল ও অশ্রুপাত করিতে লাগিল; অনন্তর এক হস্তে উদ্যতাস্ত্রের গতিরোধ ও অন্য করে চরণ ধারণ করিয়া কাতর বাক্যে কহিল,—"মহারথ! অবলোকন করুন, আপনার সেই পূর্ব্ববন্দি লিকেয়ন্ পুনর্ব্বার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! যে

ব্যক্তি আপনার গৃহে এক দিনের জন্য আতিথ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে কৃপাবিন্দু বিতরণ করুন। আমাকে শত বৃষভমাত্র-বিনিময়ে বিক্রীত করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিষ্ক্রয়স্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করুন। আমি দ্বাদশ দিবস মাত্র গৃহে আসিয়াছি; এখনও আমার সমাগ্রূপে বিশ্রাম-লাভ হয় নাই। হায়! বিধাতা আমার বিনাশার্থে আবার আপনার হস্তে সমর্পিত করিলেন! মহারাজ প্রায়ামের অন্যতমা বনিতা লেওথোয়ী আমার জননী। দুই হতভাগ্য সন্তান তাঁহার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পোলিডোরকে অগ্রে বিনষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে আমিও মৃত্যুসীমায় অবস্থিত! বীরবর! ভাবিয়া দেখুন, আমি হেক্টরের সহোদর নহি; যে পেট্রোক্লসের প্রাণসংহার করিয়াছে, সে ব্যক্তি আমার প্রসূতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই।” যুবক এইরূপে বিফল বিনয় করিয়া বাষ্পজলে ভাসমান হইতে লাগিল। একিলিস্ কহিলেন,—“প্রাণদানের কথা মুখে আনিও না; যখন পেট্রোক্লস্ নিহত হইয়াছে, আমি সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিব। অদ্য কোন ট্রোজানের নিস্তার নাই, যদি প্রায়ামের পুত্র, তবে আর কথায় প্রয়োজন কি? বন্ধো! প্রাণত্যাগ কর। রোদনে ফল কি? সেই মহারথ পেট্রোক্লস্ নাই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন মরণাধীন হইল, তখন তুমি প্রাণত্যাগ করিতে আশঙ্কা করিতেছ কেন? আমাকে অবলোকন কর; আমি কত বলবান্; মহাবীরের ঔরসে দেবীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিরাছি। এমন দিন আসিবে, তাহা রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই,—যবে শরে, শল্যে কিংবা সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে, দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে, বলে বা কৌশলে আমাকে শমন-

সদনে গমন করিতে হইবে। অতএব জীবন পরিহার কর।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক বেপমান যুবকের মস্তক ছেদন করিলেন। নির্দ্দয় নিহন্তা সেই শব জলে নিক্ষেপ করিয়া ও তাহা ভাসমান দেখিয়া কহিলেন,—“লিকেয়ন্! এই স্থানে অবস্থান কর। অসংখ্য মীন তোমাকে বেষ্টন পূর্ব্বক ক্ষতস্থান লেহন করিয়া দিবে। তোমার অন্ত্যেষ্টির আবশ্যকতা নাই; নদীপ্রবাহ তোমাকে মকরালয় সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত করিবে। ট্রয়-ধ্বংস হউক; ট্রোজানগণের প্রতি এইরূপ কৃপাই প্রদর্শন করিব। স্কামাণ্ডারনদীর অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে তোমরা নিরন্তর পূজা করিয়া থাক; অদ্য তিনি তোমাদের কি হিত সাধন করিলেন? অসংখ্য বলিদানের এইরূপ পুরস্কারই তিনি দিয়া থাকেন। একি-লিসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।”

পিলুস্-নন্দনের এবম্প্রকার সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণে নদীদেব ক্রোধভরে অঙ্গ স্ফীত করিলেন; তরঙ্গনিকর উচ্ছলিত হইয়া মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নদী শবভারে কাতরা হইয়া মহাত্মা এস্টারোফুস্‌কে একিলিস্‌কে সমুচিত শাস্তি দিবার আদেশ করিলেন। দেবীনন্দন তাঁহাকে রণার্থী দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত, এবং নির্ভীক এষ্টারোফুস্‌ও দুই হস্তে দুই ভল্ল বিধূনিত করত তীরে উত্থিত হইলেন। একিলিস্ কহিলেন,—“ওহে অসম-সাহসিক বীর! তুমি কে, কাহার পুত্র? কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? যাহার নন্দন আমার সহিত যুদ্ধবাঞ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য।” প্রতিযোধ উত্তর করিলেন,—“পিলুস্-নন্দন! আমার বিশ্ববিখ্যাত বংশ-কীর্ত্তনের কি প্রয়োজন আছে? সুচারু

পিওনিয়া প্রদেশ হইতে আমার বর্ষাধারী সৈন্যগণ সমরে আগমন করিয়াছে। আমি ইলিয়ম্-রক্ষার জন্য আজ দশ দিন আগমন করিয়াছি। আমার পিতামহ নদরাজ এক্সিয়স্; আমার বর্ষা-যুদ্ধ-বিশারদ পিতৃদেবের পরিচয় বোধ হয় তোমাকে দিতে হইবে না। বীর! শূল উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার সুতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।” এস্টারোফুস্ এইমাত্র বলিয়া যুগপৎ ভল্লযুগল নিক্ষেপ করিলেন। একিলিস্ দিব্য ঢাল-সঞ্চালন দ্বারা একটাকে ব্যর্থ করিলেন; অপরটী তাঁহার দৃঢ় ভুজে বিদ্ধ হইয়া, শোণিত-স্রাবে ভূতল রঞ্জিত করিল। এই বার পেলিডিস্ শূল সন্ধান করিলেন; তাহা সৌদামিনীবেগে গমন পূর্ব্বক নদীসৈকতে গভীরভাবে বিদ্ধ হইয়া থরথর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এস্টারোফুস্ও নিহিতশূল উত্তোলন করিবার জন্য বলসহকারে তিন বার আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু নাড়িতে পারিলেন না। চতুর্থ বার আকর্ষণকালে তিনি অধোমুখে পতিত হইলেন। একি-লিসের উদ্যত কৃপাণ তাঁহার উদরে নিহিত হইল। দেবীনন্দন পদতল-শায়িত নিহত শত্রুর ভাস্বর বর্ম্ম উন্মোচন করিতে করিতে মহোল্লাসে কহিলেন,—“এই স্থানেই তোমার কীর্ত্তিশেষ! যোভ্-বংশীর সহিত যে ব্যক্তি সমরাভিলাষ করে, তাহারই এই দশা ঘটিয়া থাকে। তুমি নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিলে, কিন্তু দেবপিতা সেটার্ণিয়স্ স্বয়ং আমার উৎ-পত্তি। জলে জন্মিয়া এত অহঙ্কার কেন? যোভ্, ইকস্ ও পিলুস্ আমার পূর্ব্বপুরুষ। বজ্রপাণির সহিত নদীর যে রূপ অন্তর, এ বংশের সহিত ও বংশেরও সেইরূপ। স্কামাণ্ডার্

নদীর সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে। যোভ্-সন্ততির অপকার করিতে উহার সাধ্য কি? নদী ত দূরে থাকুক, আমার সহিত সংগ্রামে অনন্ত পারাবারেরও শক্তি নাই।" বীর এইরূপ অহঙ্কার করিয়া সবলে বর্শা উৎপাটন পূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। নিহত প্রবীরের ভাসমান শরীর প্রবল হিল্লোলে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নেতার নিধনে পিওনীয়-সেনা ভয়চকিত চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। একিলিস্ মহাবেগে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইয়া, নিসস্, থ্রেসিয়স্, সিডন্ প্রভৃতি বহু বীরের প্রাণ হরণ করিলেন। স্কামাণ্ডার্ নিজ তটিনীর সুগভীর নীরাভ্যন্তরে আসীন হইয়া তীরস্থল প্রকম্পিত করত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওহে অমর-রক্ষিত অতিরথ নরশ্রেষ্ঠ বীর! আমার শরীর ভারাক্রান্ত করিও না। দেখ, আমার স্রোতকুল শবভারে আবদ্ধ হইয়া করদানহেতু সাগরে যাইতে পারিতেছে না। বীরেন্দ্র! আমার সলিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও; তোমার অমিত বিক্রমে দেবগণও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন।"দেব এইমাত্র বলিয়া নররূপ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। একিলিস্ উত্তর করিলেন, —"তটিনীনাথ! আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিব; কিন্তু যাবৎ ট্রয়ধ্বংস্, অধার্ম্মিক জাতির বিলোপ এবং হেক্টর বা একিলিসের পতন না হয়, ততক্ষণ নহে।" বীর এইমাত্র বলিয়া শত্রুগণকে পুনরাক্রমণ করিলেন।

তটিনীদেব রৌপ্যকার্ম্মুকধারী দিবাকরকে কহিলেন,— "যোভ্-নন্দন! যাবৎ বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়, অবিরল

শরবর্ষণে ফিবস্ ট্রয় রক্ষা করিবেন, সর্ব্বসমক্ষে কি জগৎপিতার এরূপ অনুজ্ঞা নহে?" তপনদেব এ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। দুর্দ্দম একিলিস্ নির্ভয়ে নদীবক্ষে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বতী ক্রোধে ভীষণ গর্জ্জন করত উচ্ছলিত হইয়া প্লবমান শবনিচয়কে স্থলে নিক্ষেপ ও তীরস্থ মৃতদেহরাশি নিজ গর্ভে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ প্রাকারস্বরূপ হইয়া পলায়মান ব্যক্তিবর্গের পথাবরোধ করিল। প্রবল প্লাবন বিকট আস্ফালন সহকারে একিলিসের মস্তকে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র পদদ্বয় স্থির রাখিতে না পারিয়া, দুই হস্তে তটতরুর বিশাল শাখা ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার দেহভারে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটিত হইয়া সেতুর আকার ধারণ করিল। বিপন্ন দেবীনন্দন অতি কষ্টে তাহার উপর আরোহণ করিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িলেন! নদীদেবও ক্রোধভরে সৈকত বিচূর্ণিত করিয়া, ট্রয়-শত্রুকে রসাতলে প্রেরণ করিবার জন্য এক প্রকাণ্ড তরঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। একিলিস্ শ্যেনবেগে ধাবিত হইয়াও, সেই বেগবান্ প্রবাহকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি নরশ্রেষ্ঠ হইলেও দেবতার সমকক্ষ নহেন। বিপদগ্রস্ত বীরেন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া ঊর্দ্ধে অবলোকন করত ক্রোধভরে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এই প্রাণ-সংশয়-সময়ে কোন দেবতা কি আমার সহায় নহেন? দেবেন্দ্র! এই ঘৃণিত মৃত্যু নিবারণ কর। হায়! জননী বলিয়াছিলেন, আমি বীরের অস্ত্রে বীরসুতের ন্যায় সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু তাহা সত্য হইল কৈ? হেক্টর যদি শিত ভল্লে

আমার হৃদয় বিদ্ধ করে, আমি প্রাণাধিক সখাকে নিরীক্ষণ করিতে পাই। একিলিস্ কি বর্ষাবর্দ্ধিত ক্ষুদ্র খালে নিমগ্ন হীন কৃষকের ন্যায় জনমানবের অজ্ঞাতসারে কালগ্রাসে প্রবেশ করিবে!" নেপ্‌চুন্ ও পালাস্ তাঁহার অনুকূল্যে ধাবমান হইলেন। সিন্ধুনাথ নররূপ ধারণ করিয়া কহিলেন,—"পিলুস-নন্দন! ভয় নাই; দেখ, দেবতার আগমন হইয়াছে। স্থির হও; নদীর সাধ্য কি, তোমার অপকার করে। এক্ষণে উপদেশ শ্রবণ কর, যতক্ষণ বিপক্ষদল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাকারাভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হইও না। হে অজেয়! হেক্টর তোমার অমোঘ বর্শার শোণিত-পিপাসা শান্তির জন্য একাকী অবস্থান করিবে।" জলধিনাথ এইমাত্র বলিয়া অমর-ধামে আরোহণ করিলেন।

দেববাক্যে একিলিস্ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া, উল্লম্ফন পূর্ব্বক শত্রুগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এইবার সমুদায় ক্ষেত্র জলময় হইল; তরঙ্গহিল্লোলে শবনিচয় নৃত্য করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বিপুল বিক্রমে জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; ফেনিল তরঙ্গনিকরও তাঁহাকে বিত্রাসিত করিবার জন্য তুমুল গর্জ্জন আরম্ভ করিল। বিবুধবালা পালাসের কৃপায় নদী তাঁহাকে পরিক্লান্ত করিতে পারিল না। ক্রোধান্ধ জ্যান্থুস্ বিকট হুঙ্কারে সৈকত ভগ্ন করিয়া নদরাজ সখা সিময়িস্‌কে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! অমর-বিজয়ী ঐ মনুষ্যকে শীঘ্র নিবারণ কর, নতুবা আমাদের প্রিয়ভূমি ইলিয়ম্ শূরশূন্য হইয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। অতএব অধীন স্রোতসমূহকে আহ্বান ও নিজ নীর স্ফীত করিয়া, ঐ দুষ্টের

শির-উপরি নিক্ষেপ কর। দেখ, ঐ পাপান্ধ, অমরকে অমান্য করিয়া কিরূপে সলিল-মধ্যে বিচরণ করিতেছে! আমরা উভয়ে মিলিত হইলে, ঐ হীনবল সিকতাগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইবে, গ্রীক্‌গণ কোন ক্রমেই সন্ধান পাইবে না।" দেব এইমাত্র বলিয়া রুধিররঞ্জিত শবপূরিত লহরীনিচয়কে একিলিসের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

দিবেশ্বরী প্রিয়বীরের বিপদ্ দেখিয়া, চকিতচিত্তে ভল্কান্‌কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—"অগ্নিদেব! শীঘ্র রণস্থলে গমন কর; ঐ দুরাচার নদ তোমারই অস্ত্রদম্য। তোমার সাহায্যার্থে বেগবান্ পশ্চিম-সমীরণ গমন করিতেছে। তুমি অগ্নিবৃষ্টি করিয়া নদীনীর শোষণ করিয়া ফেল। আমি যতক্ষণ নিবারণ না করি, স্বপরাক্রম প্রদর্শনে বিরত হইও না।" দেবীবাক্যে দেব ক্রোধান্ধ হইয়া বহ্নিরাশি ঢালিয়া দিলেন; তাহা শব সমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া, সমুদায় স্থল দগ্ধ করিতে লাগিল; মহাশব্দে নদীজল ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদায় স্থান মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। জলচরনিচয় অনলদগ্ধ হইয়া, পালে পালে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তখন নদীনাথ সলিলোপরি মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক বহ্নিপতিকে কহিলেন,—"ভল্কান্! কাহার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে? আমি পরাভব স্বীকার করিলাম;—ইলিয়ম্ ধ্বংস হউক। আর ঐ দুর্জ্জয় অনল নিক্ষেপ করিও না।" অগ্নিদেব এই সকরুণ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, ধূমজালে অনম্বর পরিপূর্ণ করত সলিল শোষণ করিতে লাগিলেন। তখন দগ্ধদেহ নদীশ্বর জুনোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ত্রিদিবেশ্বরি! আপনার অজেয় নন্দন আমার উপর কোপ প্রদর্শন করিতেছে কেন? আমি একাকী ট্রয়পক্ষ-সমর্থন করি নাই; অপরাপর দেবতাও আনুকূল্য করিতেছেন। আমি আজ্ঞা-প্রাপ্তি মাত্রই ক্ষান্ত হইব; দেবি! সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যাবৎ ট্রোজান-নাম বিলোপিত না হয়, উদাসীন-ভাবে একান্তে অবস্থান করিব।" দেবী দয়ার্দ্রা হইয়া নন্দনকে অনলাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। তটিনী শীতলা হইয়া পুনর্ব্বার মনোজ্ঞ হিল্লোলে প্রবাহিতা হইতে লাগিল।

সুরেশ্বরীর আজ্ঞাক্রমে উভয়ে বিরত হইলে, দেবতাগণ অলৌকিক বিক্রমে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সকলেই ক্রোধপ্রমত্ত এবং তাঁহাদের অক্ষয় বর্ম্ম অবিরত ঝঙ্কার করিতে লাগিল। শূন্যে দিবীশ্বর বজ্রনিনাদে রণসঙ্কেত করিলেন, তাহাতে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অমরনাথ কৌতূহলাক্রান্ত লোচনে দেবযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমরেশ্বর মার্স্ মিনার্ভার প্রতি শূল সন্ধান করিয়া কহিলেন,—"তুমি কোন্ ক্ষিপ্ততা হেতু দেবতা-হৃদয়ে বিদ্বেষ-বীজ রোপণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত করিলে? একি অপরূপ! তুমি আরাধ্য অমরকে অবমানিত করিবার জন্য কিরূপে তুচ্ছ মনুষ্যকে প্রেরণ করিলে? তুমি টিডাইডিসের বর্শা স্কন্ধে বহন করিয়া, তাহা অমররক্তে রঞ্জিত করিয়াছ!" রণেশ্বর এই বলিয়া, সেই অমোঘাস্ত্র বজ্ররোধকারী ঢালের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সমরেশ্বরীও অবিলম্বে প্রকাণ্ড প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক রণেশ্বরকে ধরাশায়ী করিলেন! সুর-সেনাপতির বিশালাঙ্গ সপ্তক্রোশ পরিব্যাপ্ত করিয়া মহাশব্দে

পতিত হইল। তখন সুরসুন্দরী হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দর্পান্ধ! দেখ, তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ। পাপিষ্ঠ ট্রোজন্‌গণের সহায়তা করিবার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইলে!" দেবী এইমাত্র বলিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় দিগন্তর আলোকিত করত অন্তর্ধান করিলেন। ভিনস্‌দেবী সমীরণবেগে আগমন পূর্ব্বক আহত অমরের হস্তধারণ করিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিলে, বিষণ্ণ দেবযোধ সুকোমল ভুজযুগলে নির্ভর করত ধীরে ধীরে সমরস্থল পরিত্যাগ করিলেন। জুনো উভয়কে দূর হইতে অবলোকন করিয়া, মিনার্ভাকে কহিলেন,—"দুহিতে! সত্বর ঐ লজ্জাহীনা কামপ্রসবিনীর দর্প চূর্ণ কর।" সমরেশ্বরী অট্টহাস্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া, রতিদেবীর কোমল হৃদয়ে ভল্লাঘাত করিবামাত্র উভয়েই ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এদিকে অতুল বিক্রমে অঙ্গন প্রকম্পিত করত সিন্ধুনাথ তপনকে আক্রমণ করিলেন। এপলোদেব মহাবল নেপ্‌চুনকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া, "তুচ্ছ মনুষ্যকারণে দেবগণের শত্রুতা করা উচিত নহে" বলিয়া, প্রদীপ্ত বদন অপসারণ পূর্ব্বক প্রবল অরিকে বর্জ্জন করিলেন। ডায়ানা প্রবলপ্রতাপ ভাস্করকে পশ্চাৎপদ দেখিয়া রৌপ্য কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"ছি ছি! যুবক ফিবস্‌! তুমি বৃদ্ধ সিন্ধুনাথকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ! তোমার বীরোচিত অবয়ব, রজত কোদণ্ড ও শায়কপূরিত তূণীর বৃথা! আর অমর-সমাজে বলগর্ব্ব করিও না।" বনদেবীর এবংবিধ বাক্যশ্রবণে রবি অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন। সুরেশ্বরী জুনো ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—

"দুর্ব্বিনীতে! কি সাহসে ভুবনেশ্বরীর সন্নিধানে এরূপ বাক্য বলিতেছ? তুমি রমণীগণকে প্রসবযন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাক; তোমার ন্যায় নিষ্ঠুরা জগতে আর কেহই নাই। তুমি দুর্ব্বল শরে বন্য পশু হনন করিয়া, অহঙ্কার-নিবন্ধন তাহা সুরগাত্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হইয়াছ!" দেবী এইমাত্র বলিয়া তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ ও দক্ষিণ করদ্বারা ধনুর্ব্বাণ কাড়িয়া লইলেন। অবমানিতা ডায়ানা অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে করিতে অমরালয়ে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দিবাকর গ্রীক্‌দর্পে অভেদ্য ট্রয়-প্রাকারের পতন গণনা করিয়া, বিষণ্ণ চিত্তে ইলিয়ম্ নগরে প্রবেশ করিলেন; দেবগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগিরি অলিম্পসের সমুন্নত শৃঙ্গে সমাসীন হইয়া সমরশ্রান্তি অপনোদন করিতে লাগিলেন। একিলিস্ এখনও সিংহনাদে রণস্থল প্রকম্পিত করত শত্রুক্ষয় করিতেছিলেন। বৃদ্ধ ভূপতি প্রায়াম্ সৌধশিখরে আরূঢ় হইয়া শত্রুবীরানুসৃত স্বপক্ষীয় রথিগণকে অবলোকন করিলেন; অনন্তর দ্রুতপদে অবতরণপূর্ব্বক উচ্ছ্বাসভার পরিত্যাগ করত প্রহরিগণকে কহিলেন,—"তোরণরক্ষিগণ অবিলম্বে দ্বার বিমুক্ত করুক।" ভূপতির আজ্ঞামাত্র বিশাল সিংহদ্বার বিকট শব্দে উদ্ঘাটিত হইল। ধূলিধূসরিত বিপন্ন ট্রয়-যোধবৃন্দ দিবাকরের আনুকূল্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রোধান্ধ একিলিস্ ভীষণ শূল উত্তোলনপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এই স্থানেই বিজয়লক্ষ্মী গ্রীক্‌গণকে বরণ করিতেন; কিন্তু দয়ার্দ্র তপনদেব এণ্টিনর-নন্দন এজিনরকে স্বর্গীয় সামর্থ্য অর্পণ

করিয়া, অদৃশ্যভাবে তাঁহার রক্ষার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবরক্ষিত তরুণ বীর নির্ভয়ে একিলিসের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—"একিলিস্! তুমি অদ্য জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া অক্ষয় ট্রয়নাম বিলুপ্ত করিতে বাসনা করিতেছ! কিন্তু এ অভিলাষ বৃথা; অসংখ্য মহাবল ট্রয় সন্তান বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রভূত বলশালী হইলেও, মৃত্যু কাহারও বাধ্য নহে। অদ্য তোমার আয়ুঃ-শেষ হয় নাই, কে বলিতে পারে?" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর দেবনির্ম্মিত-পাদত্রাণ-মণ্ডিত জানুতে ভল্লাঘাত করিলেন। একিলিস্ ক্রোধে হুঙ্কার করত শত্রু বিনাশার্থে ধাবিত হইলেন। এপলোদেব প্রবলজনাক্রান্ত যুবককে অভ্র-জালে আচ্ছাদিত করিয়া, অজ্ঞাতভাবে রণস্থল হইতে অপ-সারিত করিলেন এবং ট্রোজানগণের পশ্চাদ্ধাবনে একিলিস্‌কে ক্ষান্ত করিবার জন্য এজিনরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কৃত্রিম ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কপটবেশী দেব কখনও অঙ্গনে, কখনও বা নদীপুলিনে ধাবমান হইয়া একিলিস্‌কে বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে ট্রোজানগণ অবাধে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অভেদ্য তোরণ-কপাট অর্গলবদ্ধ করিল।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের পতন।

এইরূপে বিতাড়িত কুরঙ্গদলের ন্যায় ট্রোজানগণ নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, গ্রীক্‌বাহিনী জয়োল্লাসে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাকারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেবল বীরেন্দ্র হেক্টর্ কঠিন অদৃষ্টবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পিতৃরাজ্য-রক্ষার জন্য বহির্ভাগে একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইবার ছদ্মবেশী এপলোদেব প্রদীপ্ত বদন প্রদর্শনপূর্ব্বক অনুসরণকারী একিলিস্‌কে কহিলেন,—"পিলুস্-নন্দন! কি দেখিতেছ! তুচ্ছ মনুষ্য কি কখনও দেবতার সদৃশ হইতে পারে? তুমি দেবলীলা কিরূপে বুঝিবে? ট্রোজানগণ পরাস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কিছুমাত্র লাভ নাই। যোধবৃন্দ নির্বিঘ্নে নগরে প্রবেশ করিয়াছে; আর তুমি ক্ষিপ্ত হইয়া অমর অমরকে বৃথা আক্রমণ করিতেছ!" শূরোত্তম ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—"কপট দিবাকর! তুমিই এইরূপে শত্রুক্ষয়ে আমার অন্তরায় হইলে! যখন পরমারাধ্য অমর তুচ্ছ নশ্বরকে প্রবঞ্চিত করিতেছেন, তখন আর আমার বলিবার কি আছে?" বীর এইমাত্র বলিয়া, আস্ফালন করিতে করিতে নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নৃপতি প্রায়াম্ সৌধচূড় হইতে প্রদীপ্তবর্ম্মধারী করাল ধূমকেতুর ন্যায় কুলক্ষয়কারী একিলিস্‌কে অবলোকন করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক আবদ্ধ তোরণ-সমীপে একাকী অবস্থিত প্রিয়পুত্র হেক্টরকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহিষী হেকুবা কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন,—"বৎস! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর। পিতামাতার রোদনে বধীর হইও না। আমি কত কষ্টে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি; এ বৃদ্ধদশায় হৃদয়ে শোকশল্য নিহিত করিতেছ কেন? অবিলম্বে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে বিতাড়িত কর। তুমি একাকী ঐ সুদুর্জ্জয় গ্রীক্‌বীরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছ; হায়! তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই আসন্নকাল উপস্থিত! প্রাণাধিক! আর বহির্ভাগে অবস্থান করিও না।" হেক্টর্ পিতামাতার করুণ বাক্যে বিচলিত হইবার নহেন; তিনি অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রক্তনেত্রে অরাতির আগমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র পান্থাগমনক্রুদ্ধ উদ্যতফণ বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"এক্ষণে পুরপ্রবেশের পথ কোথায়? ধিক! আমাকে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে হইবে? কখনই নহে। পূর্ব্বে যদি বন্ধুবর্গের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, রমণী প্রত্যর্পণ করিতাম, তাহা হইলে আর এ ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইত না। এক্ষণে ট্রয়রাজ্য বীরশূন্য হইয়াছে। আমি যদি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদানত হই, বিজয়োদ্ধত শত্রু আমাকে ক্ষমা করিবে কেন? হেক্টর্ বীরাস্ত্রে বীরশয্যা লাভ করিবে। বিনা-প্রহারে অবলার ন্যায় আমি কি প্রাণত্যাগ করিব!"

রথিশ্রেষ্ঠ রাজকুমার এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, দুর্জ্জয় দেবপ্রতিম গ্রীক্‌বীর মহাদর্পে সন্নিহিত হইলেন। হেক্টর্ তাঁহার দক্ষিণ করোদ্ধৃত দেবনির্ম্মিত ভাস্বর শূল এবং সৌদামিনী বা প্রভাত-তপনের ন্যায় দেদীপ্যমান উরস্ত্র দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। একিলিস্‌ও কপোতানুসারী শ্যেনের ন্যায় তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ ও বিত্রস্ত বীরদ্বয় তিনবার অদ্ভুত গতিতে সুদীর্ঘ প্রাকার প্রদক্ষিণ করিলেন। দর্শকবৃন্দ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্তিমিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দয়ার্দ্র দেবরাজ কৌতূহলাক্রান্ত অমরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কি নিদারুণ দৃশ্য! যে ব্যক্তি সমগ্র দেবতাগণের প্রিয়পাত্র, সে অদ্য কিরূপে তাড়িত হইতেছে দেখ! নিরন্তর পূজার্চ্চনাই ঐ মহারথের কার্য্য ছিল। হে বৃন্দারকবৃন্দ! এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, তোমরা কি ঐ পরম ধার্ম্মিককে রক্ষা করিবে, অথবা কৃতান্তের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিতে চাও? পালাস্‌দেবী উত্তর করিলেন, "তবে কি বজ্রপাণি সুরেশ্বর একমাত্র ট্রোজানের জন্য অদৃষ্টফল অন্যথা করিতে চাহেন? এই অন্যায় কার্য্যে সুরগণ কখনই সন্তুষ্ট হইবেন না।" ঈশ্বর কহিলেন,—"তবে যাও, অবিলম্বে নিদারুণ অভিলাষ সম্পন্ন কর; আমি অদ্য অদৃষ্টকে ব্যাহত করিব না।" আদেশপ্রাপ্তি মাত্র জ্ঞানেশ্বরী পুলকিত চিত্তে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইলেন।

কান্তারে শৃঙ্গনাদচকিত কুরঙ্গের ন্যায় হেক্টর্ পলায়ন করিতে থাকিলে, গাত্রগন্ধানুসারী কুক্কুরসদৃশ একিলিস্‌ও তাঁহার অনু-

ধাবন করিতে লাগিলেন। স্বপ্নে সুপ্ত মানব যেমন অন্য-কর্তৃক অনুসৃত হইয়া পলায়ন করিতেছি অনুভব করে, কিন্তু সেই অবশ অঙ্গ শয্যাতেই অবস্থিত থাকে, কেহই পলায়ন বা পশ্চাদ্গমন করে না; সেইরূপ বীরেন্দ্রযুগল মহাবেগে ধাবিত হইলেন মাত্র। একিলিসের অনুসরণ বৃথা হইল। দয়ার্দ্র দিবাকর আসন্নমৃত্যু ট্রয়রাজপুত্রকে বলবেগ অর্পণ করিলেন। গৌরবাভিলাষী একিলিস্ প্রবলপ্রতাপ প্রতিদ্বন্দ্বীর গতি রোধ করিতে গ্রীকগণকে সঙ্কেতদ্বারা নিষেধ করিতে লাগিলেন!

এইবার যোভ্‌দেব বীরদ্বয়ের নিয়তি-পরিমাণার্থ হেমময় তৌলদণ্ড ধারণ করিলেন। হেক্টরের অদৃষ্টসংবলিত শিক্যা মৃত্যুভারাক্রান্ত হইয়া গভীর প্রেতলোক স্পর্শ করিল। দিবাকর অগত্যা হেক্টরকে পরিত্যাগ করিলেন। মিনার্ভা দেবী স্মিতমুখে একিলিস্‌কে কহিলেন, —"হে দেবেন্দ্রের প্রিয়বীর! এতকালে গ্রীকগণের সমুদায় ক্লেশের অবসান হইল। যাহার বীরকীর্ত্তি জগদ্ব্যাপিনী, সেই হেক্টর আজ তব হস্তে নিহত হইবে। এখন সেই সদয় ফিবস্ কোথায় রহিল? ঐ দেখ, উল্কাকাশে ম্লানমুখ রবি যোভের চরণে কাতরবাক্যে প্রিয়বীরের প্রাণভিক্ষা করিতেছে। তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর; আমি মুমূর্ষু হেক্টরকে আনিয়া শমনবদনে সমর্পণ করিতেছি।" দেবীবাক্যে একিলিস্ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া, বিকট শূল উত্তোলন পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মিনার্ভাদেবী রাজকুমার ডিইফোবসের বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে হেক্টরের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কপটবাক্যে

কহিলেন,—"আর্য্য! আপনি বহুক্ষণ ধরিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এই সঙ্কটসময়ে আমাদের দুই ভ্রাতার এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ট্রয়সূর্য্য উত্তর করিলেন,—"রাজকুমার! তুমিই আমার সহোদরগণের শ্রেষ্ঠ। আমার জীবনরক্ষার জন্য বংশের মধ্যে একমাত্র তুমিই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতেছ।" মনুষ্যরূপিণী দেবী কহিলেন, "আমি যখন আগমন করি, পিতামাতা আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য কতই রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি বলবান্ ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আসুন, শত্রুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করি। অদ্য রথীন্দ্র একিলিস্‌কে নিপাতিত অথবা প্রিয়প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" দেবী এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতারিত ট্রোজানবীর দেবমায়া অবগত না হইয়া, অকুতোভয়ে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইলেন।

হেক্টর শিরস্ত্রাণস্থ পক্ষিপুচ্ছগুচ্ছ সঞ্চালন করত কহিলেন,—"পিলুস্-নন্দন! আমি যে সর্ব্বজন-সমক্ষে সুদীর্ঘ ট্রয়প্রাচীর ত্রিধা প্রদক্ষিণ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। এক্ষণে আমাকে দেববলে বলবান্ জানিও; অদ্য আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অপরের বধ্য। তথাপি এই অবশ্যম্ভাবী সমরে মুহূর্ত্তমাত্র বিরত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি পাতকীর দণ্ডদাতা অমরবৃন্দকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—যদি যোভ্‌দেব অদ্য আমার হস্তে তোমার জীবন হরণ করেন, তোমার শব কখনই অসম্মানিত হইবে না, বিজেতার প্রাপ্য বর্ম্মাস্ত্র মাত্র গ্রহণ করিব। তোমার প্রাণহীন কলেবর অন্ত্যেষ্টির জন্য গ্রীক্‌গণকে সমর্পিত

হইবে। তুমিও এইরূপ পণে আবদ্ধ হও, আমি অন্য কিছু প্রার্থনা করি না।" একিলিস্ ক্রোধকম্পিত কলেবরে রক্তনেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া উত্তর করিলেন,—"পণের কথা মুখে আনিও না; তুমি যখন অবজ্ঞার পাত্র, একিলিস্ তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা বা পণে আবদ্ধ হয় না। হীন মেষ সহ শার্দ্দূলের এবং মনুষ্যের সহিত বিপুলপ্রভাব কেশরীর যে ভাব, তোমার প্রতি আমারও সেইরূপ। একমাত্র আক্রোশ—এক ক্রোধানলই কেবল এ অন্তরে চিরস্থায়ী রহিল! আমি যত দিন জীবিত থাকিব, প্রতিহিংসা-গ্রহণ ব্যতিরেকে আমার অন্যচিন্তা নাই। আর বিলম্বের সময় নাই; প্রাণপণে নিজ সামর্থ্য প্রকাশ কর। দুর্ম্মতে! বাক্যব্যয়ের অবসর কোথায়? পালাস্ দেবী অদ্য আমার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলেন। তবাস্ত্র-নিহত গ্রীক্‌বীরবৃন্দের প্রেতাত্মাসকল তোমাকে বেষ্টন করিয়া কালপুরে আহ্বান করিতেছে।" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; রণপণ্ডিত হেক্টর্ তৎক্ষণাৎ আনত হইয়া, সেই ভীষণাস্ত্র অতিক্রম করিলেন। মিনার্ভাদেবীকর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে সেই ভূপতিত ভল্ল গ্রীক্‌বীরের হস্তে পুনরর্পিত হইল।

হেক্টর্ মহোল্লাসে শূল সন্ধান করিয়া কহিলেন,—"রাজপুত্র! যে অস্ত্র দ্বারা তুমি আমাকে বিনাশ করিবার জন্য অহঙ্কার করিতেছিলে,তাহা ত ব্যর্থ হইল! ভাগ্য দেবতার হস্তে। আমাদের উভয়ের পরিণাম কি, অজ্ঞতা-নিবন্ধন তোমার জানিবার ক্ষমতা নাই। কাপুরুষগণ গর্ব্ব-কৌশলে নিজ নিজ ভয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অপরকে ভীত করিয়া থাকে। কিন্তু জানিও, আমার পরিণাম

যাহাই হউক না কেন, হেক্টর্ কাপুরুষের ন্যায় জীবন সমর্পণ করিবে না। এক্ষণে শত্রুর শক্তি সহ্য কর। এই অমোঘাস্ত্র নিমেষে তোমাকে প্রনষ্ট করিয়া দেশদুঃখ মোচন করিবে।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া করোদ্ধৃত অজগরপ্রতিম শায়ক নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহা একিলিসের দেবশিল্পি-বিনির্ম্মিত অভেদ্য ঢালে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দূরে নিপতিত হইল। নিরস্ত্র হেক্টর্ চকিত চিত্তে ডিইফোবস্‌কে অস্ত্র প্রদান করিতে কহিলেন; কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর বাক্যে কহিলেন,—“আমার বিনাশ ঈশ্বরের ইচ্ছা! ভাবিয়াছিলাম ডিইফোবস্ সাহায্য করিবে, কিন্তু সে ভয়ে প্রাকারমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পালাস্! ইহা তোমরই ছলনা। মৃত্যো! তবে অগ্রসর হও, আমি আর ভীত নহি। হায়! অনুকূল দেবতাগণ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি কলঙ্কভাজন নহি। আমি বীরের ন্যায় বীর-কার্য্যে প্রাণত্যাগ করিব। যুগে যুগে আমার প্রশংসাগান আবাল-বৃদ্ধবনিতা মুখে কীর্ত্তিত হইবে।” বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক একিলিস্‌কে আক্রমণ করিলেন। একিলিস্‌ও শশকানুসারী শ্যেনের ন্যায় মহাবেগে আততায়ীর সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার দিব্যাস্ত্র-নিকর রবিকিরণে দেদীপ্যমান হওয়ায়, তাঁহার কলেবর অগ্নিবিনির্ম্মিত বোধ হইতে লাগিল। দেবীনন্দন পেট্রোক্লসের অভেদ্য-বর্ম্মাবৃত হেক্টরাঙ্গে অস্ত্রপথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন: অনন্তর গলদেশ অনাবৃত দেখিয়া, প্রাণঘাতী ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। দুর্জ্জয় ট্রয়রাজ-কুমার ধরাশায়ী হইলেন;

কিন্তু তাঁহার বাক্‌শক্তির বিলোপ হইল না। রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল শত্রুকে ভূপতিত দেখিয়া, একিলিস্ উল্লাসভরে কহিলেন,—"পেট্রোক্লস্-নিহন্তা সেই দাম্ভিক হেক্টর এত কালে বিনষ্ট হইল। রাজকুমার! একিলিসের বিক্রম অবগত হইয়াও, তুমি কি সাহসে তাহার অনিষ্টাচরণ করিলে? যাহা হউক, আমার প্রিয়সখা বান্ধবের অশ্রুবর্ষণে তর্পিত হইয়া, পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে; কিন্তু মূঢ়! তুমি আমার বিজাতীয় আক্রোশবশতঃ কুক্কুরের ভক্ষ্য—শকুনির আহার হইবে।" মুমূর্ষু হেক্টর্ কাতর বাক্যে কহিলেন,—"তোমার এবং দেবগণের দিব্য, আমার শবদেহে কদাচার করিও না। বীরেন্দ্র! বৃদ্ধ পিতামাতার মনস্তাপ নিবারণের জন্য বিধিমতে আমার প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিও।" ক্রোধ-রক্তনেত্রে নির্দ্দয় একিলিস্ উত্তর করিলেন,—"হতভাগ্য নশ্বর! কখনই নহে; দেবগণ একার্য্য ইচ্ছা করেন না। আমি কি তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি? না—কায়া কুক্কুর-মুখে সমর্পিত হইবে। যদি এই বিশাল ট্রয়্দেশ সর্ব্বস্ব অর্পণ করে; যদি সপত্নীক স্থবির প্রায়াম্ পদপ্রান্তে পতিত হইয়া অগ্নি-বিনিময়ে আমাকে সর্ব্ব রাজ্য প্রদান করে, তথাপি হেক্টরের একটীমাত্র প্রত্যঙ্গ চিতানলে দগ্ধ হইবে না।" আসন্ন-মৃত্যু রাজকুমার ক্ষীণ স্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন,—"তুমি যে ক্রোধ-কিঙ্কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। ক্রোধ তোমাকে চাণ্ডালত্ব প্রদান করিয়াছে। তথাপি একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার নিষ্ঠুরতার পরিপাক-কাল নিকটবর্ত্তী। দুরাত্মন্! স্কিয়া-তোরণে দিবাকরের সাহায্যে পারিস্ তোকে নিহত করিবে।"

অমিতবিক্রম ট্রয়বীর এইমাত্র বলিয়া চিরতরে নীরব হইলেন। তাঁহার উলঙ্গ আত্মা একাকী অনিচ্ছায় তিমিরাচ্ছন্ন কালপুরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ক্রোধান্ধ একিলিস্ নিহত শত্রুকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করত অস্পষ্টস্বরে কহিলেন,—"তুমি ত অগ্রে যমালয়ে গমন কর, তাহার পর যখন বিধাতার ইচ্ছা হইবে, আমিও অনুগামী হইব।" অনন্তর কৃতান্তপ্রতিম দেবীনন্দন নিহত-হৃদয়-নিহিত দিব্য শূল সবলে উৎপাটিত করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শব-দেহ হইতে বর্ম্মাস্ত্র আচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌গণ নির্ভয়ে নিকটস্থ হইয়া, শত্রুর বিশাল দেহ ও অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্ময় সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভল্লাঘাত, ও কেহ কেহ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেও বিরত হইল না। সকলেই বলিতে লাগিল,—"কৃতান্তসোসর যোদ্ভূসদৃশ অজেয় সেই হেক্টরের আজ এ কি দশা!" সেনানীবৃন্দ-পরিবেষ্টিত একিলিস্ শব বক্ষে পদ স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওহে গ্রীক্-বীরবৃন্দ! যখন বিধাতার ইচ্ছায় প্রবল শত্রু নিহত হইল, তখন ট্রয় কি বিনষ্ট হয় নাই? যোধগণ! যাও, গুম্বজ সকল সেনাশূন্য কি না অবলোকন কর; অথবা হেক্টরকে হারাইয়াও তাহারা এখনও বীরদর্প পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু আমার ও চিন্তায় প্রয়োজন কি? আমি যখন পেট্রোক্লসকে হারাইয়াছি, তখন অসার বিষয়ে আমার স্পৃহা নাই। প্রাণাধিক সখার এখনও ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন হয় নাই। হায়! যত দিন আমার ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইবে, আমি কি সেই মোহিনী মূর্ত্তি

ভুলিতে পারিব? কালের নগরে যদি প্রণয়বহ্নি নির্ব্বাণ হয়, আমার অন্তরে চিরকাল তাহা দেদীপ্যমান থাকিবে। বীরগণ! এস, জয়গাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে, জড়পিণ্ড হেক্টরকে দুর্গাভিমুখে লইয়া চল।"

শোকোন্মত্ত একিলিসের অকস্মাৎ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বীরেন্দ্র শল্য দ্বারা হেক্টরের পদগ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া, রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক রথপশ্চাতে লম্বিত ও মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। সেই মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ অমরীনন্দনের বিকট হুঙ্কারে সমগ্র প্রদেশ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। মধুরমূর্ত্তি হেক্টরের সুচারু কেশদাম ধূলিবিলুণ্ঠিত ও ক্ষতনিঃসৃত রক্তবিন্দু দ্বারা গমনমার্গ রঞ্জিত হইতে লাগিল। এই বীভৎস ব্যাপার অবলোকন করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, জড়প্রায় অবস্থিত রহিল।

সর্ব্বাগ্রে এই নিদারুণ দৃশ্য প্রসূতির নয়নগোচর হইল। মহিষী অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া, বক্ষেঃ করাঘাত ও হাহাকার করিতে লাগিলেন। পৌরগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া, রমণীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ভূপতি প্রিয় পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া প্রাসাদ-শিখর হইতে ত্বরিত পদে অবতরণপূর্ব্বক তোরণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শোকক্ষিপ্ত নৃপতিকে কেহই নিবৃত্ত করিতে পারিল না। অতঃপর ট্রয়াধিপ ভূতলে পতিত হইয়া, শুভ্র কেশ ছিন্ন করিতে করিতে কহিলেন,—"তোমরা আমাকে ব্যাঘাত দিও না; প্রাণাধিক কুমারের নিকট যাইতে দাও; আমার পরিচরের প্রয়োজন নাই।

আমি একাকী গমন করিয়া পুত্র-নিহন্তার চরণে পতিত হইব। সেই নির্দ্দয় বীর বৃদ্ধজনে অসম্মান করিতে পারিবে না। তাহারও মৎসদৃশ জরাগ্রস্ত জনক বিদ্যমান। হায়! আমার যৌবন-শোভিত কত পুত্র ঐ রাক্ষসের করাল আস্যবিবরে প্রবেশ করিয়াছে। হেক্টর! তুমিও অবশেষে? প্রাণাধিক! তোমার অদর্শনে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? হায়! মৃত্যুকালে তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুজলে শরীর ভিজাইতে পারিলাম না; তাহা হইলে এ দগ্ধ হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল হইত।" বৃদ্ধ নৃপতি ভূতলে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, পৌরগণ অধারান্তরে নেত্রবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। অশ্রুমুখী সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া হেকুবা তথায় আগমন করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—"হা কুলপ্রদীপ হেক্টর! তোমারই বাহুবলে ট্রয় বিভবশালী। তুমি অলৌকিক পরাক্রমে দেবতার ন্যায় সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাক। কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন! সেই অরিত্রাস মহারথ এক দিনেই অসার শবত্ব প্রাপ্ত হইল!"

এই মর্ম্মভেদিনী বার্ত্তা এখনও এনড্রোমেকির কর্ণগোচর হয় নাই। রাজবধূ এক নিভৃত কক্ষায় বসিয়া ম্লানমুখে শিল্প-কার্য্য করিতেছিলেন। সখীগণ তাঁহার রণপ্রত্যাগত স্বামীর অঙ্গ ধৌত করিবার জন্য নীর উষ্ণ করিতেছিল। সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ রাজনন্দিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি চমকিত ভাবে উত্থিতা হইয়া, গদগদস্বরে কহিলেন,—"সহচরীগণ! রোদন-শব্দ শ্রবণ করিতেছি; ঐ জননী কাঁদিতেছেন। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না; আমার হৃদয়মধ্যে কেন এমন

হইতেছে। আজি নিশ্চয়ই কোন অভিনব অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে, যেন প্রাণেশ্বর সেই রাক্ষস একিলিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি ত সেনামধ্যে অবস্থান করিবার ব্যক্তি নহেন! হায়, সখি! আজি বুঝি সেই প্রতাপপ্রদীপ চিরকালের জন্য কালের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইল!” সরলা রাজবধূ এই মাত্র বলিয়া, শিথিল বেশে তোরণাভিমুখে ধাবিতা হইলেন। সখীগণ ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। হেক্টর-বনিতা প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রথনিবদ্ধ পতিদেহ অঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। রূপসী বিচেতনা হইয়া, বাতাহত-কদলীর ন্যায় পতিতা হইলেন। তাঁহার নেত্ররঞ্জন মুক্তাহার, সুচারু অবগুণ্ঠন, মনোহর কিরীট ও মহার্হ অলঙ্কার সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সখীগণের বহুল প্রযত্নে রাজবধূ সংজ্ঞালাভ করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে রোরুদ্যমানা হেক্টর-প্রিয়া দীনস্বরে কহিলেন,—“হায়! অভাগার হতভাগা পতি! তুমি কি আমাকে সংহার করিবার জন্যই অল্পায়ুঃ লইয়া আসিয়াছিলে? স্নিগ্ধজ্যোতিঃ একমাত্র নক্ষত্র প্রায়ামের রাজ্য সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। আমরা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এক ভাগ্যনিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। পিতা মহারাজ ইটিয়ন্ কেন আমাকে শৈশবে সস্নেহে পালন করিয়াছিলেন? কেনই বা আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? ওহে লুপ্তশরীর আমার প্রিয়তমের প্রেত! এই চিরদুঃখিনীর হৃদয়ে শোকশল্য নিহিত করিয়া, মহাপ্রস্থান করিলে? যে সুকুমার পুত্রের মুখচন্দ্র-দর্শনে আনন্দ

লাভ করিতাম, এক্ষণে সে আমার বিষাদহেতু হইয়াছে! কে সেই পিতৃহীনের লালনপালন করিবে? বৎস যদি শত্রুর কৃপাণে পরিত্রাণ পায়, তাহার দুঃখ ও সন্তাপের অবধি থাকিবে না। তাহার পৈতৃক বিশাল সাম্রাজ্য বিদেশীর হস্তগত হইবে। হায়! আমার আদরের ধনকে হয় ত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; কিন্তু ভিক্ষা দিবে কে? তাহার পিতার অন্ন-ভোজিগণও তখন বিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। আমার প্রাণাধিক পুত্র দ্বারে দ্বারে তাড়িত হইয়া, অশ্রুপাত দ্বারা জননীর সন্তাপ বৃদ্ধি করিবে। হায়! যে আজন্ম পরম যত্নে লালিত, উপাদেয় খাদ্য যাহার আহার ও রাজপুত্রগণ যাহার ক্রীড়াসঙ্গী; যে নিদ্রাকালে ধাত্রীর কোমল হৃদয়ে সুখে নিদ্রিত হয়, সেই আদরের এষ্টিয়ানক্স্ এখন দীনহীন! কিন্তু, প্রাণেশ্বর! তুমি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রেয়সীকে বিস্মৃত হইয়া কোথায় রহিয়াছ? এই হতভাগিনী তোমার জন্য স্বকরে বিজয়-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। হায়! সে সকল এখন অনলের আহুতি হইল!" সতী এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। সখীগণ নিশ্বাস-প্রভঞ্জন প্রবাহিত করিয়া নয়নাসার বর্ষণ করিতে লাগিল।
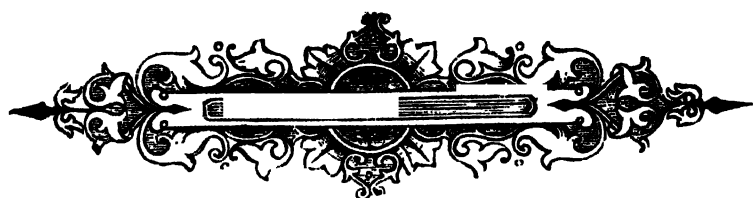
ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

পেট্রোক্লসের অন্ত্যেষ্টি।

শোকসন্তপ্ত পৌরগণ এরূপে অশ্রুপাত করিতে থাকিলে, রুধিরদূষিত ধূলিধূসরিত শব হেলেস্পণ্ট-উপকূলে স্থাপিত হইল। গ্রীক্‌রথিগণ সসৈন্যে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলেন; কেবল ভীমা মার্মিডায়-বাহিনী তীরে অবস্থান করিতে লাগিল। একিলিস্ সেনানীগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন,—"সহকারিগণ! এখনও রথ হইতে তুরঙ্গগণকে মোচিত করিও না; সকলেই স্ব স্ব স্যন্দনে আরূঢ় থাকিয়া, নিহত পেট্রোক্লসের সংবর্দ্ধনা কর।" নেতার আজ্ঞানুসারে সর্ব্ব জন একিলিস্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, রথারোহণে তিন বার শব প্রদক্ষিণ ও নয়নাসারে বর্ম্ম সিক্ত করিলেন। থিটিস্‌দেবী হত বীরের সম্মানার্থে তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণে শোকভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পেলিডিস্ মুহুর্মুহুঃ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করত শত্রুরুধিররঞ্জিত হস্ত শববক্ষেঃ স্থাপিত করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন;—"পেট্রোক্লস্! তোমার প্রেতাত্মা শমনাগারে শান্তি লাভ করুক। দেখ, আমার সেই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণা হইয়াছে; হেক্টর্‌রথী তোমার চরণপ্রান্তে স্থাপিত। উহার

দেহ ক্রব্যাদগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে। দ্বাদশ সদ্বংশসম্ভূত ট্রোজান-বীরকে অচিরাৎ তোমার চিতাপার্শ্বে নিহত করিব।" শোকোন্মত্ত বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া হেক্টরের দেহ আকর্ষণপূর্ব্বক খট্টিকা-পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন। মার্মিডনগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিয়া, রণসজ্জা পরিহারপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে গ্রীক্‌ভূপতিবৃন্দ একিলিস্‌কে শান্ত করিবার জন্য অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহাকে সম্রাটের শিবিরে লইয়া চলিলেন। পবিত্রাত্মা দূতগণ প্রথাক্রমে সলিল উষ্ণ করিয়া, দেবীনন্দনকে রুধিরলিপ্ত হস্ত প্রক্ষালন করিতে কহিলেন; বীর উত্তর করিলেন,—"আমি বিশ্বেশ্বরের নামে শপথ করিলাম, যাবৎ সখার অন্ত্যেষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন না করি, এক বিন্দুও স্পর্শ করিব না। আপনারা উৎসব করুন, আমি নিবারণ করি না, আপনাদের সহিত আমি নির্লিপ্তভাবে রহিব। কিন্তু, রাজেন্দ্র! সূর্য্যোদয় মাত্র সমুন্নত চিতারচনার জন্য গ্রীক্‌গণকে কাষ্ঠ ছেদনার্থে কাননে প্রেরণ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। নিহত বীরের জন্য সর্ব্ব দেশে সকল লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। প্রাণাধিক সখার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইব।" গ্রীক্‌সেনানীগণ বীরবাক্যে সম্মতি অর্পণ করিয়া, নিজ নিজ শিবিরে গমনপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর সুকোমল উৎসঙ্গে দিবসের পরিশ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একিলিস্ বিষণ্ণচিত্তে তরঙ্গনিনাদিত শিলাময় তটোপরি শয়ান হইলেন; নিদ্রালস মার্মিডনগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার দুই পার্শ্বে শয়ন করিল। সমরক্লান্ত বীরেন্দ্র সুকোমল তৃণগুচ্ছোপরি

শরীর স্থাপন করিয়া,তরঙ্গের মৃদুল কলকল-নিনাদ শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাগ্রস্ত হইলেন। এমন সময়ে পেট্রোক্লসের প্রেতাত্মা সহসা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; তাহার বেশভূষা, অবয়ব, মুখশ্রী ও কণ্ঠস্বর সমুদায়ই জীবিতের তুল্য। সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি নিদ্রাতুর প্রবীরের দৃষ্টিপথে অবস্থিত হইয়া কাতরবাক্যে কহিল,— "সখে! ঘুমাইতেছ—পেট্রোক্লস্‌কে বিস্মৃত হইয়া ঘুমাইতেছ? যাহাকে তুমি জীবদ্দশায় যত্নে পালন করিয়াছিলে,এক্ষণে সে পরিত্যক্ত হইয়া, বাতাসে ভ্রমণ করিতেছে! বন্ধুবর! অবিলম্বে আমার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া, প্রেতপুর-গমনের পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দাও। অন্ত্যেষ্টি না হইলে আত্মা আশ্রয়লাভ করিতে পারে না; কায়াহীন প্রেতগণ অধোলোক গমনেচ্ছু মৃত পান্থজনকে নিরন্তর বিতাড়িত করিয়া থাকে; তাহার বৈতরণী উত্তরণের অধিকার নাই। সখে! তোমার নিকট চিরবিদায় লইলাম; জীবাত্মা একবার তথায় গমন করিলে, মর্ত্তের সহিত সমুদায় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একবার চিতাধূম অম্বরে উত্থিত হইলে, আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; প্রিয়জনের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিব না; এবং চিরকালের জন্য স্নেহমায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু জন্মাবধি অনুগামী। তুমি দেবতুল্য হইয়াও এদেশে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। যখন উভয়েরই জন্ম ও মৃত্যু সমান, উভয়ের অস্থি একত্র থাকিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমরা উভয়ে এককালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, একগৃহে লালিত হইয়াছি ও একপাত্রে ভোজন করিয়াছি; থিটিস্‌দেবী তোমাকে যে হেমপাত্র অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন দুইজনের

ভস্ম রক্ষিত হয়।" একিলিস্ কহিলেন,—"সখে! তুমি? পুনর্ব্বার গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া আমার নয়নে উদিত হইলে? সোদরপ্রতিম! তোমার তৃপ্তির জন্য সমুদায় ঔর্দ্ধদেহিক সম্পাদিত হইবে। কিন্তু, প্রাণাধিক! এক্ষণে আমাকে আলিঙ্গন দিয়া, এই সন্তাপিত অন্তরকে শীতল কর।" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া ব্যগ্রতাসহকারে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য হস্তদ্বয় বিস্তার করিলেন। প্রেত মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মুহূর্ত্তে ধূমের ন্যায় সমীরণে বিলীন হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ একিলিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করত বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"মনুষ্য মৃত হইলে সমুদায় পরিত্যাগ করে না; অমর অন্তর বিদ্যমান থাকে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অনিত্য কায়ার বিনাশ হইলেও, বিরল ধূম অথবা বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর অবশিষ্ট থাকে। সখা সংপ্রতি সমরে তনুত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু আবার প্রেতমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল! তাহার আকার এখনও জীবিতবৎ, কিন্তু কত সদৃশ,—কত বিভিন্ন!" বলিতে বলিতে শোকার্ত্ত প্রবীরের নেত্রযুগল হইতে অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে রমণীয় প্রভাত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বজনের নেত্রে অশ্রুরেখা প্রদর্শন ও নিহত বীরের বদন পুনরুজ্জ্বল করিল। মহীপতি এগামেম্নন্ প্রথানুসারে চিতাকাষ্ঠ ছেদনের জন্য অশ্বতরসহকারে কতিপয় যোদ্ধাকে প্রেরণ করিলেন। কর্ত্তৃত্বভার মেরিয়নের উপর অর্পিত হইল। একিলিস্ দাহস্থান

চিহ্নিত করিয়া, সৈন্যগণকে সমর-সজ্জায় আগমন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে প্রদীপ্ত-বর্ম্মমণ্ডিত রথী ও সারথিগণ সমুন্নত রথারোহণে আগমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পদাতিক-সেনা ক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া ধাবিত হইল। তাহাদের পশ্চাতে পেট্রোক্লসের শব-সংবলিতা রম্য খট্টিকা রোরুদ্যমান বহু জন কর্ত্তৃক বাহিতা। শব যথাস্থানে স্থাপিত হইলে, চিতারচনা আরম্ভ হইল। একিলিস্ একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় সুদীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে লাগিলেন; বীরেন্দ্র বাল্যাবধি এই কেশ স্পেরিকিয়স্ নদীর মানতে রক্ষিত করিয়াছিলেন। দেবীনন্দন বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সেই পূতনীরা নদীপানে চাহিয়া কহিলেন,—"হে স্পেরিকিয়স্! তোমার দীর্ঘ তরঙ্গ মৃদুল হিল্লোলে আমার মাতৃভূমি প্লাবিত করিতেছে। আমরা দেশে ফিরিয়া, এই কেশ মুণ্ডনপূর্ব্বক তোমার পূজা করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম। তোমার তটস্থিত পবিত্র নিকুঞ্জ-মধ্যে পঞ্চাশৎ মেষবলি অর্পিত হইত। পিতা বৃথা এইরূপ পণবদ্ধ হইয়াছিলেন। একিলিস্ আর জন্মভূমি অবলোকন করিবে না; ঐ তুচ্ছ আশায় আর আমি এ কেশভার বহন করিতে চাহি না, পেট্রোক্লসের সহিত কালের ভবনে গমন করুক।" বীরেন্দ্র এই প্রকার আক্ষেপোক্তি করিয়া, ছিন্ন কেশ সখার হস্তে অর্পণ করিলেন। চারিদিকে শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইল। তপনদেব বীরগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই সাগর-গর্ভে অন্তর্হিত হইলেন। সৈন্যদল শিবিরে প্রস্থান করিল। একিলিসের অনুরোধে সম্রাট্ এগামেম্নন্ ভূপতিগণের মধ্য হইতে শবদাহী নির্বাচিত করিলেন।

দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় ষষ্ঠষষ্টি হস্ত-পরিমিত কাষ্ঠস্তূপ নির্ম্মিত হইল। শব যথাস্থানে স্থাপিত হইলে, দাহকগণ চিতার চতুঃপার্শ্বে মধুকুম্ভ ও তৈলকুম্ভ সকল লম্বিত করিয়া দিলেন। প্রেতের অনুগমনার্থে অসিত মেষ, অসিত বৃষ, অশ্ব চতুষ্টয় ও কুক্কুরদ্বয় চিতাপার্শ্বে নিহত হইল। সর্ব্বশেষে সেই নিদারুণ হত্যা—দ্বাদশ ট্রোজান্ বন্দির প্রাণনাশ! অগ্নি ভীষণ গর্জ্জন সহকারে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া, বুভুক্ষিতের ন্যায় ব্যগ্রভাবে বলিদ্রব্য গ্রাস করিতে লাগিল। শত্রুরক্ত-রঞ্জিত নিষ্ঠুর একিলিস্ চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চ কণ্ঠনিনাদে সর্ব্বজনকে চমকিত করত কহিলেন,—"পেট্রোক্লস্! তোমার প্রেতাত্মা প্লুটোর আগারে আনন্দ করুক। দেখ, আমার সেই পূর্ব্ব অঙ্গীকার সম্পূর্ণ হইল—দ্বাদশ ট্রোজান্‌কে বলি-স্বরূপ অর্পণ করিলাম। হেক্টরের পরিণাম আরও ভীষণতর; মাংসাশিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে বলিয়া, এখনও তাহাকে রক্ষা করিতেছি।"

প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রবীর এইরূপ আক্রোশ করিলেও,দেবগণ হেক্টরের প্রতি বিমুখ হইলেন না। ভিনস্‌দেবী সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে থাকিয়া, শবদেহে স্বর্গীয় সুগন্ধি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল সূর্য্যদেব, পাছে মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপে রক্তমাংস শুষ্ক হইয়া যায়, সুশীতল সমীরণজালে বীরকায়া সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন।

এখনও কিন্তু চিতানল প্রজ্বলিত হইল না। একিলিস্ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বায়ুগণের সাধনা করিতে লাগিলেন। দেবদূতী আইরিস্ দেবীনন্দনকে কাতর দেখিয়া, অবিলম্বে

পবনালয়ে গমনপূর্ব্বক সমীরণগণকে চিতানল প্রজ্বলিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বায়ুগণ প্রভঞ্জনের অবতারণা করিয়া, প্রবলবেগে মহাশব্দে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করত চিতামধ্যে ফুৎকার করিতে লাগিল। বহ্নি মুহূর্ত্তেকে প্রজ্বলিত হইয়া তমিস্রার গাঢ়ান্ধকার অপসারিত করিল। একিলিস্ সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া, শোক-সন্তপ্তচিত্তে স্বর্ণপাত্রে সখার তর্পণ করিতে লাগিলেন। উষাদেবীর আগমনে বায়ুগণ চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। একিলিস্ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ক্লান্তিনিবন্ধন নিদ্রাগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর রাজগণ আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত করিলে, বীরেন্দ্র তাঁহাদিগের নিকট অঙ্গার নির্ব্বাণ, অস্থিসংগ্রহ ও দাহস্থলে কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণের প্রার্থনা করিলেন। গ্রীক্‌গণ চিতাস্থানে গমন পূর্ব্বক প্রচুর মধুবৃষ্টিদ্বারা রাশীকৃত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল; তদনন্তর অস্থি-সংগ্রহ করত হেমপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মৃতব্যক্তির স্মৃতিস্বরূপ গিরিপ্রতিম মৃত্তিকাময় স্তূপনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর একিলিস্ যোধবৃন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিস্তৃত প্রান্তরে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বৃত্তাকারে স্থাপন করিলেন। অসংখ্য বৃষ, অশ্বতর, অশ্ব, পুষ্পপাত্র, দিপদী ও রমণী প্রভৃতি বিবিধ পুরস্কার-দ্রব্য আনীত হইতে লাগিল। রথ চালনার প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় প্রথম ব্যক্তি নবযৌবনা রূপসী ললনা ও শিল্পিবর-বিরচিত বৃহদাকার সুরম্য পুষ্পপাত্র, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমগর্ভিণী তেজস্বিনী অশ্বী, তৃতীয় ব্যক্তি পদচতুষ্টয়-সমন্বিত অভিনব ভোজনপাত্র, চতুর্থ ব্যক্তি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এবং শেষব্যক্তি

সুশোভন পানপাত্র পাইবেন, ঘোষিত হইল। মহারথ উমিলস্, বিপুলবিক্রান্ত টিডাইডিস্, স্পার্টারাজ মেনিলস্ এবং নেষ্টর্-নন্দন এন্‌টিলোকস্ স্ব স্ব রথে তুরঙ্গ যোজিত করিয়া, নিপুণতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। ডায়োমেড্, এন্‌টিলোকস্, মেনিলস্ ও উমিলস্ যথাক্রমে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়া, নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। একিলিস্ উমিলস্‌কে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া, রজতমণ্ডিত মনোহর উরস্ত্রাণ অর্পণে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। পঞ্চমোপহার পাত্রাভাবে দেবীনন্দন সর্ব্বজনপূজ্য নেষ্টরের পদতলে রাখিয়া, বিনীতভাবে কহিলেন,—"পিতঃ! পেট্রোক্লসের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিঙ্করপ্রদত্ত এই তুচ্ছ দ্রব্য গ্রহণ করুন। দুর্নিবার বার্দ্ধক্য আপনার শৌর্য্যাপহরণ করিলেও, গৌরবে আপনি জগৎ-পূজ্য।" বৃদ্ধবর আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্মিতমুখে তাহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মুষ্টিযুদ্ধ আহূত ও যৌবনশোভিত অশ্বতর এবং প্রকাণ্ড মনোহর পানপাত্র সর্ব্বসমক্ষে স্থাপিত হইল। বিশাল-দেহ ইপুস্ দণ্ডায়মান হইয়া, অশ্বতরকে ধারণ করত সদর্পে কহিলেন,—"যে ব্যক্তি পরাস্তলভ্য পানপাত্রে অভিলাষ করে, সে অবিলম্বে উত্থিত হউক। এই অশ্বতর আমারই প্রাপ্য, কে না স্বীকার করিবে? নানা যুদ্ধে অনেকেই রণক্ষেত্রে সম্মানলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ সমরে আমার সমান কেহই নাই। কে সর্ব্বগুণে গুণী হইতে পারে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অবিলম্বে অগ্রসর হউক; আমার এই বজ্রমুষ্টি তাহার সর্ব্বাবয়ব বিচূর্ণিত করিবে। সেই হতভাগ্যের শব বহনার্থ বন্ধুগণও নিকটে দণ্ডায়মান থাকুন।"

মহাবল এইমাত্র বলিলে, সকলেই বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। এই সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণে মিসিস্থস্-নন্দন উরিয়েলস্ পিতৃগৌরব রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। বীরেন্দ্র টিডাইডিস্ ব্যস্তভাবে তাঁহার কটিদেশে কটিবন্ধ ও করদ্বয়ে লৌহ-মুষ্টি বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাকায় ইপুস্ প্রতিযোগীর গণ্ডস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিবা-মাত্র, সেই প্রচণ্ড প্রহারে উরিয়েলস্ ভূতলে পতিত হইয়া, মৃতবৎ অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র ও আস্যবিবর হইতে শোণিত-প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। বন্ধুগণ অচৈতন্য হত-ভাগ্যকে রঙ্গভূমি হইতে অপসারিত করিয়া, বিজিতের পুরস্কার পানপাত্র গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মল্লযুদ্ধের আয়োজন হইল। একিলিস্ প্রসঙ্গ করিবা মাত্র এজাক্স ও উলেসিস্ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, পরস্পর ভুজে ভুজ সংজড়িত ও মস্তকে মস্তক যোজিত করিয়া, দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী মল্লযুদ্ধে বহুল প্রয়াসে কেহ কাহাকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর মহাকায় টেলামন্-নন্দন সর্ব্বসামর্থ্য প্রয়োগপূর্ব্বক উলেসিস্কে উত্তোলিত করিলেন। কিন্তু ইথেকারাজ সুকৌশলে গুল্ফদেশে পদাঘাত করত মহাবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। চতুর্দ্দিকে হাস্যমিশ্রিত সাধুবাদ উত্থিত হইল। অতঃপর উলেসিস্ এজাক্সকে উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু নাড়িতে পারিলেন না। তখন একিলিস্ তাঁহাদের বৃথা সামর্থ্য-ক্ষয় অবলোকন করিয়া নিবৃত্ত

হইতে কহিলেন। বীরদ্বয় হাস্যমুখে ধূলিধূসরিত অঙ্গ পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন; বিজেতার পুরস্কার দ্বাদশ-বৃষমূল্য প্রকাণ্ড ত্রিপদ ও বিজিতের পুরস্কার বৃষচতুষ্টয়-পরিমিতা কামিনী কেহই গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর ধাবন-নিপুণ তিন ব্যক্তির জন্য অনুপম রজতপাত্র, এক বলবান্ বলীবর্দ্দ ও কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা আনীত হইল। অইলুস্-নন্দন এজাক্স্, উলেসিস্ ও কিশোর বীর এন্‌টিলোকস্ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়া, উলেসিস্ রৌপ্যপাত্র, এজাক্স্ বৃষ ও এনটিলোকস্ স্বর্ণমুদ্রা যথাক্রমে প্রাপ্ত হইলেন। নেষ্টরনন্দন পিচ্ছিল ভূমিতে পদস্খলিত হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি দ্রুততায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, বিজয়ী হইতে পারেন নাই। যুবা আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"বৃদ্ধের সহিত বীর্য্য প্রদর্শন করিতে যাই কেন? উহাঁরা দেবতার প্রিয়, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিজয়ী। আপনারা দেখিয়াছেন, প্রৌঢ় এজাক্স্ আমাকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ উলেসিসের নিকট পরাজিত হইলেন। জরাগ্রস্ত উলেসিস্ কেমন ধাবনদক্ষ! একিলিস্ ব্যতিরেকে অপর কাহারও নিকট উনি পরাজিত হইবার নহেন।" পেলিডিস্ যুবকের এবংবিধ প্রশংসাবাদে পুলকিত হইয়া, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা-প্রদান দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।

অতঃপর একিলিস্ নিহত সার্পিডনের পেট্রোক্লস্‌হৃত ঢাল, কৃপাণ, শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম প্রভৃতি মহার্হ সমর-সজ্জা পুরস্কার নির্দ্দেশ করিয়া, বর্শাযুদ্ধ-নিপুণ ব্যক্তিদ্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "যিনি প্রতিযোগীর অঙ্গে অগ্রে রক্তপাত করিতে পারিবেন,

তাঁহার কটিতটে এষ্টারোফুসের এই রত্নখচিত কৃপাণ লম্বিত হইবে; আর এই সমুদায় শস্ত্রসজ্জা উভয়কেই বণ্টন করিয়া দিব।” তৎক্ষণাৎ মহারথ টিডাইডিস্ ও মহাকায় এজাক্স্ উত্থিত হইয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনবার বিকট আঘাত-শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই ভয়ে চমকিত হইয়া, যুধ্যমান ক্রুদ্ধ শূরদ্বয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরশার্দ্দূল ডায়োমেড্ বিজয়ী ঘোষিত হইয়া, হেমকটিবন্ধ-লম্বিত মণিময় কৃপাণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর একিলিস্ প্রকাণ্ড গুরুভার লৌহপিণ্ড বজ্রশব্দে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—“যিনি এই লৌহগোলক ঘূর্ণিত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই ইহা প্রদত্ত হইবে; হল ফলকাদি কৃষিকার্য্যোপযোগী দ্রব্য-নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার আর অন্য লৌহের আবশ্যকতা থাকিবে না।” দেবী নন্দনের বাক্য-সমাপ্তিমাত্র পোলিপিটিস্, এজাক্স্ ও ইপ্যুস্ যথাক্রমে নিজ নিজ সামর্থ্য প্রদর্শন করিলেন। মহাবাহু পোলিপিটিস্ বিজয়ী ঘোষিত হইলে, তাঁহার অনুচরগণ মহাশব্দে জয়ধ্বনি করত সকলে মিলিত হইয়া, সেই অদ্ভুত পুরস্কার উত্তোলন করিল।

অনন্তর কৌতূহলাক্রান্ত দেবী-নন্দন দশখানি একমুখ পরশু ও সমসংখ্যক দ্বিমুখ কুঠার অঙ্গনে স্থাপন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদবিশারদ বীরগণকে আহ্বান করিলেন। অবিলম্বে এক সুদীর্ঘ গুণবৃক্ষ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে প্রোথিত ও দুগ্ধফেননিভ শুভ্র পারাবত তাহার শিরোদেশে আবদ্ধ হইল। একিলিস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"যিনি আবদ্ধ কপোতকে শরাঘাতে বিনষ্ট করিয়া, শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তিনি ঐ দশখানি দ্বিমুখ কুঠারের অধিকারী; আর যিনি রজ্জুমাত্র ছেদন করিবেন, একমুখ পরশুগুলি তাঁহারই পুরস্কার।" ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মেরিয়ন্ ও টিউসার সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। ভাগ্য-পরীক্ষাদ্বারা শর-ক্ষেপপর্য্যায় নিনীত হইল। অগ্রে টিউসার্-নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শর ভীষণ গর্জ্জন সহকারে আকাশে উত্থিত হইয়া, কেবল রজ্জু ছেদনে সমর্থ হইল; কারণ তিনি ধনুর্ব্বেদদাতা দিবাকরকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিমুক্ত কপোতরাজ আকাশে উড্ডীন হইলে, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল। এইবার মেরিয়ন্ ইষ্টদেবতার স্মরণ করত কার্ম্মুকে শর সংযোজন করিলেন। সেই বেগগামী পত্রী মেঘমধ্যগত পতত্রীকে বিদ্ধ করিয়া, রুধিরলিপ্ত-ফলকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরের পদতলে পতিত হইল; আহত পারাবতও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে, সেই গুণবৃক্ষ-চূড়ে ক্ষণকাল আসীন থাকিয়া, ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অমনি বিস্ময়াভি-ভূত বীরবৃন্দের অশনি-নিনাদসদৃশ সাধুবাদে অম্বর বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

পরিতৃপ্ত একিলিস্ ক্রীড়া-সমাপ্তির জন্য ক্ষেত্রমধ্যে এক প্রদীপ্ত শূল ও নানা কারুকার্য্য-শোভিত সুবৃহৎ পানপাত্র স্থাপিত করিয়া, ভল্লযুদ্ধ নিপুণ ব্যক্তিদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। বীরেন্দ্র মেরিয়ন্ ও স্বয়ং মহীপতি এগামেম্নন্ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেবীনন্দন মহারাজকে উঠিতে

দেখিয়া, মহোল্লাসে মস্তক অবনমনপূর্ব্বক কহিলেন,—"রাজ-রাজেশ্বর! সমগ্র গ্রীসীয়বৃন্দ আপনার গুণবত্তা ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। সকলেই বিদিত আছে, বলে, পরাক্রমে এবং গৌরবে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেব! কৃপা করিয়া উপহার গ্রহণ করুন; কিন্তু আপনার ভ্রাতৃবধূর উদ্ধারার্থে যুঝিবার জন্য মেরিয়ন্‌কে শূলপ্রদানের অনুমতি দিউন।" বীরমুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, সম্রাট্ প্রসন্নচিত্তে মেরিয়নকে শূল অর্পণ করিলেন; এবং ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহারের নিমিত্ত, সেই অব্যবহৃত পানপাত্র টাল্‌থিবিয়সের হস্তে দিয়া, শিবিরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ কাণ্ড

হেক্টরের দেহোদ্ধার।

ক্রীড়ার সমাপ্তি হইলে, গ্রীক্‌গণ নিজ নিজ শিবিরে প্রতিগমন করিয়া, প্রচুর ভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত নিদ্রার সুকোমল উৎসঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইল; কিন্তু একিলিসের অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। তিনি সখার প্রশান্তমূর্ত্তি স্মরণ করত বিজনে খট্টিকার উপর শয়ান হইয়া, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বয়স্যের সেই সম্মোহিনী মুখশ্রী, সেই সরল হৃদয়, যুবজনোচিত তেজঃ, দর্পপূর্ণ মনঃ, অসীম বীরত্ব, সমুদায় এক্ষণে তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। সন্তপ্ত দেবীনন্দন কখনও শয়ান, কখনও উত্থিত হইয়া, উৎসুক চিত্তে দিবাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উষার লাবণ্য প্রকাশিত হইবামাত্র ক্রোধান্ধ বীরকেশরী হেক্টরের দেহ রথে আবদ্ধ করিয়া, তিনবার পেট্রোক্লসের সমাধি-মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রাগ্রস্ত হইলেন। হায়! মহাবীর হেক্টরের পরম সুন্দর বিশাল দেহ ধূলিময় অঙ্গনে নিরাসনে অবস্থিত রহিল।

তদ্দর্শনে অমরগণের আক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। দয়াময় হার্ম্মিস্ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, দেহ অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে, নিষ্ঠুরা ত্রিদিবেশ্বরী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। যে দিন বালক পারিস্ গিরিশিখরে নারীরত্নলাভ-লালসায় ভিনস্‌কে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি ট্রয়ের উপর তাঁহার কোপ-দৃষ্টি।

দশম দিবসে করুণার্দ্র এপলোদেব সুর সভাধিষ্ঠিত অমর-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওহে পাষাণহৃদয় অনশ্বরগণ! কতবার হেক্টরের পূজা গ্রহণ করিয়াছ, তবুও তাহার মৃত দেহের উপর এত আক্রোশ! আহা! তাহার অন্ত্যেষ্টিও সাধিত হইবে না। তবে কি সেই ক্রূর একিলিস্ এক্ষণে তোমাদের প্রসাদ-ভাজন হইয়াছে? যে সর্ব্বদা নরহিংসানিরত, যাহার হৃদয়ে দয়া-মায়ার লেশমাত্র নাই, প্রাণিপীড়নের নিমিত্তই যাহার জন্ম, সে শার্দ্দূল, মনুষ্য নহে। সেই দুরাত্মার ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই। সেই মূঢ় শরীরিমাত্রের ভাগ্যফল না ভাবিয়া, কেবল এক অনিষ্টে ক্রোধান্ধ হইয়াছে। বিধাতার বিধানে স্বজনবর্গের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য কিছুক্ষণ শোক প্রকাশ করিয়া, নিবৃত্ত হয়, কারণ দুঃখভোগের জন্যই তাহার মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ; কিন্তু এই অশান্ত দুর্ম্মতি সাধারণ অদৃষ্টের বশীভূত নহে। তোমরা স্বনেত্রে দেখিয়াছ, সেই দুরাচার হেক্টর্-দেহ আকর্ষণ করিল, তাহাতে অণুমাত্র দোষ বিবেচনা করিল না। অসমসাহসিক হইলে কি হয়, উহার তিলমাত্র বিবেচনাশক্তি নাই। ঐ নীচা-শয় দেবতা ও মনুষ্যের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া থাকে।" জুনো

কহিলেন,—“যদি দেবরাজ উভয় বীরকে সমান সম্মান প্রদান করিতে চাহেন, যদি থিটিস্-নন্দনের বিশিষ্টতা না থাকে, তবে দেবগণ! ধনুর্ব্বেদপতে! তুমিও শ্রবণ কর। হেক্টর্ নশ্বর মনুষ্য-বংশে উৎপন্ন, আর ঐ শূরপ্রবর অমরীগর্ভসম্ভূত। একিলিস্ মানবের ঔরসে দেবীজঠরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। আমরা সকলেই বিবাহ-বাসরে সুরধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্যলোকে গমন করিয়াছিলাম! এই সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ তপন তখন সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, বীণালয়ে দিব্যসঙ্গীত করত সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।”

সুরেশ্বরীর এবংপ্রকার বাক্য-শ্রবণে বজ্রপাণি কহিলেন,—“দেবি! নিজ ক্রোধানলে সুরসভা দগ্ধ করিও না। মনুষ্য হেক্টর্ আর দেবীনন্দন কখনই তুল্য হইতে পারে না; কিন্তু রথীন্দ্র হেক্টর্ দেবতাগণের, বিশেষতঃ আমার অনুগ্রহভাজন হইয়াছে। ঐ বীর সর্ব্বদাই দেবার্চ্চনায় নিরত ছিল। যাহা হউক, বলপূর্ব্বক শব গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ থিটিস্ নিরন্তর তাহা রক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে গমন করিয়া সিন্ধুনন্দিনীকে আহ্বান কর; মাতৃবাক্যে তাহার সেই ক্রূর নন্দন প্রচুর নিষ্ক্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়ামকে কায়া সমর্পণ করিবে।” অমররাজ নিরস্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সুরসুন্দরী আইরিস্ সমুজ্জ্বল উল্কার ন্যায় নীররাশি উদ্ভাসিত করিয়া, জলধিগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, চারুনেত্রা থিটিস্ পুত্রবিরহে বিলাপ করিতেছেন। দেবদূতী কহিলেন,—“শোভনে! আমার সহিত আগমন কর, দেবরাজ তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন”; দেবী

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"বজ্রপাণি অসময়ে আমাকে আহ্বান করিলেন কেন? এই জন্মদুঃখিনীর বিরস বদন অবলোকন করিয়া, দেবগণ কাতর হইয়া থাকেন; আমি আর পাপ মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিব।" দেবী এইমাত্র বলিয়া, সুচারু অবগুণ্ঠনে চন্দ্রানন আবরিত করিয়া, আইরিসের অনুগামিনী হইলেন।

ম্লানমুখী জলধিনন্দিনী অনতিবিলম্বে স্বর্গসভায় প্রবেশ করিলেন। মিনার্ভাদেবী গাত্রোত্থান করিয়া, সাদরে তাঁহাকে সুরম্য আসন, ও স্বয়ং ত্রিদিবেশ্বরী তাঁহার সন্তাপ বিদূরিত করিবার জন্য হস্তে সুধাপাত্র অর্পণ করিলেন। থিটিস্ অমিয়ের আস্বাদ গ্রহণ করিলে, বিশ্বপিতা বজ্রপাণি কহিতে লাগিলেন,—"তুমি শান্তিধাম স্বর্গ-নিকেতনে আসিয়াছ, কিন্তু ললনে! তোমার মুখ-চন্দ্রমায় পুত্রশোক-কলঙ্ক সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। অদৃষ্টকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এক্ষণে আমার বাক্য অবধান কর,—হেক্টরের দুর্দ্দশায় দেবগণ নয় দিন আক্ষেপ করিতেছেন। হার্মিসের একান্ত ইচ্ছা, মর্ত্ত্যে অবতরণপূর্ব্বক শব অপহরণ করে; কিন্তু আমি তাহা অনুমোদন করিতেছি না। দেবি! আমার অভিলাষ এই যে, তোমার বীর পুত্র স্বয়ং শব সমর্পণ করিয়া, যশস্বী হইবে। আমার আজ্ঞানুসারে তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া, তাহাকে দেবগণের অসন্তোষ অবগত কর। তাহার যদি ভয়লেশ থাকে, তবে যেন সে পুনর্ব্বার পবিত্র কায়ার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী না হয়। প্রচুর নিষ্ক্রয়

গ্রহণ করত, যেন সে পিতাকে শব সমর্পণ করে ; আইরিস্ দেবী বৃদ্ধ ভূপতিকে মহার্হ দ্রব্যসম্ভার সহ শীঘ্রই তাহার শিবিরে লইয়া যাইবে।"

দেবেন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, থিটিস্‌দেবী পুত্র-সদনে উপনীতা হইলেন এবং দেখিলেন, একিলিস্ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন ; অনুচরগণ বিবিধ ভক্ষ্য লইয়া তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; বীর কিছুতেই আহার করিতে অভিলাষী নহেন। দেবী শোকাতুর পুত্রপার্শ্বে আসীনা হইয়া, অঙ্গে কর মর্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"হতভাগ্য ! কত দিন শোকে ও অনাহারে জীবনক্ষয় করিবি ? এখনও সময় রহিয়াছে, সুখভোগ করিয়া লও। স্বয়ং দেবেন্দ্র আমাকে বলিয়া দিলেন, যদি তোমার অন্তরে ভয়লেশ থাকে, আর হেক্টরের প্রতি অত্যাচার করিও না। জড়পিণ্ডে আক্রোশ-প্রদর্শনে লাভ কি ? প্রচুর নিষ্ক্রয়ে শব সমর্পণ কর।" একিলিস্ উত্তর করিলেন,—"মাতঃ ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

উভয়ের এইরূপ আলাপন হইতেছে, এদিকে যোভ্‌দেব আইরিস্‌কে কহিলেন,—"সুরকুমারি ! অবিলম্বে ট্রয়নগরে গমন করিয়া, বৃদ্ধ ভূপতিকে পুত্র উদ্ধার করিতে কহ ; ট্রয়রাজ যেন একাকী গমন করিয়া, একিলিসের অভিলষিত দ্রব্যরাজি প্রদান করে। কেবল রথচালনদক্ষ একমাত্র স্থবির দূত তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিবে। শত্রুমধ্যে তাহার কোন বিপদাশঙ্কা নাই, আমি স্বয়ং রক্ষা করিব। হার্মিস্ পথ প্রদর্শন করত ভূপতিকে একিলিসের শিবিরে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবে। ক্রূর

একিলিস্ তাহার কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। মহাবল ব্যক্তি কখনও আশ্রিত-রক্ষণরূপ কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করে না।" দেবরাজের নিদেশপ্রাপ্তিমাত্র সুরসুন্দরী বিচিত্র কার্ম্মুক বিস্তার করত আকাশে উড্ডীনা হইলেন।

দেবদূতী দেখিলেন, পুত্রশোকাতুর প্রায়াম্ বদন বস্ত্রাবৃত করত শয়ান রহিয়াছেন; রাজপুত্রগণ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। রাজনন্দিনীগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ বিদীর্ণ হইতেছে। দেবদূতী শোকোন্মত্ত পিতাকে যোভের নিদেশ অবগত করিয়া, অন্তর্ধান করিলেন। ভূপতি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রথসজ্জা করিতে কহিয়া, কোশাগারে প্রবেশ এবং মহার্হ দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করত মহিষীকে আহ্বান করিলেন। রাজ্ঞী আগমন করিলে, ভূপতি অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"অয়ি হতভাগ্য ভূপতির দুঃখিনী সহধর্ম্মিণি! দেবদূতী আমাকে একিলিস্ সকাশে গমন পূর্ব্বক মহার্হ উপায়ন দ্বারা তাহাকে শান্ত করত পুত্রদেহ উদ্ধার করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি অসংখ্য শত্রুমধ্যে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর।" এই বজ্রপ্রতিম বাক্য শ্রবণে মহিষী অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন,—"নাথ! উন্মাদনিবন্ধন কোথায় গমন করিবে? তুমি মতিমদ্‌গণের অগ্রগণ্য হইয়া, অকস্মাৎ এরূপ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে কেন? হায়! সেই বংশবিনাশী রাক্ষসের নিকট কেমন করিয়া একাকী গমন করিবে! প্রাণাধিক হেক্টরের রক্তরঞ্জিত তাহার সেই করাল হস্ত কোন প্রাণে নিরীক্ষণ করিবে! সেই নীচাশয়ের দয়ামায়া নাই। সে

বৃদ্ধের প্রতি কখনই সম্মান প্রদর্শন করিবে না। অতএব মহারাজ! এ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। হতভাগ্য সন্তান পিতৃহৃদয়ে শোক-শল্য নিহিত করিয়া, পিলুস্‌নন্দনকে প্রাণ দিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হায়! যদি সেই দুরাত্মার উষ্ণ শোণিত প্রাপ্ত হইতাম, তবে এ জ্বালার কথঞ্চিৎ উপশম হইত! স্বদেশবৎসল বীরাগ্রগণ্য মহারথ ব্যক্তির শবদেহের উপর এরূপ অত্যাচার!” বৃদ্ধ অবিবেচিতভাবে উত্তর করিলেন,—“রাজ্ঞি! অমঙ্গল শংসিনী পেচকীর ন্যায় আমাকে এরূপ বাক্য দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করিও না! ভীরু! মনুষ্যবাক্যে যাইতেছি না; দেবদূতী স্বয়ং আমাকে আদেশ করিয়াছেন! দেবগণ! আমি আপনাদের আজ্ঞাক্রমে শত্রুকটকে গমন করিতেছি; তথায় আমার মৃত্যু হইলেও, আমি ক্ষুব্ধ নহি। সে ব্যক্তি আমার প্রাণসংহার করুক, পুত্রের সহিত পিতার মিলন হউক। আমার ইচ্ছা, একবার প্রাণাধিক নন্দনকে হৃদয়ে ধারণ ও অন্তিমকালে দর্শন করিব!” ভূপতি এইমাত্র বলিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পুত্রনিহন্তার প্রীতির জন্য মহামূল্য দ্রব্যসম্ভার আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রথসজ্জার বিলম্ব দেখিয়া, ক্ষিপ্ত ভূপতি ক্রোধকর্কশস্বরে পুত্রগণকে কহিলেন,—“কুলাঙ্গারগণ! হেক্টরের জন্য প্রাণপাত করিতেছ না কেন? হায়! আমি বীরপুত্রগণে বঞ্চিত হইলাম, আর কুলকলঙ্ক তোরাই কেবল জীবিত রহিলি! দুর্দ্ধর্ষ নেষ্টর্, মহারথ ট্রয়লুস্ ও সুরপ্রতিম হেক্টর্ নাই। যত বিলাসপ্রিয় কুলক্ষয়কারী কাপুরুষ এক্ষণে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তোরা কি-রূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছিস্? হেক্টরকে আনিবার জন্য কেন অবি-

লক্ষে আমার রথসজ্জা করিতেছিস্ না?" পিতার এরূপ পরুষ বাক্যে রাজনন্দনগণ ক্ষুব্ধ হইয়া, রথে অশ্বতর চতুষ্টয় যোজিত করিলেন। ভৃত্যগণ অশ্রুপাত করিতে করিতে নানাবিধ উপহার-দ্রব্য তাহাতে স্থাপিত করিল। শোকাতুর ভূপতি বৃদ্ধ দূতের সাহায্যে স্বয়ং নিজ রথে অশ্ব যোজনা করিতে লাগিলেন। মহিষী হেকুবা মধুপূর্ণ হেমপাত্র হস্তে লইয়া, তথায় আগমনপূর্ব্বক রথাসীন স্বামীকে কহিলেন,—"মহারাজ! ধর, নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাগমনের জন্য যোভ্‌দেবকে অর্পণ কর। তুমি একান্ত শত্রুমধ্যে গমন করিবে, তবে সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ বাহন খগরাজকে দক্ষিণাকাশে প্রেরণ করিয়া, শুভঘোষণা করেন। শুভচিহ্ন দর্শন করিয়া, নির্ভয়ে গমন কর; কিন্তু যদি তাহা না হয়, নাথ! দাসীবাক্যে কর্ণপাত করিয়া ক্ষান্ত হও।" মহিষীর বাক্যে মহীপতি সমীপস্থা কিঙ্করীকে বারি আনয়ন করিতে বলিলেন এবং হস্ত প্রক্ষালন করত, মধুপাত্র ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে সর্ব্বলোক-পূজিত অনন্তদেব! ক্রূর একিলিস্-সদনে আমাকে লইয়া গিয়া, তাহার কঠিন অন্তরে করুণা অর্পণ কর। তোমার প্রসন্নতা-পরিজ্ঞাপনের জন্য, তোমার প্রিয়তম খগরাজ দক্ষিণাকাশে উড্ডীন হউন।" দয়াময় যোভ্‌দেব তৎক্ষণাৎ নিজ বাহনকে প্রেরণ করিলেন। বিহঙ্গবর বিস্তারিত পক্ষযুগ দ্বারা সিংহদ্বার-সদৃশ বিশাল স্থান অধিকার করত, শন্ শন্ শব্দে চক্রগতিতে দক্ষিণাকাশে আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে সকলের বিরসমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং রাজ্ঞী নয়নযুগল মার্জ্জিত করিলেন।

ভূপতি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বযুগ মহাশব্দে পিত্তলতোরণ প্রকম্পিত করিয়া, ধাবিত হইতে লাগিল; বৃদ্ধ দূত ইডিয়স্ অশ্বতর-বাহিত উপহারপূর্ণ সুসজ্জিত রথ সহ তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজপথ পরিপূর্ণ করিয়া, কাতর নেত্রে, যেন জন্মশোধ, ভূপতিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে যোভের নির্দেশক্রমে হার্মিস্‌দেব পরম সুন্দর যুবক-রূপ ধারণ করিয়া, হেলেস্‌পণ্টতীরে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে নদীপুলিনে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া, ভয়চকিত ভূপতির করধারণ পূর্ব্বক বিনম্রবচনে কহিলেন,—"পিতঃ! এ তামসী নিশায় কোথায় যাইতেছ? পরমশত্রু গ্রীক্‌গণকে ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনার্থ কি এ স্থলে আগমন? তোমার সে যৌবন নাই, সহায় একমাত্র বৃদ্ধ দূত, অতএব কিরূপে বিপদে পরিত্রাণ পাইবে? তথাপি ভয় নাই; আমা হইতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। গ্রীক্‌গণের মধ্যে আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" প্রায়াম্ কহিলেন,—"তোমার মধুময় বাক্যে প্রমাণিত হইল, তোমার অন্তর কারুণ্যরসে বিগলিত। আমি অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত; দেবগণ কৃপা করিয়া তোমাকে আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। তোমার মঙ্গল হউক। মনুষ্যমধ্যে রূপে ও গুণে তোমার সমকক্ষ কেহই নাই।" দেব উত্তর করিলেন,—"অকারণ প্রশংসা করিতেছ। পিতঃ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ট্রয়ের অবশিষ্ট ধনরাশি লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে কি বান্ধব-হস্তে ন্যস্ত করিতে যাইতেছ? প্রিয় জন্মদেশ বুঝি চিরকালের জন্য বর্জ্জন করিলে? অথবা পলায়ন করিতেছ? তাহা হইলে

বিপন্ন ট্রয়ের এবার কি হইবে? তোমার ত সে শূর পুত্র নাই।” নরপতি চমকিত হইয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—“তুমি কে, কাহার পুত্র এবং কোথায় বসতি? কিরূপে জানিলে, আমি হেক্টর্কে হারাইয়াছি?” ছদ্মবেশী হার্মিস্ উত্তর করিলেন,—“পিতঃ! নিদারুণ ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া, কেন আমাকে পুনর্ব্বার কাঁদাইতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি শত্রুশোণিতরঞ্জিত হেক্টর্কে বহুবার গ্রীক্‌ব্যূহমধ্যে অবলোকন করিয়াছি। আমি সেই মহারথের সহায়তা করিতাম; কিন্তু একিলিসের নিবারণে ক্ষান্ত হই। আমি দর্পী মার্মিডন্-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতার নাম পেলিক্‌টর; তিনি তোমার ন্যায় জরাগ্রস্ত ও সর্ব্বজনমান্য। তাঁহার সপ্ত পুত্রের মধ্যে আমিই ট্রয়যুদ্ধে আগমন করিয়াছি। অদ্য এই স্থানের রক্ষণই আমার কার্য্য; গ্রীক্‌গণ প্রাতঃকালেই ট্রয় আক্রমণ করিবে। ঔৎসুক্যনিবন্ধন নিদ্রা না যাইয়া, সকলেই প্রভাতাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সেনানীগণ শোণিতলোলুপ সৈন্যবৃন্দকে দমন করিতে পারিতেছেন না।” শোকসন্তপ্ত ভূপতি কহিলেন,—“যদি তুমি পেলিডিসের অনুচর হও, তবে সত্য করিয়া বল, অহো! আমার সুতদেহ কোথায় স্থাপিত রহিয়াছে? এক্ষণে তাহার অবস্থা কিরূপ? গৃধ্রকুক্কুরের ভক্ষ্য হয় নাই ত? নররূপী অমর কহিলেন,—“হে দেবনরপ্রিয়! বীরদেহ অক্ষতভাবে দ্বাদশ দিবস মণ্ডপমধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। একিলিসের ভীষণ অত্যাচারে তাহার বিন্দুমাত্রও বিকৃতি হয় নাই। হত বীরকে বিগতপ্রাণ কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, অমরগণ সেই পরমধার্ম্মিকের দেহ রক্ষা করিতেছেন।”

দেবেন্দ্রদূতের এবংপ্রকার বাক্যশ্রবণে নরপতি হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন,—"যাহারা দেবভক্তিমান্, এই নশ্বর নরলোকে তাহারাই ধন্য। আমার কৃতী নন্দন একদিনের জন্যও দেবসেবায় বিরত ছিল না; দেবগণও মৃত সাধুর প্রতি বিমুখ নহেন। কিন্তু, যুবক! আমার কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞান-স্বরূপ এই পানপাত্র গ্রহণ কর; এবং আমাকে পেলিডিসের শিবিরে লইয়া চল।" কপটবেশী দেব উত্তর করিলেন,—"রাজন্! ক্ষান্ত হও; লোভ প্রদর্শন করিও না, যুবকের মন নিরন্তর ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। প্রভুর অজ্ঞাতে গুপ্তভাবে আমি কি কোন উপহার লইতে পারি? প্রভুর প্রাপ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই চৌর্য্যপাপে পাতকী হইব। আমি পুরস্কার চাহি না; আমি তোমাকে দূর আর্গস্-সীমায়ও লইয়া যাইতে পারি; এবং নিরন্তর অনুবর্ত্তী থাকিয়া, দুর্গম কান্তারে বা অপার সাগরে সমুদায় বিঘ্ন দূর করিতে প্রস্তুত আছি।" দেব এইমাত্র বলিয়া, এক লম্ফে রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। মুহূর্ত্তে অরিকটকে উপস্থিত হইয়া, প্রায়াম্ দেখিলেন, সমরিবৃন্দ উৎসবে ব্যাপৃত রহিয়াছে। দেব করস্থিত সম্মোহন দণ্ড সঞ্চালন দ্বারা তাহা-দিগকে নিদ্রাভিভূত করিলেন; অনন্তর একিলিসের শরপত্রা-চ্ছাদিত সুবিশাল মণ্ডপদ্বারে রথগতি সংযতা ও অখণ্ড শালতরু-বিনির্ম্মিত অর্গল অবহেলে অপসারিত করিয়া, নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করত ভূপতিকে কহিলেন—"রাজেন্দ্র! শ্রবণ কর, অমর তোমার পথ-প্রদর্শক; আমি শিল্পবিদ্যাদাতা স্বয়ং হার্ম্মিস্, দেবেন্দ্রের আজ্ঞা সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলাম; পাছে একিলিস্ আমার

দর্শন পায়, সেই জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা করিতে পারি না; দুর্লভ দেবদর্শন সকল মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। ভূপাল! বিনীত বাক্যে একিলিসের কঠিন অন্তর আর্দ্র করিয়া, সুত-দেহ উদ্ধার কর।" অমর এইমাত্র কহিয়া, নিমেষে নীলাম্বরে লীন হইলেন।

ভূপতি আশ্বস্ত চিত্তে বৃদ্ধ দূতকে তথায় অবস্থান করিতে কহিয়া, অবতরণ করিলেন এবং শিবির-পংক্তি অতিক্রম করিতে করিতে, মধ্যস্থলে একিলিসের সমুন্নত মণ্ডপ দেখিতে পাইলেন। অভ্যন্তরে একিলিস্ সখা আল্সিমস্ ও অটোমিডনের সহিত শোভন পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট; দূরে পরিচরগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃদ্ধ ভূপতি অলক্ষিতভাবে প্রবেশপূর্ব্বক দেবীনন্দনের পদতলে পতিত হইলেন এবং অশ্রুপাত করিতে করিতে, প্রাণাধিক পুত্রের জীবনঘাতী সেই ভীষণ হস্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন। সহসা এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। একিলিস্ দূরপলায়িত সন্দিগ্ধচিত্ত হত্যাপরাধীর ন্যায় চঞ্চলনেত্রে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; সকলেই মৌনভাবে নয়নে নয়নে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। প্রায়াম্ কহিলেন,—"বীরেন্দ্র! বৃদ্ধ জনককে স্মরণ করিয়া, এই জরাতুর ব্যক্তির প্রতি সদয় হও। আমাতে তোমার পিতার প্রতিকৃতি অবলোকন কর। সেই শুষ্ক চর্ম্ম, শুভ্র কেশ ও পলিত মুখমণ্ডল, সর্ব্বাংশেই আমার তুল্য, কেবল তিনি এরূপ দুরদৃষ্ট নহেন। মানব-ভাগ্যে কি না ঘটিতে পারে! হয় ত তিনিও এক্ষণে শত্রুভয়ে পলায়ন করিতেছেন; কিন্তু

তথাপি তাঁহার সান্ত্বনার স্থান আছে,—তিনি শত্রুতাপন পুত্রকে জীবিত শুনিতেছেন। বীর! তুমি গৃহে গিয়া, শত্রু পরাভব করিতে পার; কিন্তু হায়! আমার আর আশা ভরসা নাই; তুমি আমার সুতশ্রেষ্ঠকে বিনষ্ট করিয়াছ। প্রায়ামকে নির্ব্বংশ করিবার জন্যই বিধাতা তোমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাহার বাহুবলে ট্রয়রাজ্য পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী, সেই পরন্তপ পুত্রের জড়দেহ উদ্ধারের জন্য আমি আগমন করিয়াছি। এক্ষণে দেবগণকে ও মৎসদৃশ পিতৃদেবকে মান্য করিয়া, এই হতভাগ্যের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। মহারথ! দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মহারাজগণও যে বিপদাধীন, ইহা আমাতে প্রমাণিত হইল। হায়! আমি পরম শত্রুর পদতলে পতিত হইয়া, প্রাণপ্রতিম পুত্রগণের উষ্ণ শোণিত-রঞ্জিত সেই বীভৎস হস্ত চুম্বন করিতেছি!”

বৃদ্ধের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে, একিলিস্ জরাগ্রস্ত পিতাকে স্মরণ করত, অশ্রু বর্ষণ করিলেন; অনন্তর ভূপতির ভূপতিত বদন স্বকরে উত্তোলিত করিয়া, অনিমিষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্রু-প্রবাহে উভয়েরই বক্ষঃস্থল যুগপৎ প্লাবিত হইল। এক ব্যক্তি পিতার জন্য ও অপর ব্যক্তি পুত্রের নিমিত্ত রোদন করিতেছেন। একিলিস্ কখনও জনককে এবং কখনও সখাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া, বীরগণের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইল; তাহারা সকলেই অধীরান্তরে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। একিলিস্ সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া, ভূপতিকে পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করত, কোমল বাক্যে কহিলেন,—“হতভাগ্য ভূপ! তুমি যখন অসহায়ভাবে

শত্রু-কটকে প্রবিষ্ট হইয়া, কুলক্ষয়কারী ব্যক্তির নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার শোকের অবধি নাই! শোক-বজ্রে বিচূর্ণিত না হইবার জন্যই বিধাতা নিশ্চয় ও হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত করিয়াছেন। মনুষ্যজন্ম দুঃখ ভোগেরই জন্য। অতিমাত্র সৌভাগ্যশালী হইলেও, চিরদিন সুখ ভোগ করিতে পায় না। রাজেন্দ্র পিলুসের ন্যায় পরাক্রমশালী ভূমণ্ডলে কে আছে? তিনি অমরীকে পত্নীত্বে লাভ করিয়াছেন, কিন্তু, হায়! তাঁহার এ বৃদ্ধ দশায় সান্ত্বনা-স্থান নাই। একমাত্র পুত্র, সেও এই দূর দেশে বিনষ্ট হইবে। রাজন্! অবলোকন কর, এই সেই ব্যক্তি পিতাকে কাঁদাইয়া এবং তোমাকে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিবার জন্য ট্রয়ে আগমন করিয়াছে। প্রবীণ! এককালে তুমিও ধনে পুত্রে ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে। তুমি সুবিস্তৃত সমৃদ্ধ ফ্রিজিয়ারাজ্যের একাধীশ্বর। কিন্তু অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে কি হইল? যাহা হইবার অবশ্যই ঘটিবে। বিধিলিপি ভোগ কর; মৃত ব্যক্তির জন্য বৃথা শোক করিও না। এখনও অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে, কে বলিতে পারে?"

ভূপতি উত্তর করিলেন,—"আমাকে ধরিত্রী গ্রাস করুন! হায়! অন্ত্যেষ্টি-রহিত হেক্টর্ অনাবৃত সিন্ধুতীরে পতিত রহিয়াছে! পিতাকে সেই কায়া দেখিতে দাও; আমি আর কিছু প্রার্থনা করি না। বীরেন্দ্র! তুমি আমার এ অসীম ধন উপভোগ কর ও প্রসন্ন চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হও। তোমার তিলমাত্র দয়া প্রাপ্ত হইলে, এ দুর্ব্বল স্থবির পুনর্জ্জীবিত হয়।" বৃদ্ধের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে একিলিসের চক্ষুঃদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কহিলেন,—"অধিক বলিও না, এবং অশ্রুপাতে আমার অন্তরকে সিক্ত করিবার প্রয়াস পাইও না। আমি স্বয়ং হেক্টরকে অর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। বৃদ্ধ! জানিও, আমার প্রসূতি শ্বেতাঙ্গিনী জলধিনন্দিনী যোভ্‌বার্ত্তা আনিয়াছিলেন। তুমি দেবতা-কৃপায় এ স্থলে আসিতে পারিয়াছ। এ তোরণ উদ্‌ঘাটন ও রক্ষিগণকে বঞ্চনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। ক্ষান্ত হও, পাছে আমি যোভের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, তোমাকে শত্রুপুর-প্রবেশের ভীষণ ফল প্রদর্শন করি। শীঘ্র চরণ ও বাক্‌-চতুরতা পরিত্যাগ কর। আর আমার দৃঢ় অভিসন্ধিকে বিচলিত করিও না।" বীরেন্দ্র এইমাত্র বলিয়া, অটোমিডন্ ও আল্‌সিমস্‌কে সমভিব্যাহারে লইয়া, কেশরীর ন্যায় বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা অশ্ব ও অশ্বতরগণকে বিমুক্ত করত, নানা উপহার-দ্রব্য সহ বৃদ্ধ দূতকে শিবিরে প্রেরণ করিলেন; কেবল শবাবরণের জন্য দুইটী পরিচ্ছদ ও এক খানি সুরমা আসন পরিত্যক্ত হইল। কিঙ্করীগণ প্রভুর আজ্ঞাক্রমে শবদেহ তৈলচর্চ্চিত ও ধৌত করিয়া সুচারু পরিচ্ছদে সুশোভিত করিল। একিলিস্ মৃত শত্রুকে খট্টিকায় স্থাপন করিলেন। জনগণ তাহা স্কন্ধে করিলে, শোক-বিহ্বল একিলিস্ পেট্রোক্লস্‌কে লক্ষ্য করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, —"যদি প্রেতগণ মনুষ্য-কার্য্যে ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সখে! আমাকে ক্ষমা কর; অদ্য আমি হেক্টরকে সমর্পণ করিয়া, দেবপতির আজ্ঞা পালন করিলাম। নিষ্ক্রয়-স্বরূপ যে সকল দ্রব্য পাইয়াছি, তদ্দারা তোমার সমাধি-মন্দির পরিশোভিত করিব।" অনন্তর বীরেন্দ্র প্রায়াম্‌-সকাশে গমন পূর্ব্বক নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কহিলেন,

—"তোমার প্রার্থনাক্রমে হতপুত্রকে পরিত্যাগ করিলাম। প্রাতঃকালেই তুমি তাহাকে স্বনেত্রে দর্শন করিবে। কিন্তু নিশাকালে আহার ও বিশ্রাম একান্ত কর্ত্তব্য। পিতঃ! শোকাধীন হইয়া, প্রাণ-ধারণোপযোগী দ্রব্যে অনাদর করা উচিত নহে। তোমার ন্যায় কত ব্যক্তি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে; তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া, এক্ষণে হৃদয় সুস্থির কর। দেবগণ তোমার বীর পুত্রের প্রতি সুপ্রসন্ন। তাহার অন্ত্যেষ্টি উপেক্ষিত হইল না; শীঘ্রই অগ্নিকার্য্য আত্মীয়বর্গ দ্বারা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইবে।"

অনন্তর আহারের আয়োজন হইল। একিলিস্ পরম যত্নে ট্রয়রাজের আতিথ্য করিয়া,তাঁহার সহিত একান্তে আসীন হইলেন। এইবার অবসর পাইয়া, উভয়ে কৌতূহল বশতঃ পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—এক দিকে প্রতাপ-মিশ্রিত যৌবন-দর্প, অন্যত্র নম্রতা-পূরিত পবিত্র স্থবিরত্ব। বহুক্ষণ পরে প্রায়াম্ কহিলেন,—"হে বীরাগ্রগণ্য! এক্ষণে আমাকে নিদ্রা আস্বাদন করিতে অনুমতি কর। যে দিন হইতে আমার মহাবল পুত্র প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন অবধি ধরাতল আমার শয্যা; এই জলসিক্ত নয়ন নিদ্রা জানে না এবং হাহাকারই আমার অশন। অদ্য তোমার সান্ত্বনায় আহার করিলাম; এবং জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিতেছি।" অনন্তর একিলিস্ ভূপতির জন্য কোমল শয্যা রচনা করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন,—"পিতঃ! এক্ষণে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে যাও। আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সম্রাট্ তোমার আগমন শ্রবণ করিয়া, নিষ্ক্রয়-লোভে বন্দি করেন; এ প্রকাশ্য স্থান নিরাপদ নহে। যদি

তোমার অন্তরে কোন অভিপ্রায় থাকে,শীঘ্র ব্যক্ত কর। হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিতে কত দিনের প্রয়োজন? ততদিন অস্ত্রধারণ করিব না।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"বীর! যদি কৃপাপরবশ হইয়া, নিহতের দেহোদ্ধার করিতে চাও, তবে আমি বিলাপের জন্য নয় দিন প্রার্থনা করিতেছি; দশম দিবসে অগ্নিকার্য্য হইবে; পরদিন কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্থাপন ও যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, দ্বাদশ দিবসে আবার যুদ্ধারম্ভ করিব।" একিলিস্ তথাস্তু বলিয়া, সাদরে বৃদ্ধের করস্পর্শ করত, নিজ শয়ন-গৃহে প্রস্থান করিলেন। ভূপতি বৃদ্ধ দূতের সহিত বহির্দ্দেশে খট্বিকার উপর নিদ্রা যাইতে লাগিলেন; তাঁহার নয়নে শোকের স্বপ্ন নৃত্য করিতে লাগিল।

উষালোক প্রকাশিত হইবামাত্র, দয়াল হার্ম্মিস্‌দেব নিদ্রালস ভূপতি সকাশে পুনরাগমন করিয়া, কহিলেন,—"পিতঃ! নির্ভরে নিদ্রা যাইতেছ? তোমার হৃদয়ে কি শত্রুভয় নাই? আট্রাই-ডিসের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, আর নিস্তার নাই। হেক্টরের দেহ ত উদ্ধার করিয়াছ, তবে আর বিলম্ব কেন?" ভূপতি চমকিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া, সহচরকে প্রবুদ্ধ করিলেন। মায়াবী দেব স্বহস্তে রথে বাহনগণকে যোজনা করিয়া, নিঃশব্দে শিবিরশ্রেণী অতিক্রম করত, স্থবিরদ্বয়কে নির্ব্বিঘ্নে হেলেস্‌পণ্ট-কূলে আনয়নপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাত হইবামাত্র রথ ট্রয়নগরে প্রবেশ করিল। রাজনন্দিনী ক্যাসাণ্ড্রা প্রথমে প্রাসাদ-চূড় হইতে হত সোদরকে অবলোকন করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করিতে করিতে, তোরণ-সমীপে

উপস্থিত হইল এবং রথচক্র ধারণ করিয়া, ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভূপতি প্রায়াম্ অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া, ধীরে ধীরে পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শবখট্বা প্রাসাদমধ্যে নীত হইলে, সজলনয়না এন্ড্রোমেকি কোমল ভুজবন্ধনে প্রিয়তমের গলদেশ বিজড়িত করিয়া, কহিতে লাগিলেন,—"প্রাণেশ্বর! হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে! হায়! আমার প্রাণাধিক শিশুর দশা কি হইবে! রক্ষকবিহীন ট্রয় অচিরাৎ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কে আর অসহায়া অবলাকুলের রক্ষা ও শত্রু-পীড়িত ব্যক্তিবর্গের পরিত্রাণ করিবে? বৃদ্ধ জনকজননীর দশা একবারও ভাবিলে না? কান্ত! অভাগী প্রিয়ার নিকট অন্তিম বিদায় লইতেছ না কেন? নাথ! এক্ষণে একটীমাত্র বাক্য উচ্চারণ কর, আমি তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নিরন্তর রোদন করিব; কখনই বিস্মৃত হইব না।" সতী এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতে থাকিলে, সহচরীগণ নিশ্বাস-প্রভঞ্জন প্রবাহিত করত, নয়ন বর্ষণ করিতে লাগিল। মহিষী হেকুবা বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিলেন,— "আহা! বৎস যেন এখনও জীবিত রহিয়াছে; আমার বীর পুত্র কাপুরুষ নহে; সম্মুখ-সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়া, বীরলোক লাভ করিল। দেবগণ ধার্ম্মিকের উপর নিরন্তর সুপ্রসন্ন, তাই তাঁহারা মৃত্যুকালেও বৎসকে পরিত্যাগ করেন নাই।" পুত্র-শোকাতুরা রাজ্ঞী এইমাত্র বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

এইবার তথায় হেলেনার আগমন হইল। হত হেক্টরকে অবলোকন করিবামাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র হইতে মুক্তাবলীর

ন্যায় অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। রূপসী কাতরবাক্যে কহিলেন,—"বীর! তুমি পুণ্যবলে সুকোমল অন্তরের সহিত শূরবীর্য্য লাভ করিয়াছিলে। দুরাত্মা পারিস্ এই পাপিনীকে বিংশবর্ষ ট্রয়ে আনয়ন করিয়াছে; আমি এক দিনের জন্যও তোমার মুখে পরুষবাক্য শ্রবণ করি নাই। যদি তোমার কোন ভ্রাতা বা ভগ্নী এই দেশশত্রুকে তিরস্কার করিত, আমি তোমার স্নিগ্ধবাক্য শ্রবণে সান্ত্বনা লাভ করিতাম। হায়! আমার জন্যই তোমার এই দুর্গতি! তুমি স্বর্গে গমন করিলে, হেলেনার আর বন্ধু নাই। এই কলঙ্কিনী ট্রয়ে ও গ্রীসে তাড়িতা হইয়া, পথে পথে ভ্রমণ করিবে।"

আবার চতুর্দ্দিকে শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইল। প্রায়াম্ সকলকে নিবৃত্ত করিয়া, অন্ত্যেষ্টির আয়োজনে ব্যাপৃত হইতে কহিলেন। অসংখ্য ট্রোজান্ চারি দ্বার বিমুক্ত করিয়া, নির্ভয়ে বহির্গমন করত, নয় দিন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিল। দশম দিবসে বিধিমতে হেক্টরের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিতা হইল। শবদাহিগণ মধু দ্বারা চিতানল নির্ব্বাপিত করত, অস্থিসঞ্চয় করিয়া, স্বর্ণপাত্রে স্থাপন ও ভূগর্ভে নিহিত করিলে, সুদক্ষ স্থপতিগণ তদুপরি সমুন্নত কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পরম ধার্ম্মিক মহারথ হেক্টরের প্রেতকার্য্য এইরূপে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল।